ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

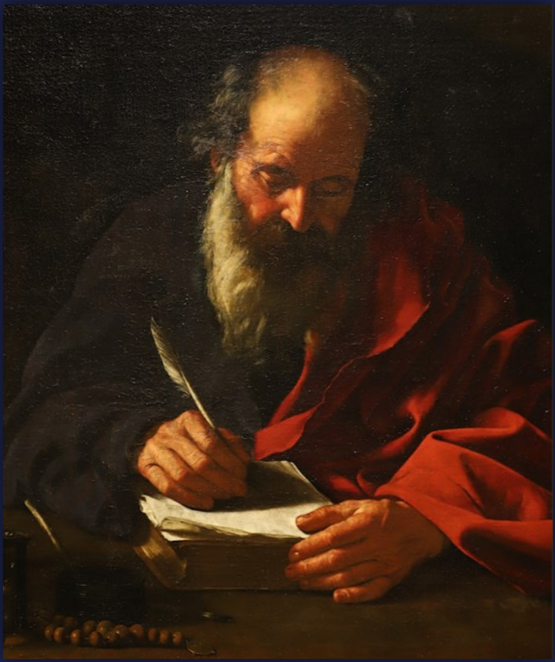

ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের টীকাপুস্তক

Commentary on the Letter of Paul to the Philippians

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রের উপর লিখিত ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্‌স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Letter of Paul to the Philippians

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)

    Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

ভূমিকা

ফিলিপী ছিল মাকিদনিয়ার পশ্চিম দিকের একটি প্রধান শহর (প্রেরিত ১৬:১২)। এর নাম-করণ করা হয়েছে ম্যাসোডনিয়ার রাজা সম্রাট ফিলিপ এর নামানুসারে, যিনি এটির পুর্নর্নির্মাণ এবং সৌন্দর্যবর্ধন করেছেন। এরপর এটিকে রোমীয় কলোনিতে পরিণত করেন। এর খুব কাছেই রয়েছে 'ক্যাম্পি ফিলিপীসি' জায়গাটি, যেটি জুলিয়াস সিজার এবং পম্পেই এর মধ্যেকার বিখ্যাত যুদ্ধের জন্য স্মরণ করা হয়। যে যুদ্ধে আগাষ্টাস আর অ্যান্টোনি একদিকে এবং অন্য পাশে ক্যাসিয়াস এবং ব্রুটাস ছিলেন। কিন্তু এটি খ্রীষ্টানদের মাঝে অনেক বেশি স্মরণীয় ফিলিপীয় পত্রের জন্য, যা পৌল ৬২ খ্রীষ্টাব্দে রোমে বন্দী থাকা অবস্থায় লিখেছিলেন। মনে হয় এই মণ্ডলীর জন্য পৌলের এক ধরনের সমবেদনা এবং পিতৃতুল্য স্নেহপুর্ণ যত্ন ছিল, কারণ তিনি নিজে এই মণ্ডলী স্থাপনের কাজ করেছিলেন। যদিও সকল মণ্ডলীর প্রতিই তিনি যত্নশীল ছিলেন, তথাপি এই একটি মণ্ডলীর প্রতি তা পিতৃ সুলভ ভালবাসা ছিল। ঈশ্বর আমাদের নিযুক্ত করেছেন মঙ্গলজনক কিছু করতে, আরো বেশি উৎসাহিত হবার জন্য এবং আরো ভাল কিছু কাজে নিযুক্ত হবার জন্য আমাদের আগে নিজেদের দিকেই তাকাতে হবে। "তিনি তাদের দিকে নিজের সন্তানের দৃষ্টিতে তাকালেন, সুসমাচার দিয়ে তাদের কাছে ডাকলেন, একই সুসমাচার দিয়ে তিনি তাদের উৎসাহ দিতে ও গড়ে তুলতে আগ্রহী হলেন"।

প্রথমত: তিনি ফিলিপীতে অসাধারণভাবে সুসমাচার প্রচার করলেন (প্রেরিত ১৬:৯), পৌল রাতে একটি দর্শন দেখলেন– একজন মানুষ ম্যাসোডনিয়াতে দাঁড়িয়ে তাঁকে মিনতি করে বলছে ম্যাসোডনিয়াতে এসে আমাদের সাহায্য করুন। তিনি দেখলেন, ঈশ্বর তাঁর আগেই সেখানে গিয়েছেন এবং সকল দিকেই উৎসাহিত করেছেন যাতে তাঁরা ভাল কাজ তাদের মাঝে বয়ে নিয়ে যেতে পারেন, আর ঈশ্বরের প্রস্তুতকৃত ভিত্তির উপরে কাজ শুরু করলেন যা আগেই শুরু হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: ফিলিপীতে তিনি কঠিন অবস্থাও সহ্য করেছেন; তাঁকে বেত্রাঘাত করে কাঠের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল, কিন্তু কঠিন সময়ের মুখোমুখি হওয়ার পরেও সে স্থানের জন্য তাঁর দয়া বিন্দুমাত্র কমে নি। আমাদেরও মনে রাখতে হবে যে, শত্রুদের অত্যাচারের কারণে আমরা বন্ধুদের প্রতি ভালবাসা কমাতে পারি না।

তৃতীয়ত: এই মণ্ডলীর সূচনা খুবই ছোট ছিলো; লিডিয়া প্রথমে মন পরিবর্তন করলো, তার-পর জেলরক্ষী এবং আরো কিছু লোক, যদিও সংখ্যার এই ক্ষুদ্রতা তাঁকে নিরুৎসাহিত করে তুলতে পারে নি। যদি ভাল কাজ প্রথমে করা না যায়, তবে তা পরেও করা সম্ভব; আর শেষ কাজগুলো অবশ্যই আরো সমৃদ্ধিশালী হবে। ক্ষুদ্র সূচনা নিয়ে আমাদের অবশ্যই

নিরুৎসাহিত হওয়া উচিৎ নয়।

চতুর্থত: এই পত্রের কিছু অংশ পড়ে বুঝা যায়, ফিলিপীয় মণ্ডলী সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল আর নির্দিষ্টভাবে মণ্ডলীর সদস্যরা পৌলের প্রতি অনেক অনুগ্রাহী ছিলেন। তিনি তাদের সাময়িক জিনিস গ্রহণ করেছিলেন এবং পরিবর্তে তাদের আত্মিক দান দিয়েছেন। তিনি তাদের পাঠানো উপহার গ্রহণ করেছেন (৪:১৮ পদ) এবং তা এমন এক সময় যখন অন্য কোন মণ্ডলী তার সঙ্গে কিছু আদান-প্রদানের মাধ্যমে যোগাযোগ করে নি (১৫ পদ)। আর তিনি এই পত্রে তাদের একজন ভাববাদী, একজন প্রেরিতের পুরস্কার দিয়েছেন যার মূল্য হাজার হাজার স্বর্ণ আর রৌপ্য মুদ্রার চেয়েও বেশি।

ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ১

প্রেরিত পৌল উৎসর্জন ও আশীর্বচন দিয়ে তাঁর লেখা শুরু করলেন (১-২ পদ)। তিনি ফিলিপী শহরের পবিত্র ও বিশ্বাসী লোকদের ধন্যবাদ দিলেন (পদ ৩-৬)। তিনি তাদের আত্মিক কল্যাণে তাঁর প্রচুর স্নেহ ও উদ্বেগের কথা (৭-৮ পদ), তাদের জন্য তাঁর প্রার্থনা (৯-১১ পদ), তাঁর কষ্টভোগে তাদের অসন্তোষ প্রতিরোধে তাঁর যত্ন (১২-২০ পদ), নিজের জীবন অথবা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করার আগ্রহ (২১-২৬ পদ) প্রকাশ করেছেন এবং, তারপর শক্তিশালী হতে ও স্থির থাকতে দ্বিগুণ উৎসাহ দিয়ে (২৭-৩০ পদ) পত্রটি শেষ করেছেন।

ফিলিপীয় ১:১-২ পদ

এখানে আমরা উৎসর্জন ও আশীর্বচন দেখতে পাই। লক্ষ্য করুন,

যারা চিঠিটি লিখেছেন– পৌল ও তীমথি। যদিও পৌল একাই স্বর্গীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তবুও তিনি নিজের নম্রতা প্রকাশ করতে এবং তীমথিকে সম্মান দিতে নিজেই তীমথির সংগে যুক্ত হয়েছেন। যারা প্রাচীন, শক্তিশালী এবং উচ্চপদস্থ তাদের উচিত যারা বয়সে ছোট, কম শক্তিশালী এবং নিম্ন পর্যায়ের তাদের মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখানো এবং সমর্থন করা যীশু খ্রীষ্টের লোকদেও কর্তব্য। শুধুমাত্র খ্রীষ্টের শিষ্যদের সংগে যে একটা সাধারণ সম্পর্ক তা নয় বরং তাঁদের সংগে আশ্চর্য কাজ করা, একজন প্রেরিত ও একজন ধর্ম প্রচারকও সর্বোচ্চ পরিচর্যা। লক্ষণীয়, একজন উচ্চপদস্থ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিতের সর্বোচ্চ সম্মান হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের দাস হওয়া, মণ্ডলীগুলোর প্রভু নয় কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের দাস হওয়া। আরো লক্ষ্য করুন, যে ব্যক্তিবর্গকে এটি লেখা হয়েছে–

ক. "পৌল ও তীমথি, খ্রীষ্ট যীশুর দাস খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত যত পবিত্র লোক ফিলিপীতে আছেন, তাঁদের এবং বিশপদের ও পরিচারকদের সমীপে।" তিনি বিশপদের আগে মণ্ডলীর কথা বলেছেন, কারণ তাদের নৈতিক উন্নতি এবং সুবিধাদি, তাদের মর্যাদা, প্রভুত্ব সম্পদের কারণে মণ্ডলীর জন্য কিন্তু মণ্ডলী তাদের জন্য নয় (২ করিন্থীয় ১:২৪)। "তারা যে শুধু খ্রীষ্টের দাস তা নয় বরং তারা তাদের নিজেদের জন্য মণ্ডলীরও দাস (২ করিন্থীয় ৪:৫)। লক্ষণীয়, এখানে খ্রীষ্টানদের পবিত্র বলা হয়েছে; ঈশ্বরের জন্য পৃথকীকৃত বা পবিত্র আত্মা দ্বারা শুদ্ধীকৃত, অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসে নতুবা প্রকৃত শুদ্ধতায় দৃশ্যমান হয়। আর যারা এই পৃথিবীতে পবিত্র নয় তারা কখনো স্বর্গের পবিত্র হতে পারবে না। এটা সব পবিত্র লোকদের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে, প্রত্যেকের জন্যই, এমনকি সবচেয়ে অধম, সবচেয়ে গরীব আর

সবচেয়ে ছোট দান যারা পেয়েছে তাদের জন্যেও। খ্রীষ্ট কোন বিভেদ করেন নি; ধনী-গরীব সবাই একত্রে তাঁর সংগে দেখা করেছে: আর তাই বিশপেরাও এই ক্ষেত্রে তাদের যত্ন এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনে বিভেদ করতে পারেন না (যাকোব ২:১)। খ্রীষ্টে *পবিত্র লোক; খ্রীষ্টের* সংগে যুক্ত থেকে তাদের সৎকাজ দ্বারা তারা পবিত্র লোক হিসেবে পরিচিতি পান, বা তারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী তাই তাদের পবিত্র বলে গ্রহণ করা হয়। যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী নয় তাদের মাঝে কেউ যদি সর্বোৎকৃষ্ট সাধু লোক বলে পরিচিত হন তারাও পাপী বলে পরিগণিত হবে এবং তারা ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারবে না কারণ কেবলমাত্র খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই একজন ব্যক্তিকে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়।

খ. এটি বিশপদের উদ্দেশ্যে অথবা পরিচারকদের উদ্দেশ্যে– "বিশপদের এবং পরিচালকদের সমীপে", বিশপেরা বা প্রাচীনেরা মণ্ডলীর প্রথম স্থানে অধিষ্ঠিত, যাদের প্রধান পরিচর্যা কাজ ছিল শিক্ষাদান এবং কর্তৃত্ব করা এবং পরিচারকেরা অথবা গরীবদের তত্ত্বাবধায়কেরা যাদের তত্ত্বাবধানে ঈশ্বরের গৃহের বাহ্যিক কাজগুলো ছিল: উপাসনার জায়গা, আসবাব-পত্র, বিশপের ভরণ-পোষণ বা যত্ন নেয়া এবং গরীবদের দেখাশোনা করা এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের সংস্থান করা। এসব কাজ পরবর্তীকালে মণ্ডলীর নিয়মিত কাজ হয়ে দাঁড়ায় এবং এসব কাজ ও দায়িত্বপ্রাপ্তরা স্বর্গীয়ভাবে স্থিরীকৃত এবং নিয়োগপ্রাপ্ত। প্রেরিত পৌল এই চিঠি লিখেছেন একটি খ্রীষ্টান মণ্ডলীর কাছে, যাতে তিনি স্বীকার করেছেন দুইটি পদবীর কথা, যার নাম তিনি দিয়েছেন বিশপ এবং পরিচারক হিসেবে। আর যিনি এই দুই চরিত্র এবং উপাধি, যোগ্যতা, পরিচর্যা কাজ এবং সম্মান ও মর্যাদা চিন্তা করবেন, নতুন নিয়মের মধ্য দিয়ে সব জায়গায় তাদেরকেই একইভাবে খুঁজে পাবেন (ড. হ্যামণ্ড ও অন্যান্য জ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন)। সেই সময়ে অন্য ধরনের পরিচর্যা কাজ বা আলাদা কাজে তাদের চিন্তা করাটা অনেক কঠিন।

এখানে প্রৈরিতিক আশীবর্চন দেয়া হয়েছে: "আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক (২ পদ)।" প্রেরিত পৌলের সব পত্রেই এটি মোটামুটি অক্ষরে অক্ষরে একই রকমভাবে দেখা যায়, যা আমাদের শেখায় যে, শুভেচ্ছা প্রদান বা আশীর্বচন প্রদান করার ক্ষেত্রে কোন ধরণ মেনে চলতে ইতস্ততঃ বোধ না করি। যদিও আমরা এগুলোতে বাঁধা নই, আর আসলে শাস্ত্রীয়ও নয়। ভাববাদীদের পুস্তকে আ-শীর্বচনের একমাত্র গঠন হচ্ছে (গণনা ৬:২৩-২৬) তারা এই কথা বলে আশীর্বাদ করতো, "সদাপ্রভু ইস্রায়েল-সন্তানদের উপর আশীর্বাদ করুন ও রক্ষা করুন; সদাপ্রভুর দয়া আলোর মত তোমার উপর পড়ুক; তাঁর করুণা তোমার উপর থাকুক। সদাপ্রভু তাঁর মুখ তোমার দিকে ফিরান এবং তোমাকে শান্তি দিন।" এখন এই নতুন নিয়মে, যে মঙ্গল কামনা করা হয়েছে (যদিও এটি ভিন্ন উপায়ে) তা আসলে আত্মিক উন্নতি, অনুগ্রহ ও শান্তির– উদার শুভেচ্ছা এবং ঈশ্বরের কল্যাণকর ইচ্ছা, আর সমস্ত আশীর্বাদের ফল ও প্রভাব এবং তা আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে সম্মিলিতভাবে আগত। উল্লেখ্য–

১. আশীর্বাদ ছাড়া শান্তি পাওয়া যায় না। মানসিক শান্তি স্বর্গীয় শুভেচ্ছার অনুভব থেকেই আবির্ভূত হয়।

২. "জীবনের প্রত্যেকটি সুন্দর ও নিখুঁত দান স্বর্গ থেকে নেমে আসে আর তা আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে, যিনি আলোর পিতা" (যাকোব ১:১৭)।

৩. সেই আশীর্বাদ ও শান্তি আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তা আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। খ্রীষ্ট, যিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী, মণ্ডলীর সকল আত্মিক অনুগ্রহ বহনের একমাত্র পথ, আর তা সকল সদস্যদের মাঝে বন্টনের উপায়ও তিনি।

ফিলিপীয় ১:৩-৬ পদ

প্রেরিত পৌল উৎসর্জন এবং আশীর্বচনের পরে ফিলিপীতে অবস্থিত সেই সব পবিত্রজনদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তিনি তাদের বলেছেন যে, তাদের কারণে কেন তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এখানে দেখুন–

প্রথমত: পৌল তাদের স্মরণে রেখেছেন: তিনি তাঁর চিন্তায়ও তাদের বহন করেন; যদিও তারা তাঁর দৃষ্টির সীমানায় নেই এবং তিনি নিজেও তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছিলেন, তবুও তারা তাঁর মনের সীমানার বাইরে যেতে পারেন নি, অথবা তিনি প্রায়ই তাদের নিয়ে চিন্তা করতেন, "তোমাদের কথা স্মরণ হলেই" (***epi pase te mneia***), তাই তিনি বেশিরভাগ সময়েই তাদের সম্বন্ধে কথাও বলতেন আর তাদের সম্বন্ধে শুনে আনন্দিতও হতেন। তাই তাদের স্মরণ করে তিনি নিজেও কৃতজ্ঞ: একজন অনুপস্থিত বন্ধুর মঙ্গল কামনার কথা শুনেও অনেক আনন্দ অনুভূত হয়।

দ্বিতীয়ত: তিনি তাদের আনন্দের সাথে স্মরণ করতেন। তিনি ফিলিপীতে অত্যাচারিত হয়েছিলেন; তাঁকে চাবুক মারা হয়েছিল এবং হাতে বেড়ি পরানো হয়েছিল, আর তাই বর্তমানে তাঁর কষ্টের ফল দেখা যাচ্ছিল খুব স্বল্প পরিসরে, তবুও তিনি ফিলিপীকে আনন্দের সাথে স্মরণ করতেন। তিনি খ্রীষ্টের জন্য নিজের কষ্টভোগকে সম্মান, সান্ত্বনা, তাঁর জয়ের মুকুট হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং প্রতিবার কষ্টভোগের এই জায়গার কথা স্মরণ করে নিজে আনন্দিত হতেন। তাই তিনি তাদের কাছে লজ্জিত হওয়া এবং তাঁর দুঃখভোগের কথা শুনতে নারাজ হওয়ার বদলে বরং আনন্দের সঙ্গে তা স্মরণ করতেন।

তৃতীয়ত: তিনি প্রার্থনায় তাদের স্মরণ করতেন: "সবসময় আমার সমস্ত প্রার্থনায় তোমাদের সকলের জন্য আনন্দ সহকারে প্রার্থনা করে থাকি।" ঈশ্বরের অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে আমাদের বন্ধুদের স্মরণ করা হচ্ছে তাদেরকে সবচেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট স্মরণ করা। পৌল তাঁর বন্ধুদের জন্য অনেক বেশি সময় প্রার্থনায় থাকতেন, তাঁর সকল বন্ধুদের জন্য, বিশেষ করে এই বন্ধুদের জন্য অর্থাৎ ফিলিপীয়দের জন্য। তিনি যেভাবে অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে নামোল্লেখ করে বিভিন্ন মণ্ডলীর উল্লেখ করেছেন, তাতে মনে হয় সেইসব মণ্ডলীর ব্যাপারে তিনি মনোযোগী এবং আগ্রহী ছিলেন। তিনি বছরের পর বছর ফিলিপীয় মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনায় সময় কাটিছেন। ঈশ্বর এভাবেই তাঁর সাথে আমাদের প্রার্থনায় যোগাযোগ করে অন্যদের জন্য প্রার্থনা করার আদেশ দেন, যদিও আমাদের সান্ত্বনা এটাই যে, তিনি জানেন

আমরা কাদের জন্য প্রার্থনা করি, এমনকি যখন আমরা তাদের নাম নাও নিই।

চতুর্থত: তিনি তাদের সাথে কাটানো প্রতিটি আনন্দময় স্মৃতির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন। প্রতিটি প্রার্থনায় অবশ্যই ধন্যবাদ জ্ঞাপন অংশ থাকা দরকার এবং আমাদের আনন্দের বিষয়গুলোই আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বিষয় হওয়া উচিত। আমাদের সান্ত্বনার বিষয় হচ্ছে ঈশ্বরকে সব গৌরব দিতে হবে। তিনি যেভাবে আনন্দের সাথে অনুরোধ করতেন ঠিক একই সাথে ঈশ্বরকে ধন্যবাদও দিতেন, সেই ধন্যবাদ মহান ঈশ্বরের প্রশংসাসূচক ধন্যবাদ এবং পবিত্র আনন্দের ঠোঁটের ভাষা।

পঞ্চমত: আমাদের প্রার্থনায় যখন আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব, তখন অবশ্যই ঈশ্বরকে "আমাদের ঈশ্বর" হিসেবে বিবেচনা করতে হবে: "আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই," এটি আমাদের প্রার্থনায় উদ্দীপনা দেয় আর ঈশ্বর যে আমাদের ঈশ্বর হিসেবে সকল করুণা আমাদের উপর ঢেলে দিচ্ছেন তা অনুধান করে তাঁর প্রশংসা করতে আমাদের হৃদয়কে প্রসারিত করে। "তোমাদের কথা স্মরণ হলেই আমি আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই" (৩ পদ)। আমাদের অবশ্যই আমাদের ঈশ্বরকে অন্যদের অনুগ্রহ, সুখ-সাচ্ছন্দ এবং সান্ত্বনার উপহার আর উপকারিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হবে, কারণ আমরাও তাদের থেকে অনেক অনুগ্রহ পাই আর এর ফলে ঈশ্বরের গৌরব হয়। কিন্তু এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কী?

(১) পৌল তাদের মাঝে যে সান্ত্বনা পেয়েছেন তার জন্য তিনি ধন্যবাদ দিয়েছেন: "কারণ প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সুসমাচারের পক্ষে তোমরা সহভাগী আছ" (৫ পদ)। লক্ষণীয়: সুসমাচার প্রচার একটি ভাল সহভাগিতা; আর তুচ্ছ বিশ্বাসীরাও মহান প্রেরিতদের সাথে সুসমাচারের সহভাগিতা পেয়ে থাকে। সুসমাচারে পরিত্রাণ একটি সুলভ ব্যাপার (যিহূদা ১:৩), আর তারা তাদের জীবনে এটি অমূল্য বিশ্বাসের ন্যায় ধরে রেখেছেন (২ পিতর ১:১)। যারা সুসমাচার প্রকৃতভাবে গ্রহণ করেছে এবং এতে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করেছে তারা এর সঙ্গে একদম প্রথম দিন থেকেই সহভাগিতায় আছে: বিশ্বাসী হিসেবে নতুনভাবে জন্ম নেয়া একজন, যদি সে সত্যিই জন্মে থাকে, তাহলে জন্মের দিন থেকেই সে সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি এবং অধিকারগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী হবে– "এখন পর্যন্ত"। লক্ষণীয়, যারা শক্তভাবে স্থির থাকতে শুরু করেন এবং অধ্যবসায়ী হন তাদের দেখে বিশপগণও উৎসাহ পান। অনেকে *সুসমাচারের সঙ্গে সহভাগিতার* মাধ্যমে সুসমাচার প্রচারে নিজেদের সংস্কার মুক্ত মানুষ হিসেবে ব্যাখ্যা দেয় এবং 'কৈননিয়া' শব্দের সঠিক অর্থ বুঝতে না পেরে সুসমাচারের ভুল ব্যাখ্যা করে। 'কৈননিয়া'র মানে "আলাপন" বা "যোগাযোগ" নয় কিন্তু "ভাগ করে নেয়া।" কিন্তু এর সাথে অন্যান্য মণ্ডলীর জন্য পৌলের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের তুলনা করলে বোঝা যায় এই মণ্ডলী তাদের মাঝে থাকা অন্যান্য ভাল খ্রীষ্টানদের সাথে বিশ্বাসে, আশায় এবং পবিত্র ভালবাসায় যুক্ত। সাধারণ সহভাগিতা– একটি সহভাগিতা যা সুসমাচারের প্রতিজ্ঞায়, আদেশে, অধিকারে এবং আশায় আর তা একদম প্রথম দিন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত।

(২) তাদের নিয়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, "আর এতে আমার দৃঢ় ভরসা আছে যে, তোমাদের অন্তরে যিনি উত্তম কাজ আরম্ভ করেছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত তা সুসম্পন্ন করবেন"

(৬ পদ)। লক্ষণীয় যে, খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য খুব বড় সান্ত্বনার বিষয়, আর আমরা যেমন আমাদের আনন্দ থেকে প্রশংসার বিষয় নিয়ে আসতে পারি তেমনি আশা থেকেও পারি; বর্তমানে আমাদের যা আছে এবং যে অবস্থা শুধু তাই নয় বরং আমাদের যে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা তা নিয়েও আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হবে। পৌল অনেক আস্থার সঙ্গে অন্যান্যদের ভাল অবস্থার কথা বলেন, একই সাথে আশা করেন তারা বিশ্ব প্রেমে সমান থাকবে আর আস্থা রাখবে যে বিশ্বাসের বিচারে তারা স্থির থাকে তবে তারা সুখী থাকবে: (৬ পদ), "তোমাদের মধ্যে একটি ভাল কাজ" (***en hymin***), সাধারণভাবে এটি পড়ে বোঝা যায়, তাদের মাঝে মণ্ডলী স্থাপন করা শুরু হয়েছে। যিনি এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তিনিই এটি পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন। যতদিন না ঈশ্বরের আশ্চর্য কাজ শেষ না হয় আর অলৌকিক দেহ পূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত খ্রীষ্টের একটি মণ্ডলী থাকবে। এই মণ্ডলী পাথরের উপর স্থাপিত এবং নরকের দরজা তার উপর জয়লাভ করতে পারবে না। কিন্তু এটি আসলে নির্দিষ্ট কিছু মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে এবং তারপর সেই আত্মিক কাজ সম্পাদন হবে যার কিছু ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এখানে লক্ষণীয়,

(১) ঈশ্বরের কাজ মঙ্গলময় এবং অনুগ্রহে পূর্ণ কাজ; এর দ্বারা আমাদের মনে প্রশান্তি আসে এবং তা আমাদের মঙ্গলও সাধন করে। এটি আমাদের ঈশ্বরের মত অনুভূতি এবং আনন্দ পেতে সাহায্য করে। তাকেই মঙ্গলময় কাজ বলা যায় যা আমাদের প্রতি সর্বোচ্চ মঙ্গলসাধন করে।

(২) যেখানেই মঙ্গলময় কাজের আরম্ভ সেখানেই ঈশ্বরের মঙ্গলের সূচনা। "তোমাদের অন্তরে তিনি উত্তম কাজ আরম্ভ করেছেন"। এটি আমরা নিজেরা শুরু করতে পারি না, কারণ আমরা স্বভাবতই পাপী এবং মৃত: আর একজন মৃত মানুষ নিজেকে জীবিত করার জন্য কীই বা করতে পারে? অথবা কিভাবেই বা তারা নিজেদের জীবিত বলে চিন্তা করা শুরু করতে পারে যেখানে একই কারণে তাদের মৃত বলা হচ্ছে? ঈশ্বর এভাবেই তাদের মৃত থেকে জীবিত করার কাজ দ্রুততার সাথে করেন, (ইফিষীয় ২:১, কলসীয় ২:১৩)।

(৩) ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহের কাজটি এই জীবনে শুরু হয়েছে; এটি এখানে শেষ নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অসম্পূর্ণ রয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত আরও বেশি কিছু করা বাকি আছে।

(৪) যিনি এই মঙ্গলময় কাজ শুরু করেছেন সেই একই ঈশ্বর যদি এটি বহন করে নিয়ে না যান এবং শেষ না করেন, তবে এটি মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং অসম্পূর্ণ থাকে। যিনি শুরু করেছেন তিনিই এটি শেষ করবেন।

(৫) আমরা আস্থাশীল হতে বা বিশ্বাস করতে পারি যে, ঈশ্বর যে শুধু এই কাজ ছেড়ে যাবেন না তা নয় বরং তিনি তা শেষ করবেন এবং নিজের হাতের কাজকে সাফল্যমণ্ডিতও করবেন। কারণ যেহেতু ঈশ্বরের কাজ নিখুঁত।

(৬) এই অনুগ্রহের কাজ যীশু খ্রীষ্টের দিন, তাঁর পুনরাগমনের আগে শেষ হবে না। যখন তিনি এই পৃথিবী বিচার করতে আসবেন এবং মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব শেষ করবেন তখনই

এই কাজ শেষ হবে এবং জোরে চিৎকারের সাথে সবচেয়ে দরকারী পাথরটা সবার সামনে আনা হবে। আমাদেরও একই আশা রয়েছে (১০ পদ)।

ফিলিপীয় ১:৭-৮ পদ

প্রেরিত পৌল তাদের প্রতি তীব্র স্নেহ এবং তাদের আত্মিক উন্নতি নিয়ে তিনি যে চিন্তা করেন প্রকাশ করেছেন: "আর তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই মনোভাব রাখা ন্যায় সঙ্গত, কেননা তোমরা আমার হৃদয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছ; কারাগারে আমার বন্দী থাকা সম্বন্ধে এবং সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন ও নিশ্চিতকরণ সম্বন্ধে– এই দুই বিষয়েই তোমরা সকলে আমার সঙ্গে অনুগ্রহের সহভাগী হয়েছ (৭ পদ)।" তিনি নিজের মতই গভীরভাবে তাদের ভালবাসতেন এবং তারা তাঁর হৃদয়ের খুব কাছেই ছিলেন। তিনি তাদের নিয়ে চিন্তা করতেন এবং তাদের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। লক্ষ্য করুন,

১. কেন তিনি তাদের হৃদয়ে থেকেছেন: "কারাগারে আমার বন্দী থাকা সম্বন্ধে এবং সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন ও নিশ্চিতকরণ সম্বন্ধে– এই দুই বিষয়েই তোমরা সকলে আমার সঙ্গে অনুগ্রহের সহভাগী হয়েছ" (৭ পদ খ.)। তারা তাঁর এবং তাঁর প্রচার কাজের মধ্য দিয়ে উপকৃত হয়েছিল: প্রেরিত পৌলের মাধ্যমে ঈশ্বর তাদের কাছে তার সুসংবাদ পৌঁছেছিলেন এবং তারাও ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাজের অংশগ্রহণকারী হয়েছিল। এটি একই সাথে মানুষের সঙ্গে বিপশদের প্রীতির সম্পর্ক এবং তাদের (বিশপদের) কাজ দ্বারা মণ্ডলীর লোকদের উপকার নিশ্চিত করে। অথবা "তোমরা সকলে আমার সঙ্গে অনুগ্রহের সহভাগী হয়েছ।" তার রোগ বা শোকে সহানুভূতি ও চিন্তা প্রকাশ করেছিল এবং তাঁকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল। এর দ্বারা তারা তাঁর কাজে অংশগ্রহণকারী হয়েছিল। তাই তিনি তাদের অনুগ্রহের ভাগীদার হিসেবে সম্বোধন করেছেন; যারা পবিত্রজনদের সঙ্গে কষ্টভোগ করবেন তারা তাদের দ্বারা সান্ত্বনা পাবেন; আর যারা তাদের দুঃখের ভাগীদার হবেন তারাও সেই পুরস্কার ভাগ করে নিবেন। তিনি তাদের ভালবাসেন কারণ তিনি জেলে থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁকে অনুসরণ করেছে আর "সুসমাচারের পক্ষে" তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য দিতে প্রস্তুত ছিল এবং সুসমাচারের সত্যতা প্রমাণ করেছিল, এই কাজ প্রেরিত পৌল নিজেও করেছিলেন। তাইতো তারা তাঁর হৃদয়ের কাছাকাছি ছিল। যারা একই কারণে অর্থাৎ ঈশ্বর এবং ধর্মের জন্য একই সঙ্গে ত্যাগ স্বীকার ও কষ্টভোগ করে তারা একে অন্যকে গভীরভাবে ভালবাসে; *(dia to echein me en te kardia hymas)* তিনি যে নিয়ম প্রচার করেছিলেন তা তারা শক্তভাবে অনুসরণ করে তার প্রতি তারা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন করেছিল এবং এইজন্য তাঁর সঙ্গে তারা কষ্টভোগেও রাজি ছিল। আমাদের বিশপেরা যে নিয়ম প্রচার করেন তা গ্রহণ করা এবং মেনে চলাই তাদের প্রতি সত্যিকারের সম্মান প্রদর্শন।

(২) এর সাক্ষী হচ্ছে এই পদ, "*আর তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার এই মনোভাব রাখা*

ন্যায় সঙ্গত, কেননা তোমরা আমার হৃদয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছ।" এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান তারা তাঁর প্রিয় ছিল কারণ তাদের সম্বন্ধে তাঁর একটা ভাল মতামত ছিল এবং তাদের জন্য তিনি ভাল কিছু আশা করতেন। লক্ষ্য করি, অন্যদের জন্য সবসময় ভাল কিছু চিন্তা করা উত্তম। আমরা যদি তাদের জন্য ভাল কিছু চিন্তা করি, আমাদের প্রতি তাদের ক্ষেত্রেও একই রকমটি ঘটবে বলে আশা করা যায়।

(৩) এই সত্য নিয়ে ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ, "কারণ ঈশ্বর আমার সাক্ষী যে, যীশু খ্রীষ্টের স্নেহে আমি তোমাদের সকলের জন্য কেমন আকাঙ্ক্ষী" (৮ পদ)। প্রেরিত পৌল তাদের হৃদয়ে রেখেছিলেন। তিনি তাদের দেখতে, তাদের কাছ থেকে ভাল কিছু শুনতে, না হয় তাদের আত্মিক উন্নতি, জ্ঞানে তাদের বৃদ্ধি ও আশীর্বাদে তাদের উন্নতি সাধন হোক তাই চাইতেন। তাদের জন্য তাঁর আনন্দ ছিল, "সবসময় আমার সমস্ত প্রার্থনায় তোমাদের সকলের জন্য আনন্দ সহকারে প্রার্থনা করে থাকি" (৪ পদ), কারণ তাদের মাঝে তিনি ভাল কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন, যদিও তখনও তাদের মধ্য থেকে তিনি আরো বেশি কিছু শুনতে চাইতেন এবং তাদের কাছ থেকে আরো ভাল ফল আশা করতেন। তিনি তাদের জন্য অনেক আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাদের সকলকেই তিনি ভালবাসতেন। যারা বুদ্ধিমান ও ধনী তাদের জন্য নয় বরং তুচ্ছ ও দরিদ্রদের জন্য তার আরও বেশি ভালবাসা ছিল; আর তিনি খ্রীষ্টের শক্তিশালী স্নেহে তাদের জন্য অনেক প্রার্থনা করতেন যেন তাদের জীবনে ভাল কিছু প্রকাশিত হয়। এই ভালবাসা খ্রীষ্টের নিজের এবং নিজে দেখিয়েছেন সকলের প্রতি এই ধরণের ভালবাসা দেখিয়েছেন যেন প্রত্যেকের অমূল্য জীবন রক্ষা পায়। পৌল এখানে খ্রীষ্টের অনুসারী সেইরকম ভালবাসাই দেখিয়েছেন এবং সকল ভাল পুরোহিতদের ভালবাসা এমনটিই হওয়া উচিৎ। খ্রীষ্টের সহানুভূতির মাঝে পাপীরাও থাকে! তাদের জন্য সহানুভূতির মাত্রা এত বেশি ছিল যে, তিনি তাদের পরিত্রাণের দায়ভার নিলেন এবং নিজেকে এমন জায়গায় রাখলেন যা আমাদের চিন্তার সীমানার বাইরে। এখন খ্রীষ্টের এই জ্বলন্ত উদাহরণ থেকে পৌল তাদের জন্য সহানুভূতি দেখান এবং তিনি চান যে, তারা খ্রীষ্টের শরীরের সঙ্গে যুক্ত হোক। খ্রীষ্ট যেসব আত্মার প্রতি ভালবাসা ও করুণা দেখিয়েছিলেন তাদের প্রতি কি আমাদেরও ভালবাসা ও করুণা দেখানো উচিৎ নয়? তাই তিনি ঈশ্বরকে সাক্ষী মানেন, "ঈশ্বরই আমার সাক্ষী," এটি মনের অভ্যন্তরীণ একটা বিষয়, তিনি নিষ্ঠার সাথে তাদের প্রতি ভালবাসা দেখিয়েছেন যার সাক্ষী স্বয়ং ঈশ্বর। তাই তাঁর কাছেই তাঁর অনুরোধ, "তোমরা জানো বা নাই জানো, বুঝতে পারো আর নাই পারো, কিন্তু যিনি হৃদয় জানেন, সেই ঈশ্বরই সমস্ত কিছু জানেন।"

ফিলিপীয় ১:৯-১১ পদ

এই পদগুলো পৌল যে তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন সেই সাক্ষ্য বহন করে। পৌল প্রায়ই তাঁর বন্ধুদের জানাতেন তিনি ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য কি চেয়েছেন, যেন তারাও জানতে পারে যে, ঈশ্বরের কাছে তাদের নিজেদের জন্য কি চাওয়া উচিৎ এবং সেই অনুযায়ী যেন

তারা প্রার্থনা করে। আর এতে করে তারা আশা করতে পারবে যে, পৌল মধ্যস্থতাকারীর মত যেসব বিষয় ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য চাইছেন সেসব যেমন দ্রুততা, শক্তি, অনন্ত জীবন, সান্ত্বনাপূর্ণ অনুগ্রহ ইত্যাদি ঈশ্বরের কাছ থেকে পাবে। এটা খুবই উদ্দীপনার বিষয় যে, আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যাদের সেই অনুগ্রহের সিংহাসনের দিকে আগ্রহ আছে আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করতে পারি। এটা তাদের চলার পথে একটা পরিকল্পিত ব্যাপার। যেন তারা ঈশ্বরের সাড়া পাবার জন্য চেষ্টা করে আর তাদের প্রার্থনার ফল লাভের অভিজ্ঞতা পায়। এভাবেই পৌল তাদের জন্য প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ভাল জিনিসের আশা করেছিলেন। এটি আমাদের দায়িত্বের প্রতি একটা উৎসাহের বিষয় যেন আমরা বন্ধুদের এবং পুরোহিতদের জন্য প্রার্থনায় চাইতে হতাশাবোধ না করি। তিনি প্রার্থনা করলেন,

(১) যেন তারা ভালবাসার মানুষ হয় এবং সম্প্রীতি তাদের মাঝে থাকে; যেন তাদের মাঝে ভালবাসা দিনের পর দিন আরো শক্ত হয়। “আর আমি প্রার্থনা করিস্থীয় তোমাদের প্রেম যেন তত্ত্বজ্ঞানে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে তিনি এটিকে ঈশ্বরের প্রতি, একে অন্যের প্রতি এবং সবার প্রতি ভালবাসা হিসেবে বুঝিয়েছেন। ভালবাসার আজ্ঞা এবং সুসমাচার দুটিকেই পূর্ণ করে। লক্ষণীয়, যারা কোন অনুগ্রহে পরিপূর্ণ তাদেরও অন্যক্ষেত্রে আরো পূর্ণতা দরকার কারণ তবুও কিছু বাকি আছে এবং আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট কিছু থাকলেও আমরা অসম্পূর্ণ।

(২) যেন তারা তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হয়: যেন তাদের ভালবাসা *তত্ত্বজ্ঞানে ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে* বা বেড়ে উঠে। বলা হয়েছে, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা যেন অন্ধ ভালবাসা না হয় কিন্তু তার ভিত্তি যেন হয় জ্ঞান এবং ন্যায়বিচার। আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরকে ভালবাসা উচিৎ কারণ তাঁর সমস্ত গুণ ও সৌন্দর্য অনন্ত এবং আমাদের ভাইদের ভালবাসতে হবে কারণ তাদের উপরে ঈশ্বরের ছায়া দেখা যায়। শক্ত আবেগ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছাড়া আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারা সম্ভব নয় বরং তাতে মাঝে মাঝে ভালোর পরিবর্তে খারপ ফল ডেকে আনে। যিহূদীদের ঈশ্বরের প্রতি আকাঙ্খা ছিল কিন্তু তা জ্ঞানানুযায়ী ছিল না বরং হিংস্রতা ও রাগের দ্বারা পরিচালিত হতো (রোমীয় ১০:২; যোহন ১৪:২)।

(৩) যেন তারা বোধশক্তিসম্পন্ন হতে পারে: এটি তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ফল ছিল, “তোমরা যেন যা যা উত্তম তা বেছে নিতে পার” (১০ পদ); বোধশক্তিসম্পন্ন যেন আমরা ভাল-মন্দ পরীক্ষা করে দেখতে পারি এবং ভাল বিষয়ের পার্থক্যগুলো অন্যগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখতে পারি। (*eis to dokimazein humas ta diapheronta*) খ্রীষ্টের সত্য এবং আজ্ঞা খুবই সুন্দর, এটি খুবই প্রয়োজনীয় যেন আমরা প্রত্যেকেই তা মিলিয়ে দেখতে পারি এবং সম্মান করি। সব কিছু তিনি গুছিয়েই রেখেছেন, আমাদের শুধু তা চেষ্টা করতে হবে এবং মেনে নিতে হবে, আর এগুলো খুব সহজেই অনুসন্ধানকারী মনকে নিজেদের ব্যাপারে সত্যায়ন করবে।

(৪) তারা যেন সৎ এবং উন্নত হৃদয়ের অধিকারী হয়; “যেন তোমরা খাঁটি ও নিখুঁত (সৎ ও

আন্তরিক) থাকতে পার"। সততা ও আন্তরিকতা সুসমাচারের পূর্ণাঙ্গ রূপ, আর তাই পৃথিবীতে আমাদের সকল আলাপচারিতা একে ঘিরে হওয়া উচিৎ আর তাতে ঈশ্বরের দয়ার গৌরব হয়। যখন আমরা একা থাকি, তখন আমরা ঈশ্বরের সামনে থাকি আর সে সময় আমরা যা করি, তাই আমাদের সঠিকভাবে প্রকাশ করে। তখন যদি আমাদের মধ্যে সততা প্রকাশ পায় তাহলেই আমরা বলতে পারি যে আমরা সৎ।

(৫) যেন তারা নির্বিরোধ হতে পারেন: যেন খ্রীষ্টের *আসার দিন পর্যন্ত যেন তোমরা খাঁটি ও নিখুঁত থাকতে পার*; এটিই সঠিক পথ। আর আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন ঈশ্বরের প্রতি এবং ভাইদের প্রতি কোন পাপ না হয়। ঈশ্বরের *সামনে পরিষ্কার বিবেক নিয়ে আমাদের দাঁড়াতে হবে* (প্রেরিত ২৩:১), আর ঈশ্বর *এবং মানুষের সামনে আমাদের বিবেককে পরিষ্কার রাখতে হবে* (প্রেরিত ২৪:১৬)। তাই আমাদের শেষ পর্যন্তই পবিত্র হয়ে থাকতে হবে যেন খ্রীষ্টের আসার দিনে সেভাবেই আমাদের উপস্থাপন করা হয়। *তিনি মণ্ডলীকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করবেন* (ইফিষীয় ৫:২৭) এবং অনেক আনন্দের সাথে তাঁর মহিমায় বিশ্বাসীদের উপস্থাপন করবেন (যিহূদা ২৪)।

(৬) যেন তারা ফলবান এবং উপকারী হয়, "যেন ধার্মিকতার সেই ফলে পূর্ণ হও, যা যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়, এভাবে যেন ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা হয়" (১১ পদ)। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা সব ফল পাই আর তাই তাঁর কাছেই সব চাওয়া উচিৎ। ধার্মিকতার ফলগুলোই আসলে আমাদের অনুগ্রহের সাক্ষী এবং ফলাফল, পবিত্রতার দায়িত্বগুলো একটি নতুন জন্ম নেয়া হৃদয় হতে বের হয়ে আসে যা আমাদের সব কিছুর মূল। তাতে আমাদের পূর্ণ হতে হবে। লক্ষ্য করুন, যারা অনেক মঙ্গল কাজ করেন তারা আরও করতে আগ্রহী হন। ঈশ্বরের মহিমার জন্য এবং তাঁর মণ্ডলীর উন্নতির জন্য ধার্মিকতার ফল সামনে আনা উচিৎ এবং তা যেন আমাদের পূর্ণ করে এবং সম্পূর্ণভাবে আরো উপরে নিয়ে যায়। এই সমস্ত ফল যীশু খ্রীষ্টের, তাঁর শক্তি আর দয়ার, কারণ *তাঁকে ছাড়া আমরা কিছুই করতে পারি না*। তিনি উত্তম জলপাই গাছের শিকড় যার মধ্য দিয়ে সমস্ত গাছই পুষ্টি পায়। *আমরা খ্রীষ্টের দয়ায় তাঁর মধ্য দিয়েই শক্তিশালী হই* (২ তীমথিয় ২:১) এবং *তাঁর আত্মার শক্তিতে আমরা শক্তিশালী হতে পারি* (ইফিষীয় ৩:১৬)। আর এভাবেই ঈশ্বরের মহিমা এবং প্রশংসা হয়। আমরা নিজেদের গৌরবের দিকে দৃষ্টি দিলে ফলবান হব না কিন্তু সকল মহিমা এবং প্রশংসা ঈশ্বরের *যেন সবকিছুতেই ঈশ্বর মহিমান্বিত হন* (১ পিতর ৪:১১), আর *আমরা যাই করিন্থীয় যেন ঈশ্বরের মহিমার জন্যই করিন্থীয়* (১ করি. ১০:৩১)। যখন খ্রীষ্টানরা শুধু নিজেরা ভাল হয় না বরং অন্যদেরও মঙ্গল করে এবং মঙ্গলময় কাজে পরিপূর্ণ হয় তখন ঈশ্বর অনেক সম্মানিত হন।

ফিলিপীয় ১:১২-২০ পদ

এখানে আমরা প্রেরিত পৌলকে তাঁর দুঃখভোগে ফিলিপীয় মণ্ডলীর লোকদের কষ্ট পাওয়া

থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে দেখতে পাই। তিনি তখন জেলে ছিলেন। যারা তাঁর প্রচার সুসমাচার গ্রহণ করেছিলেন তাদের জন্য এটি থমকে যাওয়ার মত একটি বাঁধা হতে পারতো। তারা এটি চিন্তা করে নিতে পারতো যে, যদি এটি ঈশ্বরের দেয়া নিয়মই হয় তাহলে ঈশ্বর অবশ্যই তাঁকে কষ্ট দিতে পারেন না, এসব চিন্তা তাদের পরীক্ষায় ফেলতে পারত। যিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচারের বিষয়ে খুব পরিশ্রমী তাঁর প্রচার এবং প্রসারে যথেষ্ট সচেষ্ট, তাঁকে নিশ্চয়ই ঈশ্বর ঘৃণিত ভাঙ্গা পাত্রের মত থেকে কষ্ট পেতে দিতে পারেন না। তারা এই শিক্ষা নিজেরা গ্রহণ নাও করতে পারতো কারণ তাদের ধারণা হতে পারতো এতে করে তারাও হয়তো একই সমস্যার মাঝে পড়বে। তাই তিনি সেই ক্রুশ নিজেই বহন করেছেন। তার এই অত্যাচারের অন্ধকারময় এবং কঠিন অধ্যায়ের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এটিকে অত্যন্ত সহজ সরল, যক্তিপূর্ণ এবং বুদ্ধিদীপ্ত করে ঈশ্বরের উত্তমতা সম্পর্কে তাদের বলেছেন যিনি তাঁকে নিয়োগ দিয়েছেন।

ক) সুসমাচারের সেই শত্রুদের দ্বারা তিনি নির্যাতিত হয়েছেন, যারা তাকে জেলে দিয়েছে এবং তার জীবনও কেড়ে নিতে চেয়েছিল; কিন্তু তাই বলে তাদের থমকে যাওয়া উচিত নয় কারণ এর মধ্য দিয়ে মঙ্গলকর ফলাফল সামনে আনা হয়েছে এবং এটি সুসমাচার প্রচারকে বিঘ্নিত করতে পারে নি বরং সুসমাচার সম্প্রসারিত হয়েছে। “হে ভাইয়েরা, আমার ইচ্ছা এই যেন তোমরা জানতে পার যে, আমার সম্বন্ধে যা যা ঘটেছে তা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সুসমাচার প্রচারের কাজ সম্প্রসারিত হয়েছে” (১২ পদ); দূরদর্শীতার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ দেখা যায়, শয়তানের খুব খারাপ একটি বন্দীত্বের মধ্যে প্রেরিতকে রাখা হয়েছিল কিন্তু তার মধ্য দিয়েও সুসমাচার প্রচারের মত মঙ্গলজনক কিছু বের করে আনা হয়েছিল! “সেই সুসমাচার সম্বন্ধে আমি দুষ্কর্মকারীর ন্যায় বন্ধনদশা পর্যন্ত ক্লেশভোগ করছি” (২ তীমথিয় ২:৯); তারা কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যকে বন্দী করে রাখতে পারে নি। আমার বন্দীত্বের মধ্য দিয়ে তারা কখনো ঈশ্বরের বাক্যকে বন্দী করতে পারবে না কারণ এটি স্বাধীন। কিন্তু কীভাবে?

১. যারা বিশ্বাসী নয়, এই ঘটনার মাধমে তাদের সতর্ক করা হয়েছে: “বিশেষত রাজার সমস্ত রক্ষীদল এবং অন্যান্য সকলে জানতে পেরেছে যে, খ্রীষ্টের জন্যই আমি বন্দী অবস্থায় আছি” (১৩ পদ); তিনি বলতে চেয়েছেন– সম্রাট, কর্মকর্তা, বিচারক সবাই মেনে নিয়েছেন যে, একজন খারাপ ব্যক্তির মত আমার শাস্তি পাওয়ার কথা নয়, আমি একজন সৎ মানুষ এবং নীতিবান। তারা জানে যে, আমি খারাপ কাজের জন্য নয় বরং খ্রীষ্টের জন্য কষ্টভোগ করছি। লক্ষ্য করুন,

প্রথমত: পৌলের কষ্টভোগ তাঁকে বিচারসভার মাঝে পরিচিত করেছে, যেখানে তিনি হয়তো অন্য কোন কারণেই পরিচিত হতে পারতেন না, আর এটি হয়তো বা কয়েক জনকে সুসমাচারের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে পারে, যা অন্য কোনভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত: যখন প্রাসাদে তাঁর বন্দীত্ব স্থির হল তখন সুসমাচার বাকী অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো। সকল লোকের মনোভাবের উপর বিচারসভার মনোভাবের প্রভাব রয়েছে–

২. সেখানে যে বিশ্বাসীরা ছিল পৌলর বন্দীত্বের অভিজ্ঞতা তাদের উৎসাহী করেছে। তাঁর শত্রুরা তাঁর কষ্টভোগে আশ্চর্য হয়েছিল। আর তাঁর বন্ধুরা হয়েছিল উৎসাহী। "এতে সৎ লোকেরা খুব অবাক হবে, আর নির্দোষ লোকেরা ঈশ্বর প্রতি ভয়হীনদের বিরুদ্ধে জেগে উঠবে; কিন্তু খাঁটি লোকেরা তাদের পথে এগিয়ে যাবে, আর যাদের হাত পবিত্র তারা দিনে দিনে শক্তিশালী হবে" (ইয়োব ১৭:৮-৯)। তাই "প্রভুতে স্থিত অধিকাংশ ভাই আমার এই বন্দী অবস্থার কারণে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে নির্ভয়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে বেশি সাহসী হয়েছে" (পদ ১৪)।" ধর্মের জন্য দুঃখভোগের আশায় হয়তো তারা হতাশ ও অনাগ্রহী ছিল, কিন্তু যখন তারা পৌলকে কষ্টভোগ করতে দেখলো, তারা সুসমাচার প্রচারে এবং ঈশ্বরের প্রশংসায় মেতে উঠলো, এতে তারা আরো সাহসী হল এবং পৌলের সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য তারা কষ্টভোগে রাজি ছিল। যদি তারা প্রচারের মঞ্চ ছেড়ে জেলে যেতে তাড়াহুড়া করতো তবে তারা ভাল সান্নিধ্যে একত্রিত হতে পারতো। পাশাপাশি পৌল তাঁর কষ্টভোগের মাধ্যমে যে সান্ত্বনা ও আশ্চর্য সহভাগিতা খ্রীষ্টের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাতেও তারা উৎসাহিত হয়েছে। তারা দেখলো খ্রীষ্টের সেবা যে করে সে আসলে এমন প্রভুর সেবা করে যিনি তাদের যত্নে বেড়ে উঠান এবং তাঁর জন্য কষ্টভোগের সময় বহনও করেন। "বন্দী অবস্থার কারণে" (*Pepoithotas*), তারা যা দেখলো তাতে তারা সন্তুষ্ট এবং আস্থাশীল হল। লক্ষ্য করুন, এটি সেই স্বর্গীয় অনুগ্রহ যা শত্রুদের দ্বারা নিরুৎসাহিত হওয়ার বদলে প্রচারকদের সুসমাচার প্রচারে আরো উৎসাহী করে তোলে। আর নির্ভীকভাবে সুসমাচার প্রচারে আরো সাহসী করে তোলে। তারা অনেক খারাপ অবস্থা দেখেছে তাই তারা ঝুঁকি নিতে ভয় পায় নি। উৎসাহ তাদের সাহস দান করে, আর সেই সাহস তাদের ভয়ের শক্তি থেকে তাদের দূরে রাখে।

খ) তিনি শত্রুদের দ্বারা যেমন অত্যাচারিত হয়েছেন তেমনি ভণ্ড বন্ধুদের দ্বারাও পীড়িত হয়েছেন। "অবশ্য এদের মধ্যে কেউ কেউ, এমন কি, হিংসা ও ঝগড়া-বিবাদ বশতঃ, আর কেউ কেউ সৎ মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টকে প্রচার করছে। এরা প্রেমের সঙ্গেই খ্রীষ্টকে প্রচার করছে, কারণ জানে যে, আমি সুসমাচারের পক্ষ সমর্থন করতে নিযুক্ত রয়েছি" (পদ ১৫, ১৬)। এটি কারো কারো জন্য একটু থমকে যাওয়ার মত এবং নিরুৎসাহিত হওয়ার মত বাধা। মণ্ডলীতে এমন কিছু লোক ছিল প্রেরিত পৌলের সম্মানকে ও খ্রীষ্টানদের জন্য তাঁর আগ্রহকে হিংসা করতো আর তাঁকে স্থানচ্যুত ও দুর্বল করে তুলতে প্রবল চেষ্টা করতো। তিনি জেলে যাওয়ায় তারা গোপনে খুশি হয়েছিল কারণ মানুষের ভালবাসা তাদের দিকে নেয়ার সুযোগ তাদের তখন আগের থেকে অনেক বেশি ছিল, আর তাই তারা নিজেদের আরো বেশি ব্যস্ত দেখাতো প্রচারের কাজে, যেন যে সম্মানকে তারা হিংসা করে তা পেতে পারে "তারা মনে করছে বন্দীদশায় তারা আমাকে আরও কষ্ট দিতে পারবে" (১৭.খ)। তারা চিন্তা করেছিল এতে তাঁর আত্মা কষ্ট পাবে এবং তিনি তাঁর আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন ও বন্দী অবস্থায় অপ্রস্তুত ও অস্থির হবেন এবং জলদি ছাড়া পেতে চাইবেন। এটা দুঃখের বিষয় যে, সেখানে কিছু সুসমাচারের লোক ছিল, যারা সুসমাচার প্রচার করতো এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে, পৌলের বদলে তারা খ্রীষ্টকে প্রচার করলে বন্দী অবস্থায় কষ্ট পাবেন। এটা চিন্তা করা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, মণ্ডলীর খুব কঠিন সময়েও এমন লোক থাকতে পারে।

তারপরেও সেখানে এমন লোকও ছিল যারা পৌলের দুঃখভোগে আরো বেশি আগ্রহী হয়ে শক্তভাবে জোরের সঙ্গে প্রচার করা শুরু করেন: "আবার অন্যেরা তা ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই করে": সুসমাচারের প্রতি একনিষ্ঠ থাকার দরুণই এমন হয়েছে, যদিও যিনি কাজ করেন তাঁর জেলে থাকার কারণে কাজ চলার কথা ছিল না। তারা জানতো তিনি পৃথিবীতে সকল হিংস্রতা ও বিরোধিতার বিপক্ষে সুসমাচারের সহভাগিতা ও প্রচারে নিযুক্ত হয়েছেন, আর তারা ভয় পেয়েছিল হয়তো তাঁর বন্দীত্বে সুসমাচার প্রচার হবে না। এটি তাদের প্রচারের জন্য আরো সাহসী করে তোলে আর মণ্ডলীতে তার অনুপস্থিতিকে পুষিয়ে দেয়।

গ) যেভাবে তিনি খুব সহজেই সবার মাঝে ছিলেন তা খুবই প্রভাবিত করার মত একটি বিষয়: "কিন্তু তাতে কি? কপটতা বা সত্যভাবে, যে কোনভাবে হোক, আসল কথা হল খ্রীষ্ট প্রচারিত হচ্ছেন; আর এতেই আমি আনন্দ করছি, হ্যাঁ, পরেও আনন্দ করবো" (১৮ পদ)। এতে পরিষ্কার দেখা যায় যে, যারা মানুষের মাঝে খ্রীষ্টের রাজ্য দেখতে চান তাদের জন্য প্রচার খুব আনন্দের। যেহেতু এটি অনেকের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে তাই আমাদের এতে আনন্দ করা। মানুষের নীতি অনুযায়ী বিচার করা ঈশ্বরের ইচ্ছা; এটি আমাদের সীমার বাইরে। পৌল তাদের হিংসা করা থেকে দূরে ছিলেন যারা ইচ্ছানুযায়ী সুসমাচার প্রচার করতো যখন তিনি বন্দী ছিলেন, তখনও তিনি প্রচারের জন্য আনন্দ করেছিলেন যদিও তারা আসলেই প্রচার করার পরিবর্তে ভান করছিল। তাই আমাদের কতো না বেশি আনন্দ করা উচিত তাদের জন্য যারা কিছুটা দুর্বলতা এবং ভুল হলেও সত্য কারণেই প্রচার করে! দুটি কারণে পৌল সুসমাচারের প্রচারে খুশি হয়েছিলেন:-

কারণ এটি মানুষের আত্মার মুক্তি দিতে পারে: "কেননা আমি জানি, তোমাদের প্রার্থনা এবং যীশু খ্রীষ্টের আত্মার সহায়তায় তা আমার মুক্তির সপক্ষ হবে" (১৯ পদ)। লক্ষ্য করি: ঈশ্বর খারাপ কিছুর মধ্য থেকে ভাল কিছু বের করে আনতে পারেন; আর যা পুরোহিতদের পর্যন্ত পরিত্রাণ দিতে পারে না, ঈশ্বরের দয়ায় তা অবিশ্বাসী মানুষের পরিত্রাণে রূপান্তরিত হতে পারে। তারা কি পুরস্কার আশা করতে পারে যারা দলাদলি, হিংসা এবং ঝগড়ার মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টকে প্রচার করে এবং একজন বিশ্বস্ত প্রেরিতের বন্দীত্বে কষ্ট দেয়? যারা প্রচার করার ভান করে কিন্তু সত্যি তা করে না? আর তারপরও তা মানুষের পরিত্রাণে পরিবর্তিত হয়; আর পৌল আনন্দ করেছেন কারণ এটি তাঁর নিজেরও মুক্তি। এটি এমন কিছু যা মুক্তি বয়ে আনে, খ্রীষ্টের প্রচারের মধ্য দিয়ে আনন্দ আসে যদিও তা আমাদের এবং আমাদের সম্মানকে খর্ব করে। এই মহৎ মনোভাব দেখা যায় বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ক্ষেত্রে। তিনি যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচারের পরে বলেছিলেন, "যার হাতে কন্যাকে দেওয়া হয়েছে, সে-ই বর। বরের বন্ধু দাঁড়িয়ে বরের কথা শোনে এবং তাঁর গলার আওয়াজ শুনে খুব খুশী হয়। ঠিক সেইভাবে আমার আনন্দও আজ পূর্ণ হল। তাঁকে বেড়ে উঠতে হবে আর আমাকে সরে যেতে হবে" (যোহন ৩:২৯-৩০)। যদি আমি নিভেও যাই, তিনি জ্বলুক কিন্তু; আর তাঁর মহিমা উপরে উঠুক যদিও আমি ধ্বংস হই। অন্যান্যরা এটিকে ধরে নেয় তার শত্রুদের হারের জন্য তাঁর অভিশাপ এবং দ্রুত বন্দীত্ব থেকে ছাড়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। "তোমাদের প্রার্থনা ও পবিত্র আত্মার দানে": লক্ষণীয়, যা আমাদের মুক্তিতে

রূপ নেয় তা আসলে খ্রীষ্টের পবিত্র আত্মার দান তা সাহায্য ও সহভাগিতায় হয়; আর সেই দান নিয়ে আসতে সাহায্য করে প্রার্থনা। লোকদের প্রার্থনায় হয়তো প্রচারকদের কাছে পবিত্র আত্মার দান আসবে যা কষ্টভোগে সহযোগিতা করবে এবং সুসমাচার প্রচারে সাহায্য করবে।

কারণ এটি খ্রীষ্টের মহিমার দিকে পরিবর্তিত হয়। এখানে নিজেকে খ্রীষ্টের কাজ ও সম্মানে উৎসর্গ হিসেবে মন্তব্য করার সুযোগ নেন: "আমার ঐকান্তিক আকাঙ্খা ও প্রত্যাশা এই যে, আমি কোনভাবে লজ্জিত হব না" (পদ ২০)। এখানে লক্ষ্য করুন যে, প্রতিটি সত্যিকার বিশ্বাসীদের মনের ইচ্ছা হচ্ছে খ্রীষ্ট সম্মানিত এবং মহিমান্বিত হোক, তাঁর নাম গৌরবান্বিত হোক, আর তাঁর রাজ্য আসুক।

(২) যারা সত্যিই খ্রীষ্টের মহিমান্বিত হওয়ার ইচ্ছা করেন তারা সেই নিজেদের মাঝে খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করতে চান। *তারা তাদের শরীরকে জীবিত উৎসর্গ হিসেবে দান করেন* (রোমীয় ১২:১) এবং *তাদের নিজেদেরকে ধার্মিকতার কাজে ব্যবহৃত হতে ঈশ্বরকে দিয়ে দেন* (রোমীয় ৬:১৩)। তারা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মহিমার জন্য নিজেদের ব্যবহৃত হতে শরীরের প্রতিটি অংশ দিয়ে এমনকি আত্মা দ্বারাও তাঁর সেবা করতে চান।

(৩) উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছা দিয়ে, তাঁর ব্যাপারে লজ্জিত না হয়ে বরং সাহসী হয়ে তাঁর সেবা করা উচিত এবং তাতেই তিনি মহিমান্বিত হন: (পদ ২০)। খ্রীষ্টানদের সাহসই খ্রীষ্টের সম্মান।

(৪) যারা খ্রীষ্টের মহিমাকে নিজেদের ইচ্ছা এবং পরিকল্পনা হিসেবে গ্রহণ করে তারা এটিকে তাদের আশা ও বিশ্বাস হিসেবেও স্থাপন করতে পারেন। এটি যদি সত্যিই লক্ষ্য হয় তবে এটি অর্জিত হবেই। যদি স্থির হয়ে আমরা প্রার্থনা করি, "পিতা তোমার নাম মহিমান্বিত হোক" তবে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি, খ্রীষ্টের প্রার্থনার মত একই উত্তর আমরা পাবো: "আমি আমার মহিমা প্রকাশ করেছি এবং আবার তা করবো" (যোহন ১২:২৮)।

(৫) যারা নিজেদের দ্বারা খ্রীষ্টের গৌরব চান তাদের মাঝে এক পবিত্র নির্লিপ্ততা আছে। সে জীবিত হোক অথবা মৃত। তারা এটিকে তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, যেভাবে খুশি তিনি তাদের তাঁর মহিমার জন্যে উপযোগী করে নিবেন, হয় তাদের শ্রম ও কষ্টভোগ দ্বারা বা তাদের ধৈর্য ও সহ্য দ্বারা, না হয় তাদের জীবিত অবস্থায় তাঁর সম্মানের জন্য কাজ করে যাওয়া অবস্থায় অথবা কষ্টভোগ করে তাঁর সম্মানের জন্য মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে।

ফিলিপীয় ১:২১-২৬ পদ

এখানে অনুগ্রহপ্রাপ্ত পৌলের জীবন-মরণ নিয়ে একটি বিষয় উঠে এসেছে: তাঁর জীবন হচ্ছে খ্রীষ্ট এবং মরণ হচ্ছে লাভ। লক্ষ্য করুন,

১. প্রতিটি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর একটি সন্দেহাতীত চরিত্র হচ্ছে তার কাছে জীবন মানে খ্রীষ্ট। আমাদের মৃত্যু মানে খ্রীষ্টের মহিমা, আমাদের জীবন হচ্ছে খ্রীষ্টের অনুগ্রহ আর খ্রীষ্টের বাক্য হচ্ছে জীবনের পরিচালনাকারী।

(২) যাদের কাজে জীবন মানে খ্রীষ্ট তাদের কাছে মৃত্যু হচ্ছে লাভ। একটি মহান, পুরস্কার ও অনন্ত লাভ, মৃত্যু একজন পার্থিব মাংসিক মানুষের অনেক ক্ষতি করে। তিনি সমস্ত আরাম-আয়েশ ও আশা হারিয়ে ফেলবেন; কিন্তু একজন ভাল খ্রীষ্টানের কাছে এটি লাভ, কারণ এতে তার সমস্ত দুর্বলতা, কষ্টভোগের শেষ হয়, তার পূর্ণাঙ্গ সান্ত্বনা এবং আশার পূর্ণতা হবে, তার জীবনের সমস্ত খারাপী থেকে মুক্তি লাভ ঘটবে এবং প্রধান মঙ্গলদাতার সান্নিধ্যে বাস করার সুযোগ ঘটবে। অথবা আমার জন্য মৃত্যু মানে লাভ এর অর্থ "সুসমাচার এবং আমি, যাদেরকে আমার রক্তের দ্বারা সীলমোহর করা হয়েছে তারা আরো নিশ্চয়তা পাবে যা পূর্বে করা হয়েছিল আমার শ্রম এবং জীবন থেকে।" তাই খ্রীষ্ট মৃত্যুতে গৌরবান্বিত হবেন (পদ ২০)। কেউ কেউ পুরোটুকু এভাবে পড়েন: "আমার কাছে জীবিত অথবা মৃত, খ্রীষ্টই হচ্ছে লাভ।" অর্থাৎ "আমি আর কিছুই চাই না, যদি বেঁচে থাকি অথবা যদি মারা যাই খ্রীষ্টকে যেন পাই এবং নিজেকে তাঁর ভিতরে পাই," এটি হয়তো বা এমন শোনায় যেহেতু তাঁর কাছে মৃত্যুই লাভ তাই তিনি জীবিত থেকেও ক্লান্ত এবং মৃত্যুর জন্য অধৈর্য হয়েছেন। না, তা নয়, তিনি বলেছেন, "কিন্তু এই দেহে থাকতে যে জীবন, তাতে যদি আমার ফলবান কাজের সুযোগ হয়, তবে কোন্‌টি মনোনীত করবো তা বলতে পারি না" (পদ ২২), মানে খ্রীষ্ট। তিনি হিসাব করে দেখেন তাঁর শ্রম ভালোভাবেই দেয়া হয়েছে, যেন তিনি পৃথিবীতে খ্রীষ্টের রাজ্যের সম্মান এবং আগ্রহ বৃদ্ধিতে কাজে লাগতে পারেন, এটি আমার শ্রমের ফল। একজন খ্রীষ্টে বিশ্বাসী এবং একজন ভাল প্রচারকও পক্ষে ততদিনই বেঁচে থাকা যথেষ্ট যতদিন তিনি খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত করতে পারবেন এবং তারা মণ্ডলীর পক্ষে ভাল কিছু করতে পারবেন। কোন্‌টা আমি বেছে নেব জানি না, দুদিকই আমাকে টানছে। পৌল আশীর্বাদযুক্ত জায়গায় ছিলেন, দুটো খারাপ জায়গার মাঝামাঝি ছিলেন না বরং দুটো ভাল অনুগ্রহের মধ্যে দ্বিধান্বিত ছিলেন। দাউদকে তিনটি খারাপ বিষয়ের মধ্য থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল– তলোয়ার, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী: অপরদিকে পৌল দুটি অনুগ্রহের মাঝখানে ছিলেন– খ্রীষ্টে জীবন আর মরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলন। এই ক্ষেত্রে আমরা তাঁকে যৌক্তিক হতে দেখি।

তাঁর প্রবণতা ছিল মৃত্যুর দিকে। দেখুন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিশ্বাসের কি শক্তি; এটি মনকে মৃত্যুর জন্য উপযোগী করে, আর আমাদের মৃত্যুর জন্য ইচ্ছুক করে তোলে, যদিও মৃত্যু আসলে আমাদের বর্তমান অবস্থার ধ্বংসকারী এবং প্রাকৃতিক মহাবিপর্যয়। স্বভাবতই আমাদের মৃত্যুর প্রতি ঘৃণা রয়েছে কিন্তু তিনি মৃত্যুর দিকে মনোযোগী ছিলেন (পদ ২৩) মরে গিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকতে চাই, লক্ষ্য করুন–

(১) খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা একজন ভাল মানুষকে মৃত্যুর জন্য আকাঙ্ক্ষী করে তোলে। এটি শুধু সাধারণ মৃত্যু বা দেহত্যাগ নয়, নিজে থেকেই নয় বরং নিজের জন্যই আকাঙ্ক্ষার কিছু; সেই আকঙ্ক্ষা এমন কিছুর জন্য যা মৃত্যুর প্রয়োজনকেও সত্যি করে তোলে। যদি

আমি মৃত্যুবরণ ছাড়া খ্রীষ্টের সঙ্গে না থাকতে পারি, আমি হিসাব করেই এটিকে মনে মনে চাইবো।

(২) যত তাড়াতাড়ি আত্মা শরীরকে ছেড়ে যায় তত তাড়াতাড়ি এটি খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হয় (লূক ২৩:৪৩)। "আমাদের সাহস আছে আর আমরা দেহের ঘর থেকে দূর হয়ে প্রভুর সংগে বাস করাই ভাল মনে করি" (২ করিন্থীয় ৫:৮)। মৃত্যু এবং সেই জীবনের মাঝে কোনো বিরতি ছাড়াই। সেটি অনেক ভালো, অনেক বেশি চাওয়ার বা পছন্দনীয়। যারা খ্রীষ্ট এবং স্বর্গের মূল্য বোঝে তারা পৃথিবীতে থাকার চেয়ে স্বর্গে থাকা এবং অন্য কারো বা কিছুর মধ্যে থাকার চেয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকাকে অনেক বেশি ভাল মনে করে এবং তাঁর জন্য মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত; এই পৃথিবীতে আমরা পাপ দ্বারা বেষ্টিত, সমস্যার মাঝে জন্ম এবং পুনর্জন্ম নিই; কিন্তু যদি আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকবার জন্য আসি তবে পাপ ও প্রলোভন, দুঃখ ও মৃত্যুকে চিরদিনের জন্য বিদায় জানাই।

মণ্ডলীর সেবা কাজের জন্য এই পৃথিবীতে আরেকটু বেশি সময় তাঁর জীবিত থাকা উচিৎ বলে তিনি মনে করেন (২৪ পদ): "কিন্তু এই দেহে জীবিত থাকা তোমাদের জন্য আরও বেশি প্রয়োজনীয়।" মণ্ডলীর জন্যই আসলে পুরোহিতদের দরকার; আর যখন ফসল অনেক বেশি কিন্তু কাজ করার লোক অনেক কম তখন বিশ্বাসী বিশপদের আরো বেশি করে প্রয়োজন। লক্ষ্য করুন, যাদের পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার অনেক কারণ এবং ইচ্ছা আছে, তাদের এই পৃথিবীতে ততক্ষণ থাকা উচিত যতক্ষণ ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাদের দিয়ে কাজ করাতে চান, পৌলের দো'টানা ভাব পৃথিবীতে থাকা এবং স্বর্গে বাস করার মাঝে ছিল না; তাঁর দো'টানা ভাব ছিল পৃথিবীতে থেকে খ্রীষ্টের সেবা করা এবং নিজে সুখে থাকার মাঝে। তবুও তাঁর হৃদয়ে খ্রীষ্টই ছিলেন, যদিও তাঁর ইচ্ছা ছিল খ্রীষ্টের দিকে তবুও তিনি এখানে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন যেখানে তিনি সমস্যা ও প্রতিকূলতায় পড়বেন আর কিছু কালের জন্য অনন্তকালীন সুখে থাকার পুরস্কারকে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন।

খ) "আর আমি নিশ্চিতভাবে এই বিষয় জানি যে, আমি বেঁচে থাকব, এমন কি, বিশ্বাসে তোমাদের বৃদ্ধি ও আনন্দের জন্য তোমাদের সকলের কাছে থাকব" (২৫ পদ), লক্ষণীয়:

১. পৌলের কি ভীষণ আস্থা ছিল স্বর্গীয় দূরদর্শীতার উপর, যে সব কিছুই তাঁর ভালর জন্যই হবে। *এটি তোমাদের জন্য দরকারী যে আমি বেঁচে থাকি আর এই আস্থা আমার আছে যে আমি বেঁচে থাকবো*।

২. আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে মণ্ডলীর জন্য যা সবচেয়ে ভাল ঈশ্বর তা করবেন। যদি আমরা জানি খ্রীষ্টের দেহ গঠনের জন্য কী কী দরকারী, তবে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, তিনি এর প্রয়োজনীয় সকল কিছুর দিকেই খেয়াল রাখবেন আর যা ভাল সকল অবস্থাতেই তা করবেন।

৩. লক্ষ্য করুন প্রচারকেরা কী কারণে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন: আমাদের বিশ্বাস এবং আনন্দের জন্য, আমাদের পবিত্রতার দিকে আগে আর সান্ত্বনার দিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

৪. আমাদের বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের দরুন যে আনন্দ তা আমাদের স্বর্গের পথে স্থির থাকতে সাহায্য করে। যত বিশ্বাস তত আনন্দ এবং যত বিশ্বাস এবং আনন্দ তত বেশি খ্রীষ্টের পথে এগিয়ে চলা।

৫. একটা স্থির পরিচর্যা কাজ দরকার, শুধু পাপীদের বিশ্বাস স্থাপন করার ও পরিবর্তনের জন্য নয় বরং পবিত্র লোকদেরও উন্নতি সাধন এবং আত্মিক পূর্ণতায় তাদের স্থির রাখার জন্য।

গ) "যেন তোমাদের কাছে আমার ফিরে আসবার মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টে তোমাদের যে গর্ব তা আমার মধ্যে উপচে পড়ে" (২৬ পদ)। পৌলকে আবারো দেখার আশায় এবং তাদের মধ্যে তিনি যে পরিশ্রম করেছিলেন তার জন্য তারা আনন্দিত ছিল। লক্ষণীয়,

১. যারা মণ্ডলীর মঙ্গল চান এবং মণ্ডলীর কাজে আগ্রহী, তাদের চিন্তায় মণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গে প্রচারকদেরদেরও থাকা উচিত।

২. আমাদের সকল আনন্দ যেন খ্রীষ্টেই শেষ হয়। ভাল প্রচারকদের জন্য আমাদের যে আনন্দ, আসলে তাদের জন্য খ্রীষ্টের যে কাজ তার জন্যও আনন্দ, কারণ তারা বরের বন্ধু আর তাই তাদের খ্রীষ্টের নামেই গ্রহণ করতে হবে।

ফিলিপীয় ১:২৭-৩০ পদ

প্রেরিত পৌল এই অধ্যায় দুটি উৎসাহবাক্য প্রদানের মাধ্যমে শেষ করেন: তিনি তাদের তাঁর উপদেশে স্থিরতার সঙ্গে জীবন কাটাতে উৎসাহ দিলেন (পদ ২৭)। *কেবল, খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্যরূপে তাঁর লোকদের মত জীবন-যাপন কর।* লক্ষ্য করুন, যারা খ্রীষ্টের সুসমাচার অনুযায়ী চলে তাদের জীবনও সুসমাচার হয়ে যায়, যা উপযুক্ত ও এটিকে মেনে নেয়ার মতোই তাদের জীবন হয়। যারা সুসমাচারের সত্যকে বিশ্বাস করে, এর নিয়মের প্রতি নিজেদের সমর্পণ করে আর প্রতিজ্ঞাতে নির্ভর করে পবিত্রতা এবং নম্রতার সাথে, তাদের জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছামতই পরিচালিত হয়। যারা ঈশ্বরের রাজ্যের সদস্য এবং দাস, সেই রাজ্যের সদস্যরা পুরস্কার হিসেবে পরিত্রাণ পাবে, খ্রীষ্টের যোগ্যরূপে কাটানো আমাদের জীবন একটা অলংকারের মত আর তখন আমাদের জীবন তাঁর শান্তিত থাকে, পদ ২৭।

(খ) তিনি ২৬ পদে বলেছেন, "যেন তোমাদের কাছে আমার ফিরে আসবার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের যে গর্ব তা আমার মধ্যে উপচে পড়ে।" যদিও তিনি তখন বন্দী; কিন্তু তিনি যদিও এই ব্যাপারে তাদের উপর নির্ভর করেন সেইজন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকতে নির্দেশ দেন নি। আমাদের ধর্ম পুরোহিত বা প্রচারকদের হাতে বাঁধা থাকা উচিৎ নয়: প্রচারক থাকুন বা না থাকুন, খ্রীষ্ট সবসময় আমাদের পাশে আছেন (পদ ২৭)।

(খ) তিনি আমাদের খুব কাছে, কখনোই আমাদের থেকে দূরে যান না; আর তাঁর দ্বিতীয়

আগমন তিনি দ্রুততর করেছেন। "প্রভু শীঘ্রই আসছেন" (যাকোব ৫:৮)। "আমি যেন তোমাদের বিষয়ে শুনতে পাই যে, তোমরা এক আত্মায় স্থির আছ, এক প্রাণে সুসমাচারের বিশ্বাসের পক্ষে মল্লযুদ্ধ করছো" (২৭ পদ)। তিনি তাদের কাছে তিনটি বিষয়ে শুনতে চেয়েছেন আর সেগুলো সুসমাচারের মতো–

১. তারা সুসমাচারে নিজেদের স্থাপন করে সংগ্রাম করে স্বর্গীয় রাজ্য স্থাপনের জন্য পবিত্র শক্তি ব্যবহার করে। সুসমাচারের উপর বিশ্বাস স্থাপন হচ্ছে নিয়ম-নীতির উপর বিশ্বাস বা সুসমাচারের ধর্মে বিশ্বাস। সুসমাচারের উপর এই বিশ্বাস সংগ্রামের যোগ্য, যদি ধর্ম কোন কিছুর যোগ্য হয় তাহলে তা আসলে সব কিছুর জন্যই যোগ্য। এখানে অনেক প্রতিকূলতা আছে, তাই অনেক সংগ্রামের ও প্রয়োজন আছে। একজন মানুষ যে কোন সময়ে মৃত্যুবরণ করে নরকে যেতে পারে কিন্তু যে স্বর্গে যাবে তাকে অবশ্যই খ্রীষ্টের দিকে তাকাতে হবে এবং পরিশ্রমী হতে হবে।

২. খ্রীষ্টানদের ঐক্য এবং চুক্তিই আসলে সুসমাচার হয়ে উঠে: এক সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, আরেকজনের সঙ্গে নয়; সকলকেই একসঙ্গে একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। একই আত্মা এবং এক মন আসলে সুসমাচার; কারণ এখানে একটাই প্রভু, একটাই বিশ্বাস, একটাই বাপ্তিস্ম রয়েছে। খ্রীষ্টানদের হৃদয়ে একই ঐক্য এবং তাদের মাঝে যে ভালবাসা আছে যদিও তাদের মাঝে কিছু মতভেদের বৈচিত্রতা দেখা যায়, কিন্তু মূল বিষয় তাদের একটাই।

৩. দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও সুসমাচার হয়ে যায়: এক আত্মায়, এক মনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। সকল প্রতিকূলতায় শক্ত এবং স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে। যখন ধার্মিক পরামর্শদাতারা দ্বিধা-দ্বন্ধে থাকেন, তাদের মন অস্থির থাকে আর পানির ন্যায় আকারহীন থাকে তখন এটি ধর্মের লজ্জা; তারা কখনোই উজ্জ্বল হতে পারেন না। যারা সুসমাচারের উপর বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করে তাদের অবশ্যই শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে।

তিনি তাদের উৎসাহ দিচ্ছেন দুঃখভোগের সময় সাহস রাখতে এবং স্থির থাকতে: "এবং কোন বিষয়েই বিপক্ষদের ভয় পাচ্ছো না" (২৮ পদ)। সুসমাচারের পরার্মশদাতারা প্রত্যেকেই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে গেছেন, বিশেষত একদম প্রথমে বিশ্বাসী হয়েই। আমাদের রাজ্যের প্রতি আমাদের অনেক যত্নশীল হতে হবে আর অবিচল হতে হবে: যত কঠিন বাধাই আসুক আমাদের সামনে, আমাদের ভয় পেলে চলবে না, নির্যাতনকারীর অবস্থার চেয়ে নির্যাতিতদের অবস্থাই যেন আমাদের কাছে বেশি ভাল ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়; নির্যাতন করা নরক ভোগের একটি নিশ্চিত চিহ্ন, যারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিরোধিতা করে এবং পরামর্শদাতাদের অত্যাচার করে তারা ধ্বংসের জন্য চিহ্নিত। কিন্তু নির্যাতিত হওয়া মুক্তির চিহ্ন, তবে এটি যে একমাত্র চিহ্ন তা কিন্তু নয়; কারণ অনেক ভণ্ড ব্যক্তিরাও তাদের ধর্মের জন্য নির্যাতিত হয়েছে; কিন্তু যখন আমরা খ্রীষ্টের জন্য কষ্ট ভোগে সঠিকভাবে সক্ষম হই তখন আমরা ধর্মের প্রতি ভাল মনোযোগী ও মুক্তির জন্য মনোনীত এটি তারই চিহ্ন, "যেহেতু তোমাদের খ্রীষ্টের খাতিরে এই অনুগ্রহ দান করা হয়েছে যেন কেবল তাঁর উপর বিশ্বাস করতে পার তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখভোগও করতে পার"

(পদ ২৯)। এখানে দুটো পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে যা খ্রীষ্টের পক্ষ থেকে এসেছে:-

১. তাঁকে বিশ্বাস করা। বিশ্বাস খ্রীষ্টের পক্ষে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি পুরস্কার যিনি আমাদের ক্রয় করেছেন শুধু বিশ্বাসে পূর্ণ আশীর্বাদে নয় কিন্তু ঐশ্বরিক বিশ্বাসে: সক্ষমভাবে বা প্রাকৃতিকভাবে বিশ্বাস ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে।

২. খ্রীষ্টের জন্য কষ্টভোগও অনেক মূল্যবান পুরস্কার: এটি একটি বড় সম্মান এবং সুযোগের বিষয়; হয়তো আমরা ঈশ্বরের মহিমার জন্য অনেক কাজের হতে পারি, যা আমাদের সৃষ্টির শেষে উৎসাহ এবং অন্যদের বিশ্বাসে তা নিশ্চিত করে। আর সেখানে একটা বড় পুরস্কারও উপস্থিত (মথি ৫:১১,১২; তীমথিয় ২:১২)। যদি আমরা খ্রীষ্টের জন্য নিন্দা এবং ক্ষতির সম্মুখীন হই আমরা এগুলোকে অনেক বড় পুরস্কার ও উপহার হিসেবে গণ্য করতে পারি, যা আমাদের দেয়া হয় অত্যাচারের সময় দুঃখভোগে মৃত্যুবরণকারী এবং কষ্টভোগকারীদের মনোভাবের জন্য। (পদ ৩০)। এটি সাধারণ দুঃখভোগ নয় এবং শুধু বিশেষ কারণের জন্যও নয় কিন্তু আত্মার জন্য তথা আমাদের ত্যাগ করতে শেখায়। একজন মানুষ খারাপ কারণের জন্য কষ্টভোগ করতে পারে আর তারপর সে ঠিকভাবে কষ্টভোগ করতে পারে; অথবা ভাল কারণে কিন্তু ভুল মন নিয়ে আর তারপর তার কষ্টগুলো তাদের মূল্য হারিয়ে ফেলে।

ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ২

প্রেরিত পৌল বিভিন্ন দায়িত্ব সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হন। তিনি এক মনোভাব বিশিষ্ট এবং নম্র হবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। এই একমন এবং নম্র হবার ক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ হিসেবে যীশু খ্রীষ্টের জীবন থেকে শিক্ষা দেন (১-১১ পদ)। তিনি বিশ্বাসীদের তাদের খ্রীষ্টীয় জীবনের পথে কঠোর পরিশ্রমী এবং আন্তরিক হবার জন্য তাদের আহ্বান জানান (১২,১৩ পদ) এবং তাদের খ্রীষ্টান কর্মজীবনকে নানা রকম অনুগ্রহ দিয়ে পরিপূর্ণ করে সাজানোর কথা বলেন (১৪-১৮ পদ)। পরিশেষে তিনি দু'জন উত্তম প্রচারকদের, যাদের তিনি তাদের কাছে পাঠাবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন সেই তীমথি এবং ইপাফ্রদীতের বিষয়ে প্রশংসা করে উপসংহার টানেন (১৯-৩০ পদ)।

ফিলিপীয় ২:১-১১ পদ

প্রেরিত পৌল বিগত অধ্যায় যেখানে শেষ করেছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই এই অধ্যায় শুরু করলেন। তার এই পুনরাম্ভ ছিল খ্রীষ্টানদের মৌলিক দায়িত্বগুলোর প্রতি আরও বেশি উৎসাহ দিয়ে। এখানে তিনি বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের মহান ভালবাসা এবং নম্রতাকে অনুসরণ করে একই মনোভাবাপন্ন এবং নম্র হবার কথা বিশেষভাবে বলেন। এখানে আমরা লক্ষ্য করি,

প্রথমত: মহান সুসংবাদ আমাদের একে অন্যকে ভালবাসতে দিকনির্দেশনা এবং শিক্ষা দেয়। এটাই খ্রীষ্টের রাজ্যের প্রধান নিয়ম, তাঁর শিক্ষার মূল দিক, তাঁর পরিবারের পোশাক। একে তিনি উপস্থাপন করলেন একই মনোভাব বিশিষ্ট্য হবার আদেশের মধ্য দিয়ে। একই ভালবাসা অন্তরে রাখা, এক মনের অধিকারী হওয়ার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের আদেশ পালন করা সম্ভব। আর যখন আমরা সবাই অন্তরে একই ভালবাসা বজায় রাখি কেবল তখনই একই মনোভাবের অধিকারী হয়ে উঠতে পারি। যন্ত্রনার সময় এক হতে পারুক বা না পারুক, খ্রীষ্টে অবশ্যই সবাইকে ভালবাসায় এক হতেই হবে। এটাই সবসময় শক্তি হিসেবে তাদের পাশে থাকবে। এটিই হবে তাদের প্রধান কর্তব্য যা শেষ সময়ে তাদের কাছাকাছি রাখতে সাহায্য করবে। *এক ভালবাসায় ভালবাসো*, লক্ষ্য করুন: আমরা অন্যদের প্রতি যে একই ভালবাসা দেখাবো, অন্যেরাও আমাদের সেই একই ভালবাসা দেখানোর জন্য দায়বদ্ধ। খ্রীষ্টান ভালবাসা পারস্পরিক ভালবাসা হবার দাবী রাখে। ভালবাসো এবং আপনি

ভালবাসতে বাধ্য। এই ভালবাসা হতে হবে এক মন, এক প্রাণ এবং এক ভাব বিশিষ্ট্য ভালবাসা। অন্যকে পেছনে ফেলে নয়, অন্যকে কষ্ট দিয়ে নয় এবং নিজের স্বার্থের দিকে নয় কিন্তু পরের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নম্রভাবে ঈশ্বরের ব্যবহার স্মরণ করে তাঁর মহান ইচ্ছাকে প্রধান্য দিয়ে আত্মায় আমাদের এক হতে হবে। এখানে লক্ষ্য করা যায়,

১) এই দায়িত্বের সবচেয়ে কষ্টদায়ক গুরুত্ব হল: পৌল জানতেন যে, আমাদের জীবনে সততার মূল্য কতখানি, এছাড়া তিনি খ্রীষ্টের দেহের সম্পর্কে শিক্ষার সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। কাজেই তিনি তাঁর আত্মিক শিষ্যদের শিক্ষা দিতে নাছড়বান্দা ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ভালবাসার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করার জন্য তার যে উৎসাহ এর কারণ হল−

ক) খ্রীষ্টে যদি কোন উৎসাহ থাকে" আপনি কি কখনো খ্রীষ্টে কোন উৎসাহ উপলব্ধি করেছেন? এটা প্রমাণিত যে, এই অভিজ্ঞতা অন্যকে ভালবেসে পাওয়া যায়। যীশু খ্রীষ্টের মতবাদের মধ্যে আমরা যে ভালবাসায় রঞ্জিত হয়েছি, সেই একই ভালবাসায় আমাদের হৃদয়কেও রাঙানো উচিৎ। আমরা কি খ্রীষ্টের উৎসাহ লাভ করতে চাই? যদি তাই হয়, তবে আমাদের কখনো হতাশ হওয়া উচিৎ নয় বরং আমাদের অন্যকে নিজের মত করে ভালবাসা উচিৎ। যদি আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে উৎসাহ খুঁজে না পাই তাহলে অন্য কোথাও কি তা খুঁজে পাবার সম্ভাবনা আছে? যারাই খ্রীষ্টের প্রতি আগ্রহী হয়, তারাই খ্রীষ্টের মধ্যে সেই উৎসাহ খুঁজে পায়। এই উৎসাহ ভীষণ শক্তিশালী এবং চিরস্থায়ী। আর এসব কারণেই তিনি বলেছেন আমাদের অবশ্যই একে অন্যকে ভালবাসা উচিৎ (ইব্রীয় ৬:১৮, ২ থিষলনীকীয় ২:১৬)।

খ) "ভালবাসার সান্ত্বনা"। যদি খ্রীষ্টীয় ভালবাসার (যেমন ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভালবাসা, আপনার প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, আমাদের প্রতি আমাদের ভাইদের ভালবাসা এমন বিভিন্ন ধরণের ভালবাসায়) মধ্যে সান্ত্বনা থাকে, তবে সকলে এক ভাব বিশিষ্ট হবে। যদি আপনি সেই সান্ত্বনা খুঁজে পান, যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে, ভালবাসার অনুগ্রহ হল সান্ত্বনার অনুগ্রহ তাহলে আপনি সেই অনুগ্রহের প্রাচুর্যে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তুলুন।

গ) "আত্মার সহভাগিতা"। ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সাথে আত্মার মধ্য দিয়ে যে যোগাযোগ বা সহভাগিতা থেকে থাকে ভাল আত্মিক লোকেরা সেই আত্মার সহভাগিতা লাভের জন্য উদ্দীপনা এবং প্রাণচাঞ্চল্যের সাথে অপেক্ষা করেন। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য ভালবাসা এবং একই মনোভাব ঈশ্বরের সাথে আমাদের এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সহভাগিতা রক্ষা করবে।

ঘ) আপনার উপর ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের "স্নেহ ও করুণা"। যদি তোমরা তোমাদের উপর ঈশ্বরের যে করুণা রয়েছে তা থেকে লাভবান হতে চাও তবে তোমরা একে অন্যের প্রতি করুণাবিষ্ট হও। যদি যীশু খ্রীষ্টের অনুসারীদের মধ্যে এ ধরণের করুণা পাওয়া যায়, যাদেরকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্র করা হয়েছে তারা যদি অপরের প্রতি দরদী হয়, তবে ঈশ্বরের করুণা এইভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপদেশ কতই না শক্তিশালী! এই উপায়ে

তীব্র রাগ বা এ জাতীয় বাজে অভ্যাসকে বশীভূত করা সম্ভব এবং কঠিনতর অশান্ত হৃদয়কেও শান্ত করা সম্ভব।

ঙ) আরেকটি যুক্তি হল যে, পৌল নিজে এর সুফল দেখে সান্ত্বনা লাভ করবেন। "আমার আনন্দ পূর্ণ কর" সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এটা দেখতে পারা খুবই আনন্দের যে, বিশ্বাসীরা একই মনোভাব পোষণ করছে এবং ভালবাসার মধ্যে বসবাস করছে। তিনি সেই লোকদের খ্রীষ্টের অনুগ্রহ এবং ঈশ্বরের ভালবাসার কাছে নিয়ে আসার জন্য যথাসাধ্য আন্তরিক ছিলেন। "তবে" তিনি বলেন, যদি তোমরা খ্রীষ্টের সুসমাচারে তোমাদের অংশ-গ্রহণের মধ্য দিয়ে লাভবান হও, যদি তোমরা এর মধ্যে সান্ত্বনা পাও অথবা সুবিধা খুঁজে পাও তবে "তোমরা এই অসহায় প্রচারকদের, যিনি তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছে, তার আনন্দ পূর্ণ কর।"

২) তিনি এগুলো বর্ধিত করার জন্য কিছু প্রক্রিয়ায় প্রস্তাব করেন: "স্বার্থপর উচ্চাকাঙ্খা কিংবা অহংকারের বশে কিছুই করো না", গর্ব আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেয়ে বিশ্বাসীদের আর বড় কোন শত্রু নেই। আমরা যদি আমাদের ভাইদের অমতে কিছু করিন্থীয় তবে তার মানে আমরা তাদের ঝামেলায় ফেলতে যাচ্ছি, যদি আমরা তাদের কাছে নিজেদেরকে বড় করে দেখাতে যাই, আমরা তাদের গর্বকে বিফল করে দেই। উভয়ই বিশ্বাসীদের ভালবাসাকে ধ্বংস করে এবং অবিশ্বাসীদের ক্রোধের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করে। খ্রীষ্ট এসেছিলেন যেন সব শত্রু শেষ হয়ে যায়, তিনি এসেছিলেন যেন আমরা বিনয়ী হই। কাজেই আমাদের অহংকারপূর্ণ অন্তর থাকা উচিৎ নয়।

খ) আমাদের অবশ্যই নম্রভাবে নিজের চেয়ে অন্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতে হবে। নিজেদের ভুল-ত্রুটির বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং অন্যদের বেলায় দয়ালু হতে হবে। আমাদের নিজেদের ভুল ত্রুটি এবং দুর্বলতা পর্যবেক্ষণের বেলায় অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন হতে হবে কিন্তু অন্যদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করার বা মেনে নেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। আমাদের নিজেদের যে গুণাগুণ আছে তারচেয়ে অপরের গুণাবলিকে আরও বেশি করে সম্মান করতে হবে। কারণ আমরা নিজেরাই নিজেদের অপারগতা এবং অক্ষমতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি পরিমানে জ্ঞাত।

৩) আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের তুলনায় অন্যদের দিকে বেশি মনোযোগ দিতে হবে। তবে তা কখনোই অন্যদের দোষত্রুটি খুঁজে বের করবার জন্য অত্যুৎসাহী হবার মাধ্যমে নয় বরং খ্রীষ্টান ভালবাসা এবং দয়ার মধ্য দিয়ে। "প্রত্যেক জন নিজের স্বার্থের দিকে নয় কিন্তু পরের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখ" (৪ পদ)। একটি স্বার্থপর হৃদয় খ্রীষ্টীয় ভালবাসাকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। আমাদের অবশ্যই শুধুমাত্র নিজেদের সাফল্য আরাম-আয়েশ এবং নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত থাকলে চলবে না বরং অন্যদের নিয়েও ভাবতে হবে। এছাড়া অন্যান্যদের সাফল্যে এমনভাবে আনন্দ করতে হবে যেন আমরা নিজেরা সাফল্য লাভ করেছি। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের প্রতিবেশীদের নিজেদের মত করে ভালবাসতে হবে এবং আমাদের নিজেদের আরাম-আয়েশের মত করে তাদের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থাও করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: সুসমাচারের এই অংশ আমাদেরকে অনুকরণ করার শিক্ষা দেয়। আর সেই অনুকরণ করার আদর্শ হচ্ছেন প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। "খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে যে মনোভাব ছিল তা তোমাদের মধ্যেও থাকুক"। লক্ষ্য করুন: খ্রীষ্টানদের অবশ্যই খ্রীষ্টের মত মনোভাব থাকতে হবে। আমরা যদি তাঁর মৃত্যুর ফল লাভ করতে চাই তবে আমাদের অবশ্যই তাঁর জীবনের প্রতিচ্ছবি হতে হবে। "যার মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা নেই সে খ্রীষ্টের নয়" (রোমীয় ৮:৯ পদ)। এখন আমরা জানতে চাইতে পারি খ্রীষ্টের মনোভাব কি? তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী এবং আমরা আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর কাছ থেকে বিনয়ী হতে শিখি। "আমার কাছ থেকে শেখ, কারণ আমার স্বভাব নরম ও নম্র"। কাজেই আমরা যদি নম্র হই, তবে আমরা খ্রীষ্টের মনোভাব ধারণ করবো। আমরা যদি খ্রীষ্টের মত হতে চাই তবে আমাদের নম্র হতে হবে। আমাদের খ্রীষ্টের মত একই উদ্দীপনা এবং একই পদক্ষেপে চলা উচিৎ যিনি আমাদের জন্য দুঃখভোগ এবং এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত নিজেকে নিচু করেছিলেন। শুধু ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে সন্তুষ্টি অর্জন করতে নয় বা আমাদের পাপ থেকে মুক্তি দেবার জন্য নয় বরং আমাদের জন্য উদাহরণ তৈরি করার জন্য তিনি এমন করেছিলেন। "তাঁর পথ অনুসরণ করতে হবে"। আমরা খ্রীষ্টের দুই প্রকার এবং দুই ধরণের অবস্থা এখানে দেখতে পাই। এটি লক্ষণীয় যে, প্রেরিত এ সময় খ্রীষ্ট যীশুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে তাঁর মানবিক দিক সম্পর্কে আভাস দেয়ার উপযুক্ত সময় বলে মনে করেছিলেন। এটা খুবই চমৎকার যে, সুসমাচার প্রচারকদের কোন বিষয় নিয়ে প্রচার করার জন্য উপযুক্ত সময় তৈরি করা নিয়ে বেশি চিন্তা করতে হয় না, ঈশ্বর নিজেই সেই সময় তৈরি করে দেন।

এখানে খ্রীষ্টের দুটি চরিত্র লক্ষ্য করা যায়, তাঁর স্বর্গীয় চরিত্র এবং মানবীয় চরিত্র।

ক) তাঁর স্বর্গীয় চরিত্রটি ছিল এরকম: "*যিনি ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকলেও*" (৬ পদ), তিনি স্বর্গীয় ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্তকাল স্থায়ী এবং ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। পৌলের এই পদ যোহন ১:১ পদের সাথে একমত পোষণ করে। "শুরুতেই বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন": এটাও সেই একই কথা প্রকাশ করে যে, তিনি ছিলেন অদৃশ্য ঈশ্বরের হুবহু প্রকাশ (কলসীয় ১:১৫) এবং "ঈশ্বরের সব গুণ সেই পুত্রে মধ্যে আছে; পুত্রই ঈশ্বরের পূর্ণ ছবি" (ইব্রীয় ১:৩)। "ঈশ্বরের সঙ্গে সমান থাকা ধরে নেবার বিষয় জ্ঞান করলেন না", তিনি নিজেকে নিচু করার জন্য কিংবা ঈশ্বরের সমান ক্ষমতা ত্যাগ করার জন্য কাউকে দায়ী করেন নি। বস্তুত: তিনি নিজের কি আছে বা কি থাকা উচিৎ তাতে গুরুত্ব দেন নি বরং অন্যদের অধিকার নিয়ে ভেবেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি আর আমার পিতা এক" (যোহন ১০:৩০)। নিজেকে ঈশ্বরের সমান বলে দাবি করা কিংবা নিজে এবং ঈশ্বর একই বলে দাবী করা কোন সাধারণ মানুষ বা জীবিত প্রাণীর জন্য নিশ্চয়ই পৃথিবীর সর্বোচ্চ পদমর্যাদার দাবী বা ঈশ্বরকে ঠকানোর সামিল (মালা ৩:৮)। কেউ এর দ্বারা ঈশ্বরের আকার ধারণ করাকে বুঝে থাকেন যার দ্বারা এমন রাজকীয় মহিমার সাথে তিনি প্রকাশিত হন যার অধিকার আছে। (*en morphe Theou hyparchon*) ভাববাদীদের পুস্তকে এই ক্ষেত্রে 'মহিমা' এবং *Shechinah* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দ নতুন নিয়মের LXX অনুবাদে বারো ব্যবহার করা হয়েছে "তিনি অন্যরকম চেহারায় *(en het-*

era morphe) তাঁর দুজন শিষ্যকে দেখা দিয়েছিলেন" (মার্ক ১৬:১২)। "খ্রীষ্ট তাদের সামনে চেহারা বদল করেছিলেন" (মথি ১৭:২), "এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সমান থাকা ধরে নেবার বিষয় জ্ঞান করলেন না"; তিনি লোভীর মত তা আকড়ে ধরে রাখেন নি বা সেই মহিমা সবার সামনে প্রমাণও করতে চান নি। তিনি এ পৃথিবীতে আসবার সময় তাঁর পূর্বের রাজকীয় চেহারা ও ক্ষমতাকে পেছনে ফেলে এসেছিলেন। বিষয়টি আমাদের কাছে খুবই আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে (*ouk harpagmon hegesato)*।

খ) তাঁর মানবীয় প্রকৃতি বা চরিত্র: তাঁকে মনুষ্য সদৃশ্য করে পাঠানো হয়েছিল এবং একজন সাধারণ মানুষের মতই পুস্তকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি সত্যিই একজন মানুষ ছিলেন। তাঁকে আমাদেরই মত রক্ত ও মাংসে সৃষ্টি করা হয়েছিল। তিনি মানবিক চরিত্র এবং অভ্যাস নিয়ে আবির্ভুত হয়েছিলেন। আর তিনি সেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষের প্রকৃতি গ্রহণ করেছিলেন; তিনি নিজের ইচ্ছায় এই কাজ করেছিলেন। এখানে 'নিজেকে শুন্য করলেন' বোঝায়– তিনি স্বর্গীয় রাজ্যের সম্মান এবং মহিমা পরিত্যাগ করলেন এবং তাঁর পূর্বের রাজকীয় অবস্থা ছেড়ে সাধারণ মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে এক টুকরা কাপড়ে নিজেকে জড়ালেন। তিনি সব দিক থেকেই আমাদের মত ছিলেন (ইব্রীয় ১৭:২)।

২) এখানে আমরা তাঁর দুই ধরণের অবস্থা দেখতে পাই। অবমাননার জীবন এবং গৌরব বা সম্মানের জীবন।

ক) তাঁর অবমাননাকর অবস্থা: তিনি নিজে শুধু মানুষের আকার-প্রকারই ধারণ করেন নি বরং একজন দাসের জীবন গ্রহণ করলেন। এর অর্থ খুবই নীচু মানের জীবন বেছে নিলেন। ঈশ্বর যিনি তাঁকে বেছে নিয়েছেন, তিনি যে শুধু তাঁরই দাস হলেন তা নয়, তিনি এমন সব মানুষের কাছে প্রচার করার জন্য এলেন যারা সবচেয়ে নিচু মানের বা দাসোচিত জীবন-যাপন করতো। কউ মনে করতে পারে, যদি প্রভু যীশু মানুষ হিসেবে জন্ম নেন তবে তিনি একজন রাজপুত্ররূপে জন্ম নেবেন এবং রাজ্য নিয়ে আবির্ভুত হবেন। কিন্তু ঘটনা তার চেয়ে ভিন্ন ছিল: তিনি একজন দাস হয়ে জন্ম নিলেন। তিনি খুব অভাবের মধ্যে বেড়ে উঠলেন, তাঁকে সম্ভবত তাঁর বাবার কাজে সাহায্য করতে হত। তাঁর সম্পূর্ণ জীবনই ছিল অবমাননার, দারিদ্রতা এবং অসম্মানের জীবন। তাঁকে মাথা নিচু করে চলতে হয়েছিল, তাঁর জীবন ছিল দুঃখ ভরা এবং দুঃখের মধ্যেই তাঁকে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। তাঁকে বাহ্যিক জাক্-জমকের মধ্যে দেখা যায় নি এবং অন্যদের মধ্যে আলাদা করার মত কোন বিশেষ দিকও তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় নি। এসবই তাঁর জীবনের অবমাননার দিক ছিল। কিন্তু ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অবমাননার সবচেয়ে নিচু স্তরে নিজেকে নামালেন, "মৃত্যু পর্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হলেন"। তিনি যে, শুধু দুঃখভোগ করলেন তা নয়, তিনি আসলে স্বেচ্ছায়ই তা করেছিলেন, যে নতুন নিয়মের মধ্যস্ততাকারী হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সেই নিয়মের বাধ্য থাকলেন এবং নিজের জীবন দিতে রাজী হলেন। "কারণ আমি আমার প্রাণ দেব যেন তা আবার ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবারও ক্ষমতা আমার আছে, আবার প্রাণ ফিরিয়ে নেবার ক্ষমতাও

আমার আছে। এই দায়িত্ব আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছি” (যোহন ১০:১৮)। তিনি ব্যবস্থার মধ্যে জীবন কাটিয়েছিলেন (গালাতীয় ৪:৪)। তাঁর লজ্জাজনক মৃত্যু বিশেষ গুরুত্ব বহন করে এবং প্রমাণ করে সম্ভাব্য সকল পন্থায় তিনি নিজেকে নিচু করেছিলেন: এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত, একটি অভিশপ্ত, যন্ত্রণাদায়ক এবং লজ্জাজনক মৃত্যু– এমন মৃত্যু যা ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্ধারিত করা হয়েছিল (যাকে গাছের উপর টাঙানো হয়, সে অভিশপ্ত) যন্ত্রনায় পূর্ণ, শরীরের নার্ভাস পয়েন্টগুলোতে (হাত এবং পায়ে) পেরেক ঠোকা হয়েছিল এবং শরীরের সমস্ত ভার সেই ক্রুশের উপর দেয়া হয়েছিল। এই মৃত্যু ছিল সন্ত্রাসী এবং দাসের মৃত্যু, কোন স্বাধীন মানুষের মৃত্যু নয়– সেই অবস্থায় তাঁকে জনগণের সামনে প্রদর্শন করা হয়েছিল। এটা ছিল মহিমান্বিত খ্রীষ্ট যীশুর উচ্চ আসন থেকে নেমে আসার সবচেয়ে বড় ঘটনা।

খ) তাঁর সম্মান: খ্রীষ্টের অবমাননা এবং নম্রতার পুরস্কার ছিল তাঁর উচ্চ আসনের অধিকার। তিনি নিজেকে নিচু করলেন, আর তাই ঈশ্বর তাঁকে উঁচুতে তুললেন । *“এই কারণে ঈশ্বর তাঁকে সবচেয়ে উঁচু পদ দান করলেন” (hyperypsose)*। তাঁর অবস্থান হল সবার উপরে। তিনি খ্রীষ্টের সমস্ত সত্তাকে সম্মান দিলেন, মানুষ যীশুকে যেমন তেমনি স্বর্গীয় যীশুকেও। স্বর্গে ও পৃথিবীতে তিনি তাঁকে সবচেয়ে সম্মানের অধিকারী করলেন। যদি খ্রীষ্টের শুধু স্বর্গীয় প্রকারকে সম্মানিত করা হত তবে তাঁর অধিকারের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হত এবং তাঁর মহিমা প্রকাশিত হত। পৃথিবী সৃষ্টি হবার আগে থেকেই ঈশ্বরের সাথে যেই মহিমা ছিল, খ্রীষ্টের সাথে সেই একই মহিমা ছিল (যোহন ১৭:৫)। কোন নতুন মহিমা বা সম্মান তাঁর দরকার ছিল না। ঈশ্বর নিজেই অনেক আগে থেকেই তাঁকে মহিমান্বিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত সম্মাননা ছিল তাঁর মানবীয় চরিত্রের প্রতি, যার যোগ্য হয়ে উঠতে হয়েছিল তাঁকে। যদিও তিনি ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন, তারপরও তাঁকে মানুষ হয়ে এ পৃথিবীকে আসতে হয়েছে। তাই তাঁকে সম্মানিত করে উচ্চ আসনে বসানো হয়েছে সম্মান এবং ক্ষমতা দিয়ে। সম্মানের ক্ষেত্রে– “তাঁকে সেই নাম দান করলেন যা সমুদয় নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ”। সেই মর্যাদাপূর্ণ নাম যা সমস্ত সৃষ্টি, মানুষ এবং স্বর্গদূতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ক্ষমতার ক্ষেত্রে– “প্রত্যেককেই যীশুও সামনে হাঁটু পাততে হবে। প্রত্যেক সৃষ্টিকেই তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে হবে। “স্বর্গ, পৃথিবী এবং পৃথিবীর গভীরে যা কিছু আছে” অর্থাৎ স্বর্গে যারা বাস করে, পৃথিবীর মানুষ, জীবিত এবং মৃত সবাই শুধু যে খ্রীষ্টের নাম মুখে উচ্চারণ করবে তাই নয়, কিন্তু গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর প্রতি সম্মান নিবেদন করবে। “সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করবে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু,”– প্রতিটি জাতি এবং ভাষার মানুষের কাছে খ্রীষ্টের গৌরবের রাজ্য প্রকাশিত হবে। আর তাই বলা হয়েছে, স্বর্গ এবং পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হতে দেওয়া হয়েছে (মথি ২৮:১৮)। দেখুন: খ্রীষ্টের রাজ্য কত বিশাল– তা স্বর্গ এবং পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত। স্বর্গদূত, পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি, জীবিত কিংবা মৃত সকল মানুষই তাঁর এই রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত। পিতা ঈশ্বরের গৌরব হোক। এভাবে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন। লক্ষ্য করুন: যীশু খ্রীষ্টই যে প্রভু এটি স্বীকার করার মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। কারণ ঈশ্বর চান– “পিতাকে যেমন সবাই সম্মান করে, পুত্রকেও তেমনি সম্মান করা উচিৎ (যোহন ৫:২৩)। খ্রীষ্টকে সে সম্মান প্রদান করা হয়, সেই সম্মান পিতা

ঈশ্বরকেও করা হয়– "যে আমাকে গ্রহণ করে, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, সে তাকেই গ্রহণ করে" (মথি ১০:৪০)।

ফিলিপীয় ২:১২-১৩ পদ

প্রথমত: প্রেরিত পৌল মণ্ডলীর লোকদেরকে খ্রীষ্টান দায়িত্বগুলো পালনের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা এবং অধ্যাবসায় অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেন। "নিজ নিজ পরিত্রাণের অনুশীলন কর" আর এটা হল আমাদের নিজেদের আত্মার পরিত্রাণ (১ পিতর ১:৯)। এটি হল আমাদের অনন্তকালীন পরিত্রাণ (ইব্রীয় ৫:৯)। এই পরিত্রাণ শয়তানের যে সমস্ত পাপ আমাদের উপর ভর করে ছিল তা থেকে উদ্ধার করে। আমাদের অনন্তকালীন সুখের জন্য যা যা প্রয়োজন সেই সমস্ত ভাল ভাল জিনিস দিয়ে আমদেরকে পরিপূর্ণ করে। লক্ষ্য করুন: এখানে সবকিছুর উপর আমাদের আত্মার মঙ্গলের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হয়েছে। চলুন তাহলে আমরা আমাদের সবচেয়ে উত্তম স্বার্থের দিকেই মনোযোগ দিই। অন্যদের বিচার করার দায়িত্ব আমাদের উপর দেয়া হয় নি। এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারছি সেদিকেই আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। আর এভাবেই আমরা সেই প্রতিজ্ঞা করা পরিত্রাণের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো (এহুদা ৩), আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব এগিয়ে থাকা যায়, ততই মঙ্গল। এই ক্ষেত্রে নিজেদের পরিত্রাণের বিষয়ে এতটুকু ছাড় দেয়াও আমাদের উচিৎ হবে না। আমাদেরকে 'নিজ নিজ পরিত্রাণের অনুশীলন' (*katergazesthe*) করতে বলা হয়েছে। যিহূদা ৩ পদে 'প্রাণপণে' শব্দটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যার মানে হচ্ছে 'সত্যিকারভাবে কষ্টের মধ্য দিয়েও'। লক্ষ্য করি, আমাদেরকে আমাদের সর্বস্ব দিয়ে পরিশ্রম করতে হবে আর এই পরিশ্রমই আমাদেরকে পরিত্রাণের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমাদেরকে শুধু পরিত্রাণের জন্য মাঝে মাঝে পরিশ্রম করলে চলবে না বরং আমাদের যা কিছু করার আছে তার সবই করতে হবে। এই কাজই পরিশেষে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। পরিত্রাণকে একটি মহান বিষয় হিসেবে গণ্য করে আমাদের হৃদয়কে এর উপর নিবিষ্ট করতে হবে; আমরা সর্বোচ্চ যত্ন এবং মনোযোগ ছাড়া এটি লাভ করতে পারি না। তিনি আরও যোগ করেন, "সভয়ে ও সকম্পে" এর মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ যত্ন এবং সতর্কতার সাথে। সভয়ে কারণ ভয় ছাড়া কাজ করলে আমরা বিপথে ধাবিত হতে পারি এবং আমাদের কাজ থেকে কোন ফল লাভ নাও হতে পারে। ধর্মের ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজ অত্যন্ত যত্নের সাথে করা উচিৎ যেন যখন আমাদের পুরস্কৃত করা হবে তখন যেন আমাদেরকে "অযোগ্য বলে বিবেচনা করা না হয়" (ইব্রীয় ৪:১ দেখুন)। ভয় সমস্ত রকম খারাপী থেকে কাউকে রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে ভাল পাহারাদার।

দ্বিতীয়ত: ফিলিপীয় মণ্ডলীর লোকদের সুসমাচারের প্রতি সবসময় বাধ্য থাকার যে ইচ্ছা তা বিবেচনা করে তিনি এই সুপারিশ করেন: "তোমরা সবসময় যেমন বাধ্য হয়ে এসেছ তেমনি কেবল আমার উপস্থিতির সময়ে নয় বরং এখন আরও বেশি করে আমার অনুপস্থিতির সময়েও" (১২ পদ); অর্থ, তোমরা যখনই ঈশ্বরের কোন ইচ্ছাকে আবিষ্কার করেছ, সাথে সাথে তা মেনে নেবার জন্য রাজী ছিলে; আমার উপস্থিতির সময় যেমন,

তেমনি আমার অনুপস্থিতির সময়েও। তারা প্রেরিতের উপস্থিতি নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন ছিলে না বরং তাঁর অনুপস্থিতির সময় আরও ভালভাবে কাজ করেছে। খ্রীষ্টকে আপনাদের অন্তরে প্রবেশ করতে দিন, আপনাদের হৃদয়কে তাঁর কাছে তুলে দিয়ে তাঁকে কাজ করতে দিন এবং তাঁর প্রতি এইভাবে আপনি সম্মান দেখাতে পারেন। কারণ ঈশ্বর তাঁর মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কাজ উভয়ের সাধনকারী"। 'নিজ নিজ পরিত্রাণের অনুশীলন' করা কারণ ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে কাজ করবেন। এই বাক্যটি আমাদেরকে আমাদের সর্বোচ্চ কাজ করতে উৎসাহিত করে, *কারণ আমাদের পরিশ্রম বৃথা যাবে না*। ঈশ্বর তাঁর দয়ায় আমাদের বিশ্বস্ত প্রচেষ্টাকে সাহয্য করতে এবং জয় করতে সদা প্রস্তুত আছেন। লক্ষ্য করুন: আমরা যদি আমাদের পরিত্রাণের জন্য সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করি, আমাদের তারপরও ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের যার যার উপর যেমন দরকার তেমন করেই তার অনুগ্রহ আমাদের উপর কাজ করবে এবং শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে বিজয়ী হতে সাহায্য করবে। আমাদের উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে কাজ তা আমাদের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের গতিকে ত্বরান্বিত করে। আমাদেরকে আমাদের পরিত্রাণের জন্য কাজ করে যেতে হবে "সভয়ে ও সকম্পে" কারণ ঈশ্বরই আমাদের মধ্যে কাজ করবেন। "অবহেলা করে বা দেরি করে ঈশ্বরের কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না যাতে করে তুমি তোমার উপর থেকে তাঁর সাহায্য তুলে নেবার জন্য দোষ দিতে না পারো এবং জেনে রেখো যে, তোমার এই দোষারোপ অবশ্যই বৃথা যাবে। ভয়ের সাথে কাজ কর। তাতে তিনি মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী কাজ করেন: যা করা উচিৎ তার পুরোটাই তিনি করেন। ঈশ্বর দয়া করে প্রথমে আমাদের দেখিয়ে দেন যে, তাঁর ইচ্ছা কি এবং এর-পর তিনি আমাদের সেই ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার জন্য যোগ্য করে তোলেন। "কারণ আমরা যা করেছি তার সবই তুমি আমাদের জন্য করেছ" (যিশাইয় ২৬:১২), তার মঙ্গলময় সঙ্কল্প অনুযায়ী। যেহেতু আমদের কোন শক্তিই নেই, সুতরাং আমাদের কোন যোগ্যতাও নেই। যেহেতু আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া কোন কাজই করতে পারি না, কাজেই আমরা সেই কাজের জন্য দাবী করতে পারি না বা এমন ভাব করতে পারি না যে এটি আমাদের পাওনা। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভাল কাজের কারণ হল ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা, এটি তাঁর সৃষ্টির প্রতি কোন দায়বদ্ধতা থেকে নয় বরং তাঁর মহান প্রতিজ্ঞার ফল।

ফিলিপীয় ২:১৪-১৮ পদ

উপরিউক্ত পদগুলোতে প্রেরিত পৌল বিশ্বাসীদের উৎসাহ দিয়েছেন যেন তারা তাদের খ্রীষ্টান জীবনকে সঠিক মেজাজ এবং উপযুক্ত ব্যবহার দিয়ে সাজায়। তিনি বিভিন্ন উদাহরণ দেন:

১) ঈশ্বরের আদেশের প্রতি আনন্দের সাথে বাধ্য থাকতে হবে। (১৪ পদ): "সমস্ত কাজ কর", যতগুলো কাজের ক্ষেত্র আছে সমস্ত ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে, প্রতিটি শাখা-প্রশাখায়। "বচসা ও তর্ক না করে" ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে হবে এবং সেখানে ভুল

খোঁজা চলবে না। নিজের কাজের দিকে মনোযোগ দিন এবং সেই কাজ নিয়ে ঈশ্বরের সাথে তর্ক জুড়ে দেবেন না। ঈশ্বরের আদেশ দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র সেই আদেশর বাধ্য হবার জন্য সেটা নিয়ে তর্ক করার জন্য নয়। এই গুণাবলি আমাদের দায়িত্বকে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত করে এবং দেখায় যে, আমরা একজন ভাল প্রভুর সেবা করি, যার সেবা করাই হচ্ছে স্বাধীনতা এবং যার পক্ষে কাজ করাই হচ্ছে এর পুরস্কার।

২) অপরের সাথে শান্তিতে থাকা এবং একে অপরকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে। সমস্ত আদেশ পালন করুন কোন রকম তর্ক না করে, অপরের সাথে দ্বন্দ্ব না করে এবং বিতর্কে না জড়িয়ে। কারণ সত্যের আলো এবং ধর্মের জীবন প্রায়ই বিতর্কের অর্ন্তজালে এবং আগুনে পড়ে হারিয়ে যায়।

৩) সমস্ত মানুষের সমালোচনা এবং দোষারোপের উর্ধ্বে থেকে (১৫ পদ): *যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও নির্দোষ হও, ... ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও*, আপনার কথা এবং কাজ যে শুধু অন্যের ক্ষতির কারণ হবে না শুধু তাই নয়, বরং আপনার বিরুদ্ধে কেউ যেন কোন অভিযোগও না আনতে পারে। আমাদেরকে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে যেন শুধু নির্দোষই না থাকি সেই সাথে যেন অনিন্দনীয়ও হই। যেন শুধু অন্যকে আঘাত করা থেকেই বিরত না হই, সেই সাথে কেউ যেন আমাদের অভিযোগও না করতে পারে। *অনিন্দনীয় ও নির্দোষ* এবং *নিষ্কলঙ্ক*। যা রামানুষের দৃষ্টিতে *অনিন্দনীয় ও নির্দোষ* এবং ঈশ্বরের সামনে *নিষ্কলঙ্ক* তারা ঈশ্বরের *সন্তান*। যারা অনিন্দনীয় এবং নির্দোষ হয়, তারা ঈশ্বরের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং তারা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে। ঈশ্বরের সন্তানদের মানুষের সন্তানদের সাথে অবশ্যই পার্থক্য থাকা উচিৎ। ঈশ্বরের সন্তানদের হতে হবে নিষ্কলঙ্ক সন্তান দীমীত্রিয়ের মত, সবাই দীমীত্রিয়ের প্রশংসা করছে, এমনকি ঈশ্বরের সত্যও তা করছে (৩ যোহন: ১২ পদ), *এই কালের সেই কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যেও।*

অব্রাহাম এবং লোটের থাকার জায়গা নিয়ে অবশ্যই ঝগড়া বিবাদ করা উচিৎ ছিল না। কারণ সেখানে কনানীয় এবং পরীষীয়রা ছিল। *যাদের মধ্যে তোমরা পৃথিবীতে তারাগুলোর মত উজ্জ্বল হয়ে আছ।* খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর আলো এবং খ্রীষ্টের বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীর আলো। এর সাথে তুলনা করুন মথি ৫:১৬ পদ: "তোমাদের আলো মানুষের সামনে জ্বলুক"। খ্রীষ্টানদের শুধুমাত্র ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে প্রমাণিত করার চেষ্টা থাকলেই হবে না। অন্যদের সামনেও ভাল প্রমাণিত হতে পারে যেন তাদেরকে দেখে অবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের গৌরব করে। তাদের যেমন সৎ হতে হবে তেমনি তাদের সততা অন্যদের সামনে প্রজ্বলিতও হতে হবে। "সেই লোকদের সম্মুখে তোমরা জীবনের বাক্য ধরে রাখ" (১৬ পদ)। সুসমাচার আমাদেরকে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনে যাবার পথ দেখিয়ে দেয় আর সে কারণে একে জীবন্ত বাক্য বলা হয়ে থাকে। "খ্রীষ্ট মৃত্যুকে ধ্বংস করেছেন এবং সুসমাচারের মধ্য দিয়ে ধ্বংসহীন জীবনের কথা প্রচার করেছেন" (২ তীমথিয় ১:১০)। তাই এখন আমাদেরকে যে এই জীবন্ত বাক্যকে যে খুব তাড়াতাড়িই অনুসরণ করতে হবে তা নয়, বরং আজ থেকেই অনুসরণ করতে হবে। এই অনুসরণ যে শুধু আমাদের নিজেদের

জন্য আমরা করবো, তাও নয় বরং এর ফল যেন অন্যেরাও ভোগ করতে পারে সে জন্যও করবো। মোমদানি যেমন একটি মোমকে ধরে রাখে এবং এর আশেপাশে অবস্থানরত সবাইকে তার আলোতে আলোকিত করে ঠিক তেমনি আমাদেরকেও ঈশ্বরের বাক্য ধরে রাখতে হবে এবং এর ফল সবাইকে উপভোগ করতে দিতে হবে। অথবা আকাশের তারার মত হতে হবে যারা অনেক দূর থেকে দূর পর্যন্ত তাদের আলো বিকশিত করে। পৌল বলেছেন যে, তারা তাঁর আনন্দের কারণ হবে "*যেন প্রভুর ফিরে আসবার দিনে আমি আনন্দ করতে পারি*: শুধু তাদের তাঁর শিক্ষাকে ধরে রাখার জন্য নয় বরং তাদের উপকারী চরিত্রের কারণেও। তিনি তাদেরকে নিয়ে আশা করেছিলেন যে তাঁর শ্রম ব্যর্থ না হয়: তিনি বৃথা দৌড়ান নি, বৃথা পরিশ্রমও করেন নি। লক্ষ্য করুন:

ক) প্রচারের কাজ করতে হয় মন-প্রাণ ও সর্বস্ব দিয়ে। আমাদের যা আছে তা দিয়ে আমরা সামান্যই দৌড়াতে ও পরিশ্রম করতে পারি। শক্তি এবং তেজের সাথে দৌড়াতে হবে এবং অনবরত সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে; একাগ্রতা এবং উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করতে হবে। পৌল শুধু তাদের চাহিদামত পরিশ্রমের সাথে দৌড়ান নি বরং সেই সাথে তাদের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে রাজী ছিলেন।

খ) প্রচারকদের আনন্দ তখনই পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে যখন তারা দেখেন যে, তারা বৃথা দৌড়ান নি এবং বৃথা পরিশ্রমও করেন নি আর খ্রীষ্টের দিনে তাদের পরিবর্তিত দেহ যখন তাদের বিজয়মুকুট হবে তখন তাদের গর্ব এবং আনন্দের সময়ও আসবে। "আমাদের প্রভু যীশু যখন আসবেন তখন তখন তাঁর সামনে তোমরাই কি আমাদের আশা, আনন্দ ও গৌরবের মুকুট হবে না? সত্যিই তোমরাই আমাদের গৌরব, তোমরাই আমাদের আনন্দ (১ থিষলনীকীয় ২:১৯,২০)। কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসের উৎসর্গ ও সেবাকর্মের উপর যদি আমার রক্ত পেয় উৎসর্গ হিসেবে সেচন করা হয় তবুও আনন্দ করছি, আর তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দ করছি (১৭ পদ)। যদি পৌল খ্রীষ্টের সম্মান বৃদ্ধি, মণ্ডলীর শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং লোকদের আত্মার মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করতে পারতেন, তবে তিনি খুবই খুশি হতেন বলে এখানে মন্তব্য করেছেন। শুধু যন্ত্রণা ভোগ করে নয় বরং তার জীবন দিয়ে দিলেও তিনি খুশি। ঈশ্বর যদি চাইতেন, তবে পৌল খুব হাসি মুখেই তাদের বেদীর উপর নিজেকে উৎসর্গ দিতে রাজি হয়ে যেতেন। পৌল নিশ্চয়ই মণ্ডলীর জন্য নিজের রক্ত ঢেলে দেবার ফল কি হতে পারে তা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে মণ্ডলীর জন্য একটু ছোট ছাড় দিতেও কি আমরা অনেকবার চিন্তা করিস্থীয় না? কিন্তু তিনি যে মূল্যের বিনিময়ে নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে রাজী হয়েছিলেন সেই একই মূল আমাদের কাছ থেকে আর একটু বেশি কাজ আশা করে না? "আমাকে উৎসর্গ হিসেবে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে" *spendomai* (তীমথিয় ৪:৬)। "এখন আমি উৎসর্গ হতে প্রস্তুত আছি" তিনি নিশ্চই তাঁর যে ধর্মীয় বিশ্বাসকে তার রক্তের মধ্যে সিল-গালা করে রেখেছিলেন তা নিয়ে আনন্দ করেছিলেন। সেভাবে তোমরাও আনন্দ কর, আর আমার সঙ্গে আনন্দ কর (১৮ পদ)। ঈশ্বর চান যে, ভাল বিশ্বাসীরা অনেক বেশি আনন্দ করবে; আর যেসব বিশ্বাসীরা একজন ভাল প্রচারকও সান্নিধ্য লাভ করেন, তারা তাঁর সাথে আনন্দ করার

সুযোগ লাভ করে। যদি প্রচারক তার লোকদের ভালবাসেন এবং তাদের জন্য নিজেকে নিঃশেষ করেন বা করতে চান বা করে দেন তবে তার লোকদেরও তাকে ভালবাসা এবং তার সাথে আনন্দ করার উপযুক্ত কারণ তৈরি হয়।

ফিলিপীয় ২:১৯-৩০ পদ

প্রেরিত পৌল দু'জন প্রচারকও দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: যদিও তিনি নিজেই একজন উত্তম প্রেরিত ছিলেন এবং অন্য সবার চেয়ে বেশি বাধ্যতায় এবং বিশ্বস্ত অবস্থান নিয়ে পরিশ্রম করে আসছিলেন, তারপরও তিনি তার চেয়ে নিম্নপদস্থ প্রচারক বা প্রচারকদের প্রতি শ্রদ্ধার অনুভূতি সহকারে কথা বলছিলেন।

ক) প্রথমেই তিনি তীমথির কথা বলেন। এই তীমথিকেই তিনি ফিলিপীয়দের কাছে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যেন ফিলিপীয়দের সম্পর্কে তিনি খবরা-খবর পেতে পারেন। এখানে লক্ষ্য করিন্থীয় যে, প্রেরিত পৌল ফিলিপীয়দের সম্পর্কে চিন্তা করতেন এবং তাদের ভাল খবর পেয়ে সান্ত্বনা লাভ করতেন। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছুদিন কোনো খবরা-খবর না পেয়ে তিনি মনোকষ্টে ভুগছিলেন এবং তাই তিনি তীমথিকে সেখানকার খোঁজ-খবর নেবার জন্য সেখানে পাঠাতে চাইলেন যেন তিনি তাঁর (পৌলের) কাছে তাদের খোঁজ-খবর এনে দেন এবং তাঁর প্রাণে স্বস্তি আসে। *কারণ "আমার কাছে এমন আর কেউ নেই যে, তীমথিয়ের মত করে প্রকৃতভাবে তোমাদের বিষয় চিন্তা করে"।* তীমথি তাদের মত ছিলেন না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সেখানে অনেক ভাল ভাল প্রচারক ছিলেন, যারা তাদের জয় করা আত্মাদের (যাদেরকে তারা প্রচার করে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে এসেছিলেন) প্রতি অনুভূতিশীল ছিলেন এবং তাদেরকে নিয়ে চিন্তা করতেন, কিন্তু এদের মধ্যে কেউই ছিলেন না যাকে তীমথির সাথে তুলনা করা চলে। তিনি ছিলেন ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ের অসাধারণ একজন আত্মিক ব্যক্তি। *"এমন আর কেউ নেই যে, তীমথিয়ের মত করে প্রকৃতভাবে তোমাদের বিষয় চিন্তা করে"।* লক্ষ্য করুন: যখন আমাদের আচরণ প্রকৃত বা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তখন কি দারুণই না হয়! তীমথি ছিলেন অনুগ্রহে পূর্ণ প্রেরিত পৌলের প্রকৃত সন্তান এবং পৌল যেমনভাবে চলতেন, তিনিও প্রতিটি পদক্ষেপে একই উদ্দিপনা নিয়ে চলতেন। *প্রকৃতপক্ষে* এই আচরণ ছিল সততায় পূর্ণ এবং এতে কোনো ভনিতা ছিল না। একটি আগ্রহী হৃদয় এবং দৃঢ়তা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, সুতরাং এটি অনুমেয় যে, তিনি খুব আনন্দের সাথেই পৌলের সাথে কাজ করেছিলেন । লক্ষ্যণীয় যে,

১) প্রত্যেক প্রচারকও প্রতি এটি একটি মহান দায়িত্ব যে, তিনি তার জয় করা সদস্যদের বিষয়ে খোঁজ-খবর নেবেন এবং তাদের ভালো-মন্দ বিষয়ের প্রতি নজর রাখবেন। "*আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছু পেতে চাই না, তোমাদের চাই*" (২ করিন্থীয় ১২:১৪)।

২) এই রকম মানসিকতা সম্পন্ন প্রকৃত মনের প্রচারক খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর। আর যিনি

এমন ব্যক্তি হন তিনি অবশ্যই সব ভাই-বোনদের মধ্যে অন্যতম এবং প্রধান ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। "*কেননা অন্য সকলে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় নয় কিন্তু নিজ নিজ বিষয় চেষ্টা করে*" (২২ পদ)। এই কথাগুলোর মধ্যে কি এক ধরনের তাড়াহুড়োর ভাব লক্ষ্য করা যায় না ঠিক যেভাবে দাউদও উচ্চারণ করেছিলেন "*সব মানুষই মিথ্যাবাদী?*" গীতসংহিতা (১১৬: ১১) সেখানে কি এত তাড়াতাড়িই দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল এবং তা স্বাভাবিকই হয়ে গিয়েছিল যে, এত প্রচারকদের মধ্যে একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না যিনি সত্যিকারভাবে তার লোকদের বিষয়ে চিন্তা করেন বা তাদের খোঁজ-খবর নেন? এ বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে চাইলে আমাদের খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়তে হবে। তিনি সেখানকার স্বাভাবিক একটা অবস্থার কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। এটা হতে পারে '*সবাই*' অথবা বেশিরভাগই কিংবা তীমথির তুলনায় *সবাই*। লক্ষ্যণীয়, যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছাকে অবজ্ঞা করে নিজ নিজ স্বার্থের পেছনে ছোটা একটা বড় পাপ এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ও প্রচারকদের মধ্যে এই পাপ প্রায়ই দেখা যায়। সত্য, পবিত্রতা এবং দায়িত্বের বিপরীতে প্রায়ই অনেকে নিজের মর্যাদা, সহজে জীবন চালানোর উপায় এবং নিজের নিরাপত্তার দিকে বেশি খোঁজ করে। তারা ঈশ্বরের রাজ্য, তাঁর পবিত্রতা এবং পৃথিবীতে এসবের ফলের চেয়েও নিজেদের সুখ ভোগ এবং সম্মানের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকে। কিন্তু তীমথি এদের মত ছিলেন না। "কিন্তু তোমরা তীমথির পক্ষে এই প্রমাণ পেয়েছ যে, ... ।" তীমথি এমন একজন লোক ছিলেন যিনি চেষ্টা করেছিলেন এবং তাঁর প্রচারের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ তৈরি করেছিলেন (২ তীমথিয় ৪:৫), এছাড়া তার উপর যেসব দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সেসব দায়িত্ব অত্যন্ত যত্নের সাথে পূর্ণ বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পালন করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে যেমন ধারণা করা যায়, তিনি ঠিক তেমনই একজন চমৎকার মানুষ ছিলেন এবং ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হবার জন্য সেভাবেই কাজ করেছিলেন, সেইসাথে সব মানুষের সামনে নিজেকে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন "যে এইভাবে খ্রীষ্টের সেবা করে, ঈশ্বর তার উপর সন্তুষ্ট হন এবং লোকেও তাকে ভাল বলে মনে করে" (রোমীয় ১৪:১৮)। প্রেরিত পৌলের বলার ধরণটা ছিল এই রকম, তোমরা শুধু তাঁর নামই জান না বা তার চেহারাই চেন না, এমনকি তোমরা তীমথির পক্ষে তোমাদের প্রতি তাঁর সেবা এবং ভালবাসার প্রমাণও পেয়েছ– পিতার সঙ্গে সন্তান যেমন, আমার সঙ্গে ইনি তেমনি সুসমাচারের জন্য দাসত্বের কাজ করেছেন। পৌল যেসব স্থানে প্রচারের কাজ করেছিলেন, সেসব অনেক স্থানেই তীমথি পৌলের সাহায্যকারী হয়েছিলেন এবং সন্তান যেমন বাবার সাথে থেকে যেভাবে সাহায্য করে, তেমনি পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ব সহকারে তার সাথে থেকে সুসমাচারের প্রচার করার কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। সেই কাজে একটি সরল শিশুর মত ভালবাসা এবং আনন্দের মন নিয়ে অংশীদার হয়েছিলেন। তাদের উভয়ের সমন্বয়ে যে প্রচার কাজ সম্পন্ন হয়েছিল, তা একদিকে যেমন ভালবাসাপূর্ণ এবং দয়াশীল ছিল, অপরদিকে বয়োজ্যেষ্ঠ্য এবং নতুন প্রচারকদের একসাথে কাজ করার মধ্যে দিয়েও যে চমৎকারভাবে প্রচার করা সম্ভব এটি তার একটি ভাল উদাহরণ। পৌল খুব শীঘ্রই তাঁকে ফিলিপীয়দের কাছে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিলেন, "অতএব আশা করি, আমার প্রতি কি ঘটে তা দেখতে পাওয়া মাত্রই তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব" (২৩ পদ)। এই পত্রটি লেখার সময়

পৌল জেলখানায় বন্দী ছিলেন এবং তাঁর প্রতি কি ঘটবে তা তিনি জানতেন না। কিন্তু যখনই তিনি জানতে পারবেন, তখনই তিনি তীমথিকে তাদের কাছে পাঠাবেন বলে স্থির করে রেখেছিলেন। এছাড়াও তিনি স্ব-শরীরে সেখানে উপস্থিত হবার আশা করেছিলেন (২৪ পদ)। "আর প্রভুতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, আমি নিজেও শীঘ্রই উপস্থিত হবো"। তিনি আশা করছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবেন এবং তাদের সাথে সহভাগিতায় মিলিত হতে পারবেন। পৌল তাঁর মুক্তি কামনা করছিলেন, এই কামনা তাঁর নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি আরও ভাল কিছুর আশা করেছিলেন। "প্রভুতে আমার দৃঢ় প্রত্যয়" ঈশ্বরের স্বর্গীয় ইচ্ছার উপর পূর্ণ আস্থা এবং নির্ভরতা বজায় রেখে তিনি তাদের সাথে পুনরায় মিলিত হবার আশা এবং প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। দেখুন প্রেরিত ১৮:২১; ১ করিন্থীয় ৪:১৯; যাকোব ৪:১৫; এবং ইব্রীয় ৬:৩)।

খ) এরপর প্রেরিত পৌল ইপাফ্রদীতের কথা উল্লেখ করেন যাকে তিনি "আমার ভাই, সহকর্মী ও সহসেনা" বলে সম্বোধন করেন, ইনি তাঁর সেই খ্রীষ্টান ভাই, যার প্রতি তিনি একটি আদ্র স্নেহ অনুভব করেছিলেন। তাঁর কাজের ক্ষেত্রে তিনি (ইপাফ্রদীত) ছিলেন একনিষ্ঠ সাহায্যকারী এবং সুসমাচারের জন্য কষ্ট ভোগকারী। তিনি প্রেরিত পৌলের সাথে একই রকম পরিশ্রম করেছিলেন এবং কষ্টভোগ করেছিলেন। ইপাফ্রদীত তাঁর কাছে ফিলিপীয়দের সংবাদবাহক হিসেবে গিয়েছিলেন, সম্ভবত তাকে পাঠানো হয়েছিল প্রেরিত পৌলের সাথে মণ্ডলীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য অথবা তাদের তরফ থেকে তাঁর প্রয়োজন মিটাবার জন্য কিছু উপহার পৌঁছে দেবার জন্য এবং তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। এই ইপাফ্রদীত এবং কলসীয় ৪:৫ পদে উল্লেখ করা ইপাফ্রা সম্ভবত একই ব্যক্তি। তিনি মন থেকেই তার মণ্ডলীতে যাবার জন্য ব্যকুল ছিলেন এবং পৌলও তাই করেছিলেন। এখানে ধারণা করতে পারি, প্রথমত: ইপাফ্রদীত সম্ভবত অসুস্থ ছিলেন। ফিলিপীয় মণ্ডলী তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়েছিল (২৬ পদ) এবং "*বাস্তবিকই তিনি অসুস্থতায় মরণাপন্ন অবস্থায় পরেছিলেন*" (২৭ পদ)। অসুস্থতা মানুষের জন্য খুবই স্বাভাবিক একটি ঘটনা। একজন ভাল মানুষ, ভাল প্রচারকও জন্যও একই কথা খাটে। কিন্তু আমাদের মনে কি প্রশ্ন জাগে না যে, কেন প্রেরিত পৌল ইপাফ্রদীতকে সুস্থ করে তুললেন না? তিনি তো অসুস্থকে সুস্থ করার ক্ষমতায় অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছিলেন! এমকি তিনি মৃতকেও জীবন দিতে পারতেন (রোমীয় ২০:১০)! সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, এই অসুস্থতা ছিল অন্যদের জন্য একটি নিদর্শনস্বরূপ যা সুসমাচারের সেই সত্য শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং এই ক্ষমতা এক বিশ্বাসীদের অন্য বিশ্বাসীদের প্রতি সেই ক্ষমতা ব্যবহার না করার শিক্ষা দেয়। "*যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে এই চিহ্নগুলো দেখা যাবে– আমার নামে তারা খারাপ আত্মাদের ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা হাতে করে সাপ তুলে ধরবে, যদি তারা ভীষণ বিষাক্ত কিছু খায় তবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না, আর তারা রোগীদের গায়ে হাত দিলে রোগীরা সুস্থ হবে" (মার্ক ১৬:১৭,১৮)*। সম্ভবত রোগীদের সুস্থ করার ক্ষমতা সবসময় প্রেরিতদের হাতে ছিল না এবং তারা নিজেদের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে রোগীদের সুস্থ করতে পারতেন না, বরং ঈশ্বর স্বয়ং যখন এর জন্য উপযুক্ত সময় বলে বিবেচনা করতেন, তখন তারা লোকদের এই সেবা দিতে পারতেন। এই কথা খ্রীষ্টের বেলায়

সবচেয়ে উপযুক্তভাবে খাটে যে, তিনি জানতেন কখন 'উপযুক্ত' সময়।

দ্বিতীয়ত: ফিলিপীয়রা ইপাফ্রদীতের অসুস্থতার খবর শুনে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। ইপাফ্রদীত যেমন দুঃখে ভারাক্রান্ত ছিলেন তাদের জন্য তারাও ঠিক তেমনি তার অসুস্থতার সংবাদ শুনতে পেয়ে ভারাক্রান্ত ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইপাফ্রদীতের প্রতি সেই মণ্ডলীর একটি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা ছিল, যে কারণেই তাঁকে তারা পৌলের কাছে পাঠানোর জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছিল।

তৃতীয়ত: এটা খুবই ভাল খবর যে, ঈশ্বর তাঁর আরোগ্য দান করেছিলেন। *"কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রতি করুণা করেছেন" (২৭ পদ)*, প্রেরিত এই অনুগ্রহকে শুধু ইপাফ্রদীতের জন্য এবং অন্যান্যদের জন্য নয়, বরং নিজের জন্যও ঈশ্বরের করুণা হিসেবে গণ্য করেছেন। আমরা জানি যে, সে সময়কার মণ্ডলীগুলো বিশেষ অনুগ্রহে মন্ডিত ছিল। কিন্তু তারপরও এটা লক্ষ্য করা যায় যে, কিছু কিছু বিষয় প্রেরিতদেরও দুর্বল করে দিতে পারত। প্রেরিত পৌল আতংকে ছিলেন যেন তাঁর "দুঃখের উপর দুঃখ" পেতে না হয়। তিনি ইপাফ্রদীতকে হারিয়ে ফেলার ভয় করছিলেন হয়তো। এটা হতে পারে তাঁর জেলখানায় থাকার যে "কষ্ট তার উপর কষ্ট", অথবা এমনও হতে পারে যে, সে সময় অন্য কোন প্রচারক মারা গিয়েছিলেন যার প্রতি পৌল গভীরভারে অনুভুতিশীল ছিলেন। আর এমন অবস্থায় ইপাফ্রদীত যদি মারা যেতেন তবে তা পৌলের দুঃখের উপর আরও দুঃখ হিসেবে যোগ হত।

চতুর্থত: ইপাফ্রদীত সম্ভবত নিজেই ফিলিপীতে যাবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, মনে হয় তিনি ধারণা করেছিলেন তার এই যাত্রায় যারা তার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে দুঃখ পেয়েছিল তাদের সান্ত্বনা দেবে। তাই পৌলও তাদের কাছে তাকে পাঠিয়ে দিলেন *"যেন তোমরা তাঁকে দেখে পুনর্বার আনন্দ কর"* (২৮ পদ), যেন তোমরা নিজেরাই দেখে নিতে পার যে তিনি কেমন আরোগ্য লাভ করেছেন। সেই সাথে তার সুস্থতার জন্য ঈশ্বরকে আনন্দের সাথে ধন্যবাদ জানাতে পারে। পৌল খুব আগ্রহের সাথেই ইপাফ্রদীতকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন যেন তারা তাদের প্রিয় মানুষটিকে কাছে থেকে দেখতে পারে।

পঞ্চমত: পৌল চাইলেন যেন তারা ইপাফ্রদীতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সাথে সহানুভুতিশীল আচরণ করে। *"তোমরা তাঁকে প্রভুতে সম্পূর্ণ আনন্দ সহকারে গ্রহণ করো এবং এই রকম লোকদের সমাদর করো"*; ইপাফ্রদীতকে অত্যন্ত দামী একজন হিসেবে সম্মান করে তার মত যারা বিশ্বস্ত এবং কাজে আগ্রহী তাদের মত লোকদের অনেক বেশি ভালবাসা এবং সম্মান প্রদর্শন করতে তিনি মণ্ডলীকে আদেশ দিলেন। পৌল বলতে চেয়েছিলেন যে, "তোমাদের আচরণ, তোমাদের মতামত, তোমাদের অন্তর থেকে আসা আন্তরিকতা, সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে যেন আনন্দ এবং সম্মান ফুটে ওঠে। এই পদ থেকে ধারণা করা যায় যে, তিনি ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। *"কেননা খ্রীষ্টের সেবাকর্মের জন্য তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন, আমার জন্য যে কাজ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না তখন তিনি নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে সেই সেবার কাজ করেছিলেন" (৩০ পদ)*। প্রেরিত তাঁর অসাবধানতার জন্য বা ঝামেলার জন্য ইপাফ্রদীতের প্রতি একবারও অভিযোগ আনেন নি বরং তিনি বলতে চাইছিলেন সে সময় তার প্রতি মণ্ডলী

যেন আরও বেশি করে খেয়াল রাখে। লক্ষ্য করি,

প্রথমত: যারা সত্যিকার অর্থে খ্রীষ্টকে ভালবাসে এবং তাঁর রাজ্যের বিষয়ে আগ্রহী হয়, তাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে, এই আগ্রহ এবং ভালবাসা তাদেরকে তাদের স্বাস্থ্য এবং জীবনের উপর নানারকম ঝুঁকি নিয়ে আসতে পারে। এছাড়া তাদেরকে অবশ্যই তাদের মণ্ডলীর শিক্ষার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সাহায্য করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: ফিলিপীয়দের ইপাফ্রাদীতকে আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে হয়েছিল কারণ তিনি মাত্রই অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। এই বিষয়টি আমাদের উৎসাহ দেয় যে, যেকোন ধরণের বিপদ কেটে যাবার পর আমরা যেন পুনরায় ঈশ্বরের দয়ায় মিলিত হই এবং যার উপর বিপদ এসেছিল তাকে আরও বেশি করে মর্যাদা এবং সম্মান দেই। আমাদের প্রার্থনার উত্তর হিসেবে ঈশ্বর যাই দেন না কেন তা যেন আমরা প্রচুর ধন্যবাদ এবং আনন্দের সাথে গ্রহণ করি।

ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ৩

এই পর্যায়ে এসে প্রেরিত পৌল ভণ্ড যিহূদী নেতাদের বিরুদ্ধে ফিলিপীয় মণ্ডলীর লোকদের সাবধান করলেন এবং এ বিষয়ে নিজের জীবন থেকে উদাহরণ দিলেন (১-৩ পদ): তিনি যিহূদী থাকাকালে যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন তা যে তিনি পরিত্যাগ করেছেন তা এক এক করে তুলে ধরলেন (৪-৮ পদ)। এখানে তিনি নিজের পছন্দের কথা বললেন (৯-১৬ পদ) এবং সব শেষে খারাপ লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে তাদের নির্দেশনা দিয়ে এবং তাঁর উদাহরণকে অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করলেন (১৭-২১ পদ)।

ফিলিপীয় ৩:১-৩ পদ

এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, ফিলিপীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা বিশ্বাসে শক্তিশালীভাবে বেড়ে উঠলেও তারা যিহূদী ধর্ম নেতাদের দ্বারা বিরক্ত হচ্ছিল। এই ধর্ম-শিক্ষক বা নেতারা মোশির শিক্ষাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষাকে তাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার একটি ধূর্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রেরিত পৌল এই অধ্যায়টি ঐ সব বিপথগামীদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী জানিয়ে আরম্ভ করেছিলেন।

প্রথমত: তিনি মণ্ডলীর লোকদের প্রভুতে আনন্দ করার জন্য যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন (১ পদ)। প্রভুর কাছ থেকে যে সান্ত্বনা, যে উৎসাহ এবং যে আশা তারা পেয়েছে, তার জন্য তাদের সন্তুষ্ট থাকতে বলেছেন। খ্রীষ্টে আনন্দ করাই হল সচেতন বিশ্বাসীদের আসল বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি। আমাদের বিশ্বাসীর জীবনে আমরা যতটা আনন্দ পাই ততটাই আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। খ্রীষ্টে আমরা যতটা আনন্দ ভোগ করিষ্থীয় তার চেয়েও বেশি আগ্রহ নিয়ে খ্রীষ্টের জন্য আমাদের কষ্টও ভোগ করতে হবে। তবে আমরা জানি আমরা যদি খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূরে থাকি তবে আমরা এইসব নির্যাতনের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকব। কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখা উচিৎ যে, সদাপ্রভুর দেয়া আনন্দই আমাদের শক্তি (নহিমিয় ৮:১০)।

দ্বিতীয়ত: ক) পৌল তাদের সতর্ক করেছেন যেন তারা ঐ সকল ভণ্ড শিক্ষকদের কাছ থেকে দূরে এবং তাদের বিষয়ে সচেতন থাকে। "*তোমাদের কাছে একই কথা বার বার লিখতে আমার কষ্ট বোধ হয় না এবং তা তোমাদের জন্য রক্ষা-কবজ*" এ কথা থেকে মনে হয় যেন তিনি বলছেন, এটা হল সেই একই কথা যা আমি আগেই তোমাদের শিক্ষা দিয়েছিলাম।

এই ধরণের কথা তিনি আগেও বলেছিলেন, “যা তোমরা কানে কানে শুনেছ, তা নিজ চোখে দেখবে, যা গোপনে বলা হয়েছে তা প্রকাশ্যে লিখে জানানো হবে”, যেন তোমরা জানতে পার যে, আমি এখনো আগের মত আছি। “*আমার কষ্ট বোধ হয় না”* লক্ষ্য করি, একজন নেতা তার লোকদের জন্য ভাল কিছু করতে, বিশ্বাস করতে সাহায্য করতে এবং কাজে উৎকর্ষ সাধনের জন্য উপদেশ দিতে কখনো কষ্ট বোধ করেন না।

খ) এটা আমাদের জন্য কত ভাল যে, আমরা একই সত্য বারাবার শুনতে পাই। এভাবে আমরা সেই শক্তিকে জাগিয়ে তুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে আরও জোর দিতে পারি। সবসময় নতুন কিছু শোনার জন্য আকাঙ্ক্ষা করাকে এক প্রকার অসঙ্গত কৌতুহল বলা যেতে পারে। এখানে তিনি আরও প্রয়োজনীয় কিছু সতর্কবাণী দিয়েছেন যে, “সেই কুকুরদের থেকে সাবধান” (২ পদ): পবিত্র শাস্ত্রে ভাববাদীরা ভণ্ড ভাববাদীদেরকে খারাপ কুকুর বলে সম্বোধন করেছিলেন (যিশাইয় ৫৬:১০)। একইভাবে প্রেরিত পৌল এক বিশেষ শ্রেণীর লোককে কুকুর বলে সম্বোধন করেছেন। কুকুর বলা হয়েছে তাদের যারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের উপর বিশ্বাস করা শিক্ষকদের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং তাদের প্রতি ঘেউ ঘেউ করে কামড়াতে যায়, তারা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের বিরোধিতা করে এবং এইগুলোকে ভাল কাজ বলে থাকে। কিন্তু পৌল এগুলোকে খারাপ কাজ বলেছেন। আর যারা নিজেদেরকে তক্‌ছেদ করানো লোক বলে অহংকার করেছে তাদেরকে নির্বোধ বলেন। তারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীকে বিচ্ছিন্ন করেছে, টুকরা টুকরা করে কেটেছে শুধুমাত্র তাদের দেহের তুচ্ছ এক টুকরা চামড়া কাটার জন্য।

তৃতীয়ত: তিনি খাঁটি বিশ্বাসীদের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন– ঠিক পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েল জাতি যেমন ছিল ‘*যারা সত্যিকারের তক্‌ছেদ করানো লোক*’ হিসেবে। ‘*আমরা সত্যিকারের খ্রীষ্ট যীশুকে নিয়ে গর্ব বোধ করিন্থীয় আর বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের উপর ভরসা করিন্থীয় না*’। এখানে তিনটি বিষয় রয়েছে–

১) তারা পুরাতন নিয়মের বাহ্যিক উপাসনার (মাংস, পানীয়, পবিত্র হওয়া ইত্যাদি) পরিবর্তে আত্মায় উপাসনা করে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে আমাদের ঐ সকল বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের বাইরে নিয়ে এসেছে এবং ঈশ্বরের সাথে আত্মায় এক হয়ে সমস্ত উপাসনা করতে শিক্ষা দিয়েছে। ঈশ্বরের উপাসনা অবশ্যই আত্মায় করতে হবে (যোহন ৪:২৪)। ধর্মীয় কাজের মধ্যে অন্তর যুক্ত করা ছাড়া এ কাজের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। আমরা যাই করিন্থীয় না কেন আমাদেরকে তা আন্তরিকভাবে করতে হবে যেটা সুসমাচারের রাজ্যে খুবই আশ্চর্যজনক এবং পবিত্র আত্মার পরিচর্যা বলা যায় (২ করিন্থীয় ৩:৮) তারা প্রভুতে (যীশুতে) আনন্দ করতো, পুরাতন অধিকার নিয়ে যিহূদী ধর্মে নয়, বরং খ্রীষ্টান মণ্ডলীতে তারা যা পেয়েছিল সেক্ষেত্রে যিহূদী ধর্ম-কর্ম ছিল নামে মাত্র বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান। তারা যীশু খ্রীষ্টের সাথে তাদের সম্পর্ক ও আগ্রহকে খুবই উপভোগ করতো। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির জন্য এটি দায়িত্ব দিয়েছিলেন যেন তাঁর গৃহের সামনে তারা আনন্দ করে। কিন্তু এখন যা আসল তা প্রকাশিত হয়েছে, যা ছিল পুরাতন নিয়মের দ্বারা সদৃশ এবং আমরা আজ শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টে আনন্দ করছি।

৩) তাদের তক্‌ছেদ, বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আত্মবিশ্বাস ছিল না। আমাদের নিজেদের বিশ্বাসের মূল থেকে উঠে আসা দরকার যেন আমরা যীশুতে আমাদের অনন্ত জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে পারি। আমাদের আনন্দ, আমাদের আত্মবিশ্বাস তার কাছেই পূর্ণতা পায়।

ফিলিপীয় ৩:৪-৮ পদ

প্রেরিত পৌল যিহূদী অধিকার ত্যাগ করে একমাত্র খ্রীষ্টের উপর নির্ভরকারী হিসেবে নিজেকেই উদাহারণ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

প্রথমত: তিনি দেখিয়েছেন যে, যিহূদী ও ফরীশী হিসেবে গর্ব করার মত তার অনেক কিছুই ছিল। কিন্তু কোন কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি অন্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়। এর কারণ হল সেগুলোকে নিয়ে গর্ব করার মত কোন কিছু তিনি মনে করেন নি। "যদি অন্য কেউ মনে করে যে, সে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করতে পারে, তবে আমি আরও বেশি করে তা করতে পারি।" না, তিনি যদি ঐসব বিষয়ে বিশ্বাস করতেন ও গর্ব করতে চাইতেন, তবে অন্যদের চেয়ে তার গর্ব করার মত আরও অনেক কিছু ছিল। যেকোন যিহূদী থেকে তাঁর গর্ব করার মত আরও বেশি কারণ আছে।

১) তিনি জন্মগতভাবে অধিকার: ইস্রায়েল হওয়ার অধিকার তিনি ধার করে আনেন নি, তিনি জন্মগতভাবেই ইব্রীয়। ইস্রায়েল জাতির বিন্যামীন বংশে তাঁর জন্ম। যখন অন্যান্য বংশ বিদ্রোহ করেছিল, এই বংশই তখন যিহূদার সাথে যুক্ত ছিল। বিন্যামীন ছিল তার বাবার প্রিয় এবং এটি একটি প্রিয় বংশ ছিল। তিনি খাঁটি ইব্রীয়। "*ইব্রীয়র বাড়িতে জন্মপ্রাপ্ত ইব্রীয়*" পিতা-মাতা উভয় দিক থেকেই তিনি যিহূদী। তাঁর বংশের কোন লোক কখনোই অযিহূদী ছিল না।

২) তিনি মণ্ডলী ও সমাজে তাঁর সম্পর্কের বিষয়ে গর্ব করতে পারতেন। কারণ তাঁকে ৮ দিনের দিন তক্‌ছেদ করানো হয়েছিল। তিনি তাঁর দেহে ঈশ্বরের সাথে চুক্তির চিহ্ন বহন করছিলেন এবং ঈশ্বরের নির্দিষ্ট করা দিনেই তাঁর তক্‌ছেদ করানো হয়েছিল।

৩) ব্যবস্থা পালনের দিক থেকে তিনি ছিলেন একজন ফরীশী। তিনি গমলিয়েলের পায়ের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই গমলিয়েল ছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত ধর্ম-শিক্ষক। ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি সকল যিহূদীদের থেকে অনেক উঁচু স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে পূর্বপুরুষদের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল (প্রেরিত ২২:৩)। তিনি ফরীশী এবং ফরীশীর সন্তান (২৩:৬)। সর্বোপরি তাঁর সময়ে ফরীশীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে গোড়া ছিল তাদের মতই তিনি জীবন যাপন করেছিলেন (২৬:৫)।

৪) তিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন: যেখানে তাঁর ন্যয্যতা ছিল নির্ভুল, নিখুঁত। "*ব্যবস্থা পালনের ধার্মিকতা সম্বন্ধে কেউ আমার নিন্দা করতে পারত না*"।.. যতদূর সম্ভব তিনি নিয়ম পালনে ফরীশী ছিলেন এবং বাহ্যিক আইন-কানুন পর্যবেক্ষণ করলে পৌল

যেকোন সময় অনেক বিষয়ে গর্ব করতে পারতেন।

৫) তাঁর ধর্মের জন্য তিনি ছিলেন কঠোর। তিনি একজন গোড়া ফরীশী হিসেবে ধর্মকে কঠোরভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তিনি খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার করতেন। প্রবল আগ্রহের বশবর্তী হয়ে তিনি মণ্ডলীর উপর নির্যাতন করতেন।

৬) তিনি ধর্মের প্রতি চরম আগ্রহ দেখিয়েছেন, যদিও তিনি জানতেন না যে, তাঁর এই আগ্রহ কিভাবে চর্চা করা সম্ভব। "ঈশ্বর সম্পর্কে আপনাদের মত আমারও আগ্রহ ছিল এবং এভাবে আমি অনেককে নির্যাতন করতাম" (প্রেরিত ২২:৩,৪)। এই সব কিছু তাঁকে গর্বিত যিহূদী হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং এ বিষয়ে প্রমাণের জন্যও সেখানে সবকিছু প্রস্তুত ছিল। কিন্তু....

দ্বিতীয়ত: প্রেরিত বলেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের কাছে এসে ঐ সব বিষয়গুলোকে খুবই তুচ্ছ বিষয় বলে মনে করেছেন। "কিন্তু তাতে আমার যে সব লাভ হয়েছিল, সেসব আমি খ্রীষ্টের জন্য ক্ষতি বলে গণ্য করলাম" (৭ পদ)। এর অর্থ হল তিনি ফরীশী থাকাকালীন সময়ে যে বিষয়গুলোকে অর্জন করেছিলেন এবং শক্তভাবে ধরে রেখেছিলেন যীশুতে তিনি সে বিষয়গুলোকে ক্ষতি বলে মনে করেন। "আমি ঐ সব বিষয়ের সাথে যুক্ত থাকায় নিজেকে তুলনাহীন ক্ষতিগ্রস্থ বলে মনে করি। আমি খ্রীষ্টের প্রতি আমার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম।" তিনি এগুলোকে ক্ষতি বলে গণ্য করেছেন; যেগুলো তাঁর পূর্ণতার জন্য শুধু অপর্যপ্ততাই ছিল না, তাঁকে নিঃশেষে ধ্বংস করে দিতে পারত, যীশুও অনুগ্রহের বাইরে রাখত। লক্ষ্য করি, প্রেরিত পৌল এখানে কিছু করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করে নি বরং তিনি যা কিছু করেছেন তাই তুলে ধরেছেন। কিছু ত্যাগ করতেও বলেন নি, কিন্তু তিনি যা আশা করেছেন তাই বলেছেন। ঝুঁকি নিতে নয়, তিনি যে ঝুঁকি তাঁর অমর আত্মার জন্য নিয়েছেন তাই উল্লেখ করেছেন। "আর বাস্তবিক আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতার কারণে আমি সবই ক্ষতি বলে গণ্য করছি; তাঁর জন্য সব কিছুতেই ক্ষতি সহ্য করেছি এবং তা মলবৎ গণ্য করছি, যেন আমি খ্রীষ্টকে লাভ করতে পারি কিন্তু তাতে যা লাভ হয়েছিল, খ্রীষ্টকে জানবার জন্য আমি তা ক্ষতি বলে মনে করি" (৮ পদ)। এখানে পৌল নিজেকে ব্যাখ্যা করেছেন–

১) এটা এমন ছিল যে, তিনি উচ্চাকাংক্ষী হয়েছিলেন এবং ছুটে চলেছেন তাঁর পিছু পিছু!! এটা ছিল যীশু খ্রীষ্টের জীবন, বিশ্বাসী জীবনে প্রভু হিসেবে খ্রীষ্টের সাথে তাঁর পরিচয়, এটা শুধু পার্থিব বা জাতিগত ধর্মীয় বিশ্বাসের মত নয়, কিন্তু এটা ছিল তাঁর সম্পর্কে বাস্তব ও কার্যকরী জ্ঞান। খ্রীষ্টের মতাদর্শের মধ্যে অনেক অকল্পনীয় চমৎকার বিষয় রয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস হল সকল প্রকৃতিক জ্ঞানের ঊর্ধ্বে, মানুষের জ্ঞানের থেকে উন্নত যা পতিত হওয়া পাপীদের জন্য উপযুক্ত এবং তারা যা কিছু চায় ও আশা করে নিশ্চিত অনুগ্রহের সাথে তাঁর সব যোগান দিয়ে থাকে।

২) তিনি দেখিয়েছেন: কিভাবে তিনি তার যিহূদী ও ফরীশীর মর্যাদাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। "যা নিঃসন্দেহে" তাঁর এই মনোভাবটি উচ্চারিত হয়েছে একটি পবিত্র বিজয়

উল্লাসের শব্দ দ্বারা (*alla men oun ge kai*) মূল লেখায় এখানে ৫টি অংশ রয়েছে। কিন্তু যদিও আমি পূর্বে সেগুলোকে উত্তমরূপে গণ্য করে দেখেছি কিন্তু ক্ষতি বলেই প্রকাশিত হয়েছে। এসব কিছু বলার পূর্বে তিনি যিহূদী মর্যাদার বিষয়ে বলেছেন। এখানে তিনি সব পার্থিব আনন্দ, বাহ্যিক সুবিধা ইত্যাদি সব সুবিধা ও মর্যাদার বিষয়ে উল্লেখ করেন। এই বিষয়ই হোক আর এই রকম যেসব বিষয় রয়েছে যা খ্রীষ্টকে হৃদয়ের সিংহাসনে বসাতে প্রতিদ্বন্দিতা করে, বাধা সৃষ্টি করে, সেসব বিষয়কে নিরুৎসাহিত করে সেগুলোকে তিনি খ্রীষ্টের জন্য ক্ষতি বলে ঘোষণা করেছেন। কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে; এখনো কি তার একই মনোভাব আছে, যা বলেছেন তার জন্য তিনি কি অনুতাপ করেন নি? না, তিনি এখানে বর্তমান কালের কথা বলেছেন: হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আমি সেগুলোকে মনে করিষ্থীয় ক্ষতি হিসেবে। কিন্তু বলা যেতে পারে, "এটা বলা খুব সহজ; কিন্তু তিনি বাস্তব জীবনে এসে তিনি কি করেছেন? কেন তিনি এসব আমাদেরকে বলছেন যা তিনি অতীত অভিজ্ঞতা থেকে অর্জন করেছেন? মর্যাদা ত্যাগ করার জন্য কেন তিনি আমাদেরকে বলছেন? কারণ "*আমি যার জন্য দুঃখ ভোগ করেছি তার জন্য এ সবই ক্ষতি*"। তিনি ফরীশী, যিহূদী হিসেবে সব মর্যাদা, সম্মান পরিত্যাগ করেছেন এবং নিজেকে সকল প্রকার দুঃখ ও নির্যাতনের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে সুসমাচার প্রচারের পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন। খ্রীষ্টান ধর্মের জীবন শুরু করার সময় তিনি ঐ সকল বিষয়ের ঝুঁকি গ্রহণ করেছিলেন এবং খ্রীষ্টান জীবন লাভের জন্য অনেক নির্যাতন মেনে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সেগুলোকে ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন যা কুকুরের সামনে ফেলে দেয়া হয় (*skybala*)। সেগুলো শুধু খ্রীষ্টের তুলনায় কম মূল্যবানই নয়, খ্রীষ্টের সাথে প্রতিযোগিতায় সেগুলোকে তিনি চরমভাবেই অবজ্ঞা করেছেন। লক্ষ্যণীয়, নতুন নিয়ম যে কোন মূল্যে আমাদের অনুগ্রহ লাভের কথা বলে না। অন্যদিকে এটি অনুগ্রহকে স্বর্গীয় আত্মা ও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি মানুষের অন্তরে থাকার ফল বলে উল্লেখ করে; বিশ্বাসকে বলা হয় বহু মূল্যবান আর নরম এবং শান্ত স্বভাব হল ঈশ্বরের চোখে দামী (১ পিতর ৩:৪, ২ পিতর ১:১)।

ফিলিপীয় ৩:৯-১৪ পদ

প্রেরিত পৌলের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, কি কি বিষয় আমাদের ত্যাগ করা উচিৎ। এখন আমরা জানবো যে, কোন কোন বিষয়গুলোকে তিনি ধরে রাখতে বলেছেন। আরও দেখবো খ্রীষ্ট ও স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি রেখে কোন বিষয়গুলো সংশোধন করা দরকার এবং মুছে ফেলা দরকার।

১) প্রেরিত পৌল যীশু খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর হৃদয় দিয়েছেন তাঁর অধিকারস্বরূপ। এ বিষয়টি অনেক উদাহরণে পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে।

ক) তিনি খ্রীষ্টকে লাভ করার আশা করেছেন এবং তিনি নিজেকে অসাধারণ লাভবান বলতে চান যদি সে তাঁকে লাভ করতে পারেন। খ্রীষ্টে তাঁর আগ্রহ, ধার্মিকতায় খ্রীষ্ট যদি তাঁর প্রভু

ও পরিত্রাণকর্তা হন তবেই তিনি লাভবান হবেন। এখানে আমি যেন তাঁকে লাভ করতে পারি– যেমন একজন দৌড়বিদ পুরস্কারের জন্য দৌড়ায়, নাবিক বন্দরের দিকে ছুটে চলে যেখানে তার গন্তব্য। এখানে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানায় যে, আমাদের প্রয়োজন খ্রীষ্টের জন্য তাঁর পেছনে প্রতিযোগিতার মত ছুটে চলা। আর তাঁকে লাভ করার জন্য এই সামান্য বিষয়টিই যথেষ্ট।

খ) আমাকে যাতে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত দেখা যায় (৯ পদ)– মানুষ হত্যাকারীদের দেখা যেত পুরাতন নিয়মে আশ্রয়-শহরে, যেখানে তারা রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ ছিল (গণনা ৩৫:২৫)। অন্যভাবে বলা যায়, এই বিচার করার মাধ্যমে যেন আমরা শান্তিপূর্ণ বিচার পাই (২ পিতর ৩:২৪)। আমরা অধার্মিক হয়ে ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হলে আমরা বিনাশ হয়ে যাব, কারণ আমরা পাপী। যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের ধার্মিকতা দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এটিই হল পূর্ণ ও উপযুক্ত ধার্মিকতা। এটি ছাড়া কেউই সুফল পেতে পারে না, কিন্তু যারা নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও ধার্মিকতা নিয়ে আন্তরিকতার সাথে তাকে বিশ্বাস করে তারাই সুফল পাবে। "ব্যবস্থা পালনের দ্বারা আমি ধার্মিক হয়েছি তা নয়", এটা মনে করিন্থীয় না যে, আমার বাহ্যিক সৎকাজ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারবে, অথবা এটি একটির পরিবর্তে অন্যটির ব্যবস্থা করা হয়েছে যেন আমি ঈশ্বরের সাথে সমান ভারসাম্যে থাকতে পারি। তা নয়, যে ধার্মিকতার উপরে আমি নির্ভর করে আছি তা হল খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের ধার্মিকতা, এটি ব্যবস্থা পালনের দান নয়, সুসমাচারের ধার্মিকতা। ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া ধার্মিকতা হল তার নিখুঁত পরিকল্পনার দান হিসেবে প্রাপ্ত ধার্মিকতা। প্রভু যীশু খ্রীষ্টই আমাদের প্রভু ও আমাদের ধার্মিকতা (যিশাইয় ১৪:২৪, যিরমিয় ২৩:৬)। যদি তিনি আমাদের ঈশ্বর না হতেন, তবে তিনি আমাদের ধার্মিকতাও হতে পারতেন না।

অলৌকিকভাবে তাঁর উর্ধ্বে গমন এবং তাঁর নির্যাতন ভোগের মধ্যে তাঁর যে ধার্মিকতা পাওয়া যায়। এগুলোই তাঁর পাপ মোচনোর জন্য যথেষ্ট ছিল এবং এমন একটি ধার্মিকতা এনেছিলেন যে, যারা তাঁর উপর বিশ্বাস আনে তাদের সকলের জন্য ফলদায়ক। বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই ধার্মিকতা– এর অর্থ হল তাঁর বংশের দ্বারা আমাদের মুক্তির মূল্য দেয়া হয়েছে। এটি বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁর রক্তের দ্বারা হয়েছে (রোমীয় ৩:২৫)।

গ) যেন তিনি খ্রীষ্টকে জানতে পারেন– "আমি খ্রীষ্টকে ও তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রমকে এবং তাঁর দুঃখভোগের সহভাগিতাকে যেন জানতে চাই, আর এভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর সমরূপ হতে পারি" (১০ পদ)। আমি তাকে জানতে চাই... বিশ্বাস হল তাঁকে জানা (যিশাইয় ৫৩:১১)। তাঁকে জানাকেই এখানে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। এটা হল তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়ে পরীক্ষিত জ্ঞানের শক্তি, তাঁর দুঃখ ভোগের সাথে সহভাগিতা অথবা তাঁর পরিবর্তিত কার্যাবলীগুলোকে অনুভব করা। এখানে আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি, প্রেরিত পৌল ধার্মিক হবার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তাঁকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু, পুনরুত্থান ও পাপকে ধ্বংস করার ক্ষমতা সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। যেন তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যু দ্বারা লাভবান হন। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান

হল তাঁর সত্য সমর্থন।

ঘ) তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্য হয়েছি যখন আমরা পাপী অবস্থায় মারা যাই, খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেন, যখন আমরা যীশুও সাথে ক্রুশারোপিত হই, আমাদের শরীর ও আবেগ নিঃশেষ হয়ে যায়, পৃথিবী আমাদের সাথে ক্রুশারোপিত হয়, যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশের গুণে আমরাই পৃথিবীতে অবস্থান করছি। এটাই হল খ্রীষ্টের মৃত্যুর সাথে আমাদের সাদৃশ্য।

২) প্রেরিত পৌলের অন্তরে যে আনন্দ, তা ছিল স্বর্গীয়। "সে কারণে যাই হোক না কেন আমি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবো" (১১ পদ)।

ক) তাঁর স্বর্গীয় আনন্দ ছিল মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হওয়া, কারণ বিশ্বাসীদের আত্মা মৃত্যুর সাথে সাথেই খ্রীষ্টের কাছে পৌঁছে যায়, এমনকি শেষ দিনে যখন খ্রীষ্ট স্বাভাবিকভাবে পুনরুত্থিত হবেন, তখনো এ আনন্দ শেষ নয়, বরং আত্মা ও দেহ যখন একত্রে গৌরবান্বিত হবে তখন পূর্ণ হবে। *Anastasis* শব্দটি কখনো কখনো ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত দেয়। এখনেই ছিল প্রেরিত পৌলের লক্ষ্য এবং তিনি তা লাভ করেছিলেন। অধার্মিকদেরও পুনরুত্থিত করা হবে এবং যারা লজ্জা, অভিশাপ পাওয়ার জন্য উঠবে এবং চিরকাল ঈশ্বরের ধিক্কার পাবে। আমাদের দায়িত্ব হল তাদের রক্ষা করা। ধার্মিক লোকদের আনন্দপূর্ণ এবং গৌরবময় পুনরুত্থান হবে যে পুনরুত্থান হবে সম্মানের, (*kat exochen*- গৌরবের। কারণ এই পুনরুত্থান হল খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের দৃষ্টান্ত, যেন তারাই হল মূল ও প্রথম ফল। অন্যদিকে খারাপ লোকেরা খ্রীষ্টের শক্তিতে পুনরুত্থিত হবে বিচারের জন্য, শাস্তির জন্য। বিশ্বাসীদের জন্য এটি হবে পরম আনন্দের, গৌরবের সত্যিকারের পুনরুত্থান। অন্যদিকে খারাপ লোকদের জন্য পুনরুত্থান হল দ্বিতীয় মৃত্যু ও চিরকালের কষ্ট লাভ করা। একেই বলে জীবন পাওয়ার জন্য ওঠা এবং শাস্তির জন্য ওঠা (যোহন ৫:২৯)। এবং তারা মৃত্যু থকে জীবিত হয়ে আগামী যুগে পার হয়ে যাবে (লূক ২০:৩৫)। এই অফুরন্ত আনন্দের পুনরুত্থানের বিষয়টি হযররত পৌল আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি স্বেচ্ছায় সব করেছেন, স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ করেছেন যেন তিনি খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের অংশ হতে পারেন। এই আশা প্রত্যাশাই তাঁর সকল দুঃখ-কষ্টের সময় সাহসের সাথে অটল থাকতে সাহায্য করেছে। তাঁর কথার মধ্যে খ্রীষ্টের সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকার চমৎকার অর্থ ফুটে উঠেছে। লক্ষ্য করি, খ্রীষ্টের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়েছে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মৃত্যু থেকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে অংশ নেয়া। পৌল নিজে তাঁর যোগ্যতা ও ধার্মিকতার দ্বারা এটি লাভ করেন নি কিন্তু খ্রীষ্টের গুণে ও ধার্মিকতার দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছে। "আমি খ্রীষ্টকে জানতে চাই, যে শক্তির দ্বারা খ্রীষ্টকে পুনরুত্থিত করা হয়েছিল সেই শক্তিকে আমি জানতে চাই, যেন আমিও মৃত্যু থেকে জীবিত হতে পারি যে, খ্রীষ্ট আমার আগ্রহ ও বিশ্বাসে পরিণত হয়" এখানে লক্ষ্য করি–

ক) প্রেরিত পৌল নিজেকে একজন ক্ষুদ্র ও অসহায় বলে উল্লেখ করেছেন। আমি যে চেষ্টা করেছি তা এখনই যে পেয়ে গেছি তা নয়। এখানে একটু খেয়াল করি, বর্তমান বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাদের অবস্থানে থেকে নিজের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেয়। যা লাভ করার তার অনেক কিছু এখনো লাভ করা হয় নি, এখনো পরিপূর্ণ নয়, এখনো অনুগ্রহ এবং

শান্তির জন্য অনেক কিছু করার চাহিদা রয়েছে। যদি পৌল নিজেকে অযোগ্য মনে করেন, তাহলে কে ঐ পবিত্রতার শীর্ষে উঠতে পারবে? আমরা কি আরও নগন্য নই? "ভাইয়েরা, আমি যে তা নিজের চেষ্টায় ধরেছি, নিজের বিষয়ে এমন মনে করিন্থীয় না (১৩ পদ)। "ভাইয়েরা, আমি যে তা নিজের চেষ্টায় ধরেছি"– লক্ষ্য করুন, যারা প্রচুর অনুগ্রহ পেয়ে থাকে তারা বলে "সামান্য পরিশ্রম করেছি বা মোটেও করিন্থীয় নি"। কারণ সেখানে সত্যিকারের অনুগ্রহ রয়েছে, আরও দয়া লাভের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, পরিপূর্ণ অনুগ্রহ লাভের জন্য তারা ছুটে চলেছে।

খ) এই ধারণার মাঝে প্রেরিত পৌল যে কাজটি করেছেন, তিনি নিজ বিবেচনায় বলেছেন যে, তিনি এখনো পূর্ণতা লাভ করেন নি এবং তিনি পিছপা হন নি বরং পূর্ণতা লাভের জন্য সামনের দিকে ছুটে চলেছেন। "আমি ছুটে চলেছি", "চেষ্টায় দৌড়াচ্ছি"– অর্থাৎ আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুটে চলেছি, যেমন প্রতিযোগিতার খেলায় প্রতিযোগিরা ছুটে চলে। আরও কিছু লাভের জন্য ও আরও কিছু করার জন্য আমি প্রত্যয়ী এবং কখনো আমি মনে করিন্থীয় না যে, আমার কাজ যথেষ্ট হয়েছে। যেজন্য খ্রীষ্ট যীশু আমাকে ধরেছিলেন সেটাই ধরবার জন্য আমি দৌড়াচ্ছি এখানে আমরা দেখি–

ক) যখন আমরা আমাদের পূর্ণতার আধার খ্রীষ্টের কোন অনুগ্রহ লাভ করি, এর মানে এই নয় যে, আমিই প্রথম খ্রীষ্টকে আকড়ে ধরেছি। বরং খ্রীষ্টই প্রথম আমাকে ধরেছেন, তিনিই আমাদের ধরে রেখেছেন আর এটাই হল আমাদের আনন্দ আর মুক্তি। আমরা তাঁকে ভালবসেছি। তার আগে তিনিই আমাদের ভালবেসেছেন (১ যোহন ৪:১)। আমরা যে তাঁকে ধরেছি তা নয়, তিনিই আমাদের ধরে রেখেছেন। এটাই আমাদের নিরাপত্তা। আমরা তাঁর শক্তিতে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছি (১ পিতর ১:৪)। লক্ষ্য করি–

খ) স্বর্গীয় আনন্দ আসলে কি? এটা হল খ্রীষ্টের সাথে আমরা যে শান্তি পেয়েছি সেই শান্তিকে উপভোগ করা। যখন প্রভু আমাদের ধরেন, এর মানে তিনি আমাদের স্বর্গে নিচ্ছেন, আর সেই চরম শান্তি আমরা ভোগ করবো যে শান্তি তিনি আমাদের দিয়েছেন। তিনি আরও যুক্ত করেছেন– "একটি কাজ করি"(১৩ পদ)। এটা ছিল তাঁর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। পিছনের সমস্ত কিছুকে ভুলে গিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে সব শক্তি দিয়ে আমি শেষ সীমানার দিকে ছুটে চলেছি। এখানে আমরা পৌলকে অন্যায়ভাবে কিছু বিষয় ভুলে যাবার চেষ্টা লক্ষ্য করছি। সেটা হতে পারে অতীতের পাপ অথবা অতীতের অনুগ্রহ যে বিষয়গুলো স্মরণে থাকলে ঈশ্বরকে অনুশোচনা বা কৃতজ্ঞতা জানাতে পারত। কিন্তু পৌল পিছনের সব কিছুকে ভুলে গেছেন যেন এই বর্তমানের দয়া এবং অনুগ্রহের সাথে সেগুলোর কোন তুলনা হয় না, তিনি এখনো আরও অনেক কিছু লাভ করতে চান। এজন্যই তিনি সামনের দিকে ছুটে চলেছেন (*epekteinomenos*) সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে লক্ষের প্রতি ধাবন করানো, যা হল দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার জন্য মৌলিক কাজ।

৩) প্রেরিত পৌলের কাজের লক্ষ্য: "সব শক্তি দিয়ে আমি শেষ সীমার দিকে ছুটে চলেছি", "লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়াতে দৌড়াতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কার পাবার জন্য যত্ন করছি"। তিনি সীমার দিকে ছুটে চলেছেন, ঠিক তাদের মত যারা দৌড়

প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তারা সামান্য সময়ের জন্যও থামে না বরং যত দ্রুত সম্ভব নিজেকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই যাদের দৃষ্টি স্বর্গের দিকে তাদের পবিত্র ইচ্ছা ও আশা, স্থায়ী উদ্যাম ও প্রস্তুতি নিয়ে সামনের দিকে ছুটে যেতে হবে। আমরা স্বর্গের জন্য ততটাই উপযুক্ত হই যতটা দ্রুত আমরা সামনের দিকে ছুটে চলি। এখানে স্বর্গকে মহৎ বলে ধরা হয়েছে, কারণ এটাই হল প্রতিটি বিশ্বাসীদের লক্ষ্যবস্তু ঠিক যেমন একজন লোক তার তীর ছোড়ার জন্য একটি লক্ষ্য স্থির করে থাকে। ঈশ্বরের স্বর্গমুখী ডাকের মধ্য যে পুরস্কার রয়েছে– এখানে লক্ষ্য করি, একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান হল উপর থেকে আশা আহ্বান। এটা স্বর্গ থেকে আসে, সম্পূর্ণ খাঁটি আহ্বান এবং এই আহ্বানের প্রবণতা হল বেহেশতমুখী। উপরের আহ্বানের পুরস্কার হল স্বর্গ। যে পুরস্কারের জন্য আমরা সংগ্রাম করি, দৌড়াই, কুস্তি করি, যেটা আমাদের লক্ষ্য তার জন্য আমরা সবই করি, আর যা আমাদের পুরস্কার তার জন্য আমরা সব দুঃখ ভোগ করি। স্বর্গে বিশ্বাসীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার জন্য এটাই হল প্রেরণা। আমাদের সমস্ত কাজের পরিমাপ এখান থেকেই করা যায়, এটি ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপকে আরও গতিশীল করে, যে ঈশ্বরের কাছে হল আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা। অনন্ত জীবন জীবন হল ঈশ্বরের দান (রোমীয় ৪:২৩)। এটা যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, তার ক্রুশবিদ্ধ হাতের মধ্য দিয়ে আসে, যেটি ঈশ্বর তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য করেছিলেন। আমাদের আসল বাড়ি বেহেশতে, আর যীশু খ্রীষ্ট হল সেখানে যাবার একমাত্র পথ।

ফিলিপীয় ৩:১৫-১৬ পদ

প্রেরিত পৌল নিজের জীবনকে একটি উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরেছেন, যেন ফিলিপীয় মণ্ডলীর বিশ্বাসীগণ তাঁকে অনুসরণ করেন। যে অনুগ্রহ পৌল পেয়েছিলেন, সেই মনোভাব যেন আমাদের মধ্যেও থাকে। আমরা এখানে দেখতে পারি যে, প্রেরিত পৌল এর মনোভাব কত দৃঢ় ছিল। আসুন তার মত আমরা দৃঢ় সংকল্প রাখি, আমাদের অন্তর খ্রীষ্ট ও স্বর্গের দিকে স্থির করি।

১) তিনি দেখিয়েছেন যে, সত্যিকারের বিশ্বাসীগণ যীশু খ্রীষ্টকে প্রথম এবং শেষ বলে বিশ্বাস করে নিজেদের অন্তরকে অন্য একটি জগতের লক্ষ্যে স্থির করে। এই জগৎই হল সেই পুরস্কার যা আমরা সকলেই লাভ করতে যাচ্ছি। যাই হোক, অনেক ভাল বিশ্বাসীদের মাঝে মতামতের ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু একটি জায়গায় সবার মিল রয়েছে– সকল বিশ্বাসীদের মধ্যমণি হল খ্রীষ্ট যীশু আর তাঁকে পাওয়াই হল আমাদের ইহজগত ও পরকালের আনন্দকে খুঁজে পাওয়া। যাহোক, আমরা পূর্ণতার দিকে যতদূর এগিয়ে গেছি সেই অনুসারেই আমাদের চলা উচিৎ। যীশু খ্রীষ্টকে হৃদয়ের প্রধান আসনে রেখে আমাদের অবশ্যই তাঁর মাধ্যমেই চলতে হবে। সামনের দিক ঝুঁকে সমস্ত শক্তি দিয়ে শেষ সীমার দিকে যাই, যেন স্বর্গই হয় আমাদের গন্তব্যস্থল। বিশ্বাসীগণ সামান্য ও ক্ষুদ্র বিষয়কে নিয়ে কেন একে অপরের থেকে আলাদা? এর সহজ উত্তর হল তারা মূল একটি বিষয়ে একমত।

যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে অন্যমত থাকে– যদি তোমরা একে অপরের থেকে ভিন্ন হও, তোমাদের যদি একই বিচার না থাকে, আর তোমরা যদি যিহূদীদের মত কর– যদিও তোমরা একে অন্যের দোষ ধর না, কিন্তু যখন তোমরা সবাই যীশুকে তোমাদের কেন্দ্রে রাখবে তখন আমি আশা করি– শ্রীঘ্রই স্বর্গে তোমাদের সাথে দেখা হবে আর সেটাই হল তোমাদের আসল বাড়ি। অমিলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হল– অন্যদের উপর চাপ দিও না। তোমাদের অমিলের সমাধান ঈশ্বর নিজেই ঠিক সময়ে করবেন। ঠিক সময়ে– যতদূর সম্ভব তোমরা একসাথে প্রভুর দিকে এগিয়ে যাও, যে সকল মহৎ বিষয়ে তোমরা একমত সেসব বিষয়ে তোমরা একত্রিত হও আর যে সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে তোমরা একমত নও তার জন্য মহান ঈশ্বরের সমাধানের অপেক্ষায় থাক।

ফিলিপীয় ৩:১৭-২১ পদ

এ অধ্যায়ের সমাপ্তি তিনি করেছেন সাবধান বাণী ও উপদেশ পরামর্শ দিয়ে।

১) যারা বিশ্বাসীদের কুপথে নিয়ে যায়, যারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু, তাদের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন– "কেননা অনেকে এমন চলছে, যাদের বিষয়ে তোমাদের বার বার বলেছি এবং এখনও কাঁদতে কাঁদতে বলছি, তারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু; তাদের শেষ পরিণাম হল বিনাশ; তাদের উদরই হল তাদের ঈশ্বর এবং যা কিছু তাদের লজ্জার বিষয় তাতেই তাদের গৌরব; পার্থিব বিষয়ে তাদের মন পড়ে আছে"। এখানে লক্ষ্য করি–

ক) অনেকেই খ্রীষ্টের নামে ডাকে কিন্তু তারা হল খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু আর তারা এইভাবেই চলাফেরা করে। তারা যেসব কাজ করে তার মাধ্যমেই তাদের সে দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে "তাদের জীবনে যেসব ফল দেখা যায় তার থেকেই তোমরা তাদের চিনতে পারবে" (মথি ৭:২০)। প্রেরিত পৌল যেসব বিষয়ে সাবধান করেছেন, সেগুলো হল–

ক) আমি তোমাদের বারবারই বলেছি– ঐ সাবধানবাণীর দিকে আমাদের যতটুকু মনোযোগ দেয়া দরকার ততটুকু আমরা দেই না; ১ পদে আমরা দেখি "তোমাদের কাছে একই কথা বার বার লিখতে আমার কষ্ট বোধ হয় না"।

খ) অনেক চিন্তা করে এবং আবেগপ্রবণ হয়ে– "এখনও কাঁদতে কাঁদতে বলছি"। যিরমিয় যেমন কাঁদুনে ভাববাদী ছিলেন, পৌলও তেমনি একজন কাঁদুনে প্রচারক ছিলেন, একটু লক্ষ্য করলে আমরা বুঝতে পারবো যে, এখানে পুরোনো শিক্ষা আবার নতুন করে প্রকাশ করা হচ্ছে। যেই শিক্ষা বার বার দেয়া হয়েছে, তা আমরা আবার বলতে পারি– যদি আমাদের ঐ রকম শক্তি ও আবেগ থাকে।

২) যারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু তাদের চরিত্রের সম্পর্কে পৌল সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন–

ক) "তাদের উদরই হল তাদের ঈশ্বর", "পার্থিব বিষয়ে তাদের মন পড়ে আছে"। তাদের জীবন অসার আর কলঙ্ক বলতে তাদের কিছু নেই, কিন্তু একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসী হিসেবে

তারা নিজেদের সুবিধা জাগতিক শক্তিকে ত্যাগ করবে যেন যীশুতে তারা অনন্ত শক্তি পেতে পারে। পেটুক এবং মাতালরা তাদের পেটের জন্য যে কোন কিছু করতে পারে। কিন্তু ভাল বিশ্বাসীগণ তাদের খাওয়-দাওয়া ও অন্যান্য বিষয়ে ঈশ্বরের সন্তুষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে থাকেন। এজন্যই তিনি বলেছেন– "যে এইভাবে খ্রীষ্টের সেবা করে ঈশ্বর তার উপর সন্তুষ্ট হন এবং লোকেরাও তাদের ভাল বলে মনে করেন" (রোমীয় ১৪:১৮)।

খ) যা লজ্জার বিষয় তা নিয়েই তারা গর্ব করে, অহংকার করে। পাপ হল একজন পাপীর লজ্জার দিক। বিশেষভাবে তিনি যখন ঐ বিষয় নিয়ে গর্ব করেন।

গ) "পার্থিব বিষয়ে তাদের মন পড়ে আছে" বা জাগতিক ব্যাপারে তারা ব্যস্ত। খ্রীষ্ট ক্রুশ সঙ্গে নিয়ে জন্মে ছিলেন যেন আমাদের জন্য তিনি জগৎকে ক্রুশে দিতে পারেন, আর আমরা জগতের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হই। যারা জাগতিক বিষয়ে ব্যস্ত থাকে তারা হল সরাসরি ক্রুশের বিরোধী এবং খ্রীষ্টের পরম অনুগ্রহের বাইরে। তারা জাগতিক বিষয়ে পরিতৃপ্ত হয়, একই সাথে আত্মিক এবং স্বর্গীয় তৃপ্তির আশ্বাস থেকে বঞ্চিত হয় তারা তাদের হৃদয়ের আবেগ জগতের উপর ছেড়ে দেয়, তারা ঐ সব জাগতিক বিষয়কেই ভালবাসে, ঐ সকল কাজ করে তারা আত্মতৃপ্তি পায়। প্রেরিত পৌল এই চরিত্রগুলো তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, এ কাজগুলো কতটুকু অসার আর তাদের অনুসরণ করা একজন বিশ্বাসীদের জন্য কতটা বিপদজনক। তারা যুক্তি তর্ক দ্বারা বিশ্বাসীদের বিপথে নিয়ে যাবার জন্য যে চেষ্টা করে তার শেষ পরিণতিও ভয়াবহ।

ঘ) এসবের শেষ ধ্বংসাত্মক। দেখতে মনে হয় তাদের পথ শান্তির কিন্তু তার শেষে রয়েছে চিরমৃত্যু ও দোজখ। "আগেকার যেসব কাজের কথা ভেবে এখন তোমরা লজ্জা পাও সেই সব কাজ থেকে তোমাদের কি লাভ হত? তার শেষ ফল হল মৃত্যু (রোমীয় ৬:২১) তাদের অনুসরণ করা হল নিজেদের বিপদ ডেকে আনা। যদিও মনে হয় যে, তাদের পথ জীবনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই যদি আমরা তাদের পথ অনুসরণ করি, তাহলে ঐ পথের শেষ ফল যে কত ভয়াবহ তাও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সম্ভবত প্রেরিত পৌল পুরো যিহূদী জাতি ধ্বংস না হবার জন্যও পূর্বাভাস দিচ্ছেন। প্রেরিত পৌল ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে নিজেকেই উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। "ভাইয়েরা, তোমরা সকলে মিলে আমার অনুকারী হও এবং আমরা যেমন তোমাদের আদর্শ, তেমনি আমাদের মত যারা চলে, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখ" (১৭ পদ)। তোমরা তাদের থেকে আলাদা হও। ২০ পদে তিনি নিজেকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের আসল বাসস্থান তো স্বর্গ। এখানে লক্ষ্য করি, যারা সত্যিকারের বিশ্বাসী, যদিও তারা এই পৃথিবীতে বসবাস করছে, কিন্তু তাদের আসল বাড়ি হল বেহেশত। তারা ঐ দেশেরই নাগরিক (***politeum***)। তিনি যেন বুঝাতে চেয়েছেন যে, যদিও আমরা এই পৃথিবীতে বাস করছি, তবুও আমাদের আসল দেশ হল নতুন যিরূশালেম। এটা আমাদের আসল বাড়ি নয়, ঐটিই আমাদের আসল ঠিকানা। সেখানে আমাদের সত্যিকারের আনন্দ, শান্তি, সুখ এবং সান্ত্বনা অপেক্ষা করছে। কারণ হল আমরা ঐ দেশের নাগরিক, আমাদের গুরু সেখানে। এই পৃথিবীতে থেকেও আমাদের ঐ দেশের সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক রয়েছে। খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের জীবনই হল স্বর্গ, সেখানে আছে সকল

আশার সহজ পূর্ণতা, সে তার লক্ষ্য উপর দিকে রাখে, আর সেখানে তার আসল বাসস্থান। প্রেরিত পৌল এখানে তাদেরকে তাঁকে এবং খ্রীষ্টের কাজের অন্যান্য সদস্যদর অনুসরণ করতে বলেছেন। তারা জিজ্ঞেস করতে পারত "কেন?"- তোমরা গরীব, বঞ্চিত, নির্যাতিত, যাদের কোন কোন ধন-সম্পদ নেই এবং এমনকি এই জগতে লাভেরও কোন আশা দেখছি না; কে তোমাকে অনুসরণ করবে? কে? কিন্তু না, আমাদের আসল বাসস্থান তো স্বর্গ। নতুন এক পৃথিবীর সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে।" যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে, তাদেরকে অনুসরণ করা ভাল আর যাদের সম্পর্ক নতুন যিরূশালেমের সাথে, তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ভাল।

ক) কারণ, আমাদের ত্রাণকর্তা হলেন স্বর্গীয় পরিত্রাণকর্তা (২০ পদ)। যখন আমরা পরিত্রাণকর্তাকে খুঁজি, তখন মূলত যীশু খ্রীষ্টকে খুঁজি। আর তিনি এখানে নেই। তাঁকে স্বর্গে তুলে নেয়া হয়েছে, তিনি সেখানে প্রথম প্রবেশ করে আমাদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন। আর আমরা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় আছি যেন সবাই ঐ নতুন যিরূশালেমে একত্র হতে পারি।

খ) আমাদের আশা হল যীশুও দ্বিতীয় আগমন হবে আনন্দের ও গৌরবের। স্বর্গীয় রাজ্য নিয়ে আলোচনার আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ হল কেবল খ্রীষ্ট যেখানে আছেন তা নয়, বরং শীঘ্রই আমরাও সেখানে মিলিত হব। তিনি আমাদের দুর্বলতায় ভরা শরীর বদলিয়ে তার মহিমাপূর্ণ শরীরের মত করবেন (২১ পদ)। সৎ লোকদের জন্য গৌরবময় আরেকটি শরীর প্রস্তুত রাখা হয়েছে, যেটি তারা পুনরুত্থানের পরে লাভ করবে। যে দেহ উত্তমরূপে সংরক্ষণ করা হযেছে– (*to soma tes tapeinoseos hemon*) আমাদের দুর্বল দেহ এই পৃথিবী থেকে উৎপত্তি, এটি এই পৃথিবীয় বাস করার জন্য উপযোগী। এখানে অনেক প্রকারের রোগ আছে আর যার শেষ হল মৃত্যু (রোমীয় ৭:২৪)। অন্যভাবে আমরা এই দেহের শেষ দশা বুঝতে পারি যখন আমাদের মৃত্যুর পর কবরে শোয়ানো হয়। মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার সময়ে দেখা যাবে এটি অকেজো যা পঁচে ময়লায় রুপান্তরিত হয়েছে। এই ময়লা আবারও পৃথিবীতে উত্তোলন করা হবে ঠিক পূর্বে যেমনটি ছিল (হেদা ১২:৭)। কিন্তু এ দেহকে গৌরবের দেহে রুপান্তরিত করা হবে; শুধু যে আবার পুনরুজ্জীবিত করা হবে তাই নয় বরং আরও মহৎ দেহ হবে। লক্ষ্য করি,

ক) এই পরিবর্তিত দেহের উদাহরণ হল খ্রীষ্টের দেহ যখন তিনি পর্বতে রুপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়েছিল, তাঁর পোশাক উজ্জ্বল আলোর মত সাদা হয়েছিল (মথি ১৭:২)। তিনি কাপড়ে ঢাকা একটি দেহ নিয়েই স্বর্গে চলে গেছেন। সম্ভবত তিনি আমাদের উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের আগেই ঐখানে পৌঁছেছেন, মৃত্যু থেকে যারা জীবিত হয়েছেন তাদের মধ্যে তিনিই হলেন প্রথমজাত। আমাদের অবশ্যই তাঁর পুত্রের বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যেন সেই পুত্রই অনেক ভাইদের মধ্যে প্রধান হন (রোমীয় ৮:২৯)। যে শক্তিতে এই রুপান্তর সম্ভব হয়েছে সেই শক্তি হল তার শ্রমসিদ্ধ শক্তি: তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে তিনি সবকিছুকে তাঁর বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন। "আমরা যারা বিশ্বাসী, আমাদের দিলে তাঁর কত বড় একটা শক্তি কাজ করছে, এই একই মহাশক্তি যার দ্বারা তিনি

খ্রীষ্টকে জীবিত করে তুলেছিলেন (ইফিষীয় ১:১৯)। এটাই আমাদের জন্য আনন্দের বিষয় যে, সবকিছু তিনি তাঁর অধীন করেছেন এবং শীঘ্রই হোক আর পরেই হোক সবকিছু তিনি তাঁর ইচ্ছামত সাজাবেন। "আর মৃত্যু থেকে জীবিত সেই শক্তির দ্বারা সিদ্ধ হবে।" আর আমিই তাদের শেষ দিনে জীবিত করব" (যোহন ৬:৪৪)। মৃত্যু থেকে জীবিত হবার বিষয় আমাদের নিশ্চিত হওয়া দরকার কারণ আমাদের শুধু কিতাবেই নয় যেখানে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে, উপরন্তু আমরা ঈশ্বরের শক্তি দেখেছি, যা শক্তি এটা করতে পারে (মথি ২২:২৯)। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া হল ঐ গৌরবময়, আশ্চর্য শক্তির একটা উদাহরণ, সেজন্যই তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে– তিনি মহা কুদরতীতে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছেন (রোমীয় ১:৪)। তাই আমাদের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়া অবশ্যই হবেঃ খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত হল বাস্তব, আমাদের জীবিত হওয়ার নমুনা। এরপর আমাদের ত্রাণকর্তার রাজ্যের সমস্ত শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে পদদলিত করা হবে। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর ক্ষমতা যার হাতে আছে সেই শয়তানকেও (ইব্রীয় ২:১৪) শেষ শত্রু যে মৃত্যু তাকেও ধ্বংস করা হবে (২ করিন্থীয় ১৫:২৬), বিজয়ে পরিণত করা হবে (৫:৫৪)।

ফিলিপীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র

অধ্যায় ৪

এই অধ্যায়ে তিনি খ্রীষ্টানদের কিছু দায়িত্বের কথা বলেন, যেমন দৃঢ়তা, একতাবদ্ধতা, আনন্দ, ইত্যাদি (১-৯ পদ)। ফিলিপীয়রা পৌলের প্রতি যে দয়া দেখিয়েছিল তার জন্য তাঁর কি উপকার হয়েছে তা স্মরণ করে তিনি তাদের ধন্যবাদ দেন (১০-১৯ পদ)। পরিশেষে তিনি ঈশ্বরের গৌরব করে, সকলের প্রতি সালাম জানিয়ে এবং আশীর্বচন দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করেন (২০-২৩ পদ)।

ফিলিপীয় ৪:১-৯ পদ

এই অধ্যায়টি প্রেরিত পৌল উপদেশের কথা দিয়ে শুরু করেছেন যেন বিশ্বাসীদের দায়িত্বকে নতুন দিকে ধাবিত করতে পারেন।

১) "তোমরা এইভাবেই প্রভুতে স্থির থাক" (১ পদ): এটি হল আগের অধ্যায়ের সমাপ্তি লাইনের অংশ বিশেষ। এজন্য তোমরা প্রভুর সঙ্গে যুক্ত থাক: আমাদের বাসস্থান স্বর্গের দিকে তাকিয়ে যেখান থেকে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আসবার জন্য আমরা আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছি, এইজন্য আমরা যেন স্থির থাকি। জানা দরকার যে, অনন্ত জীবনে বিশ্বাসের আশা ও উদ্দেশ্য যে কোন পরিস্থিতিতে খ্রীষ্টান হিসেবে জীবন-যাপন করতে আমাদের উৎসাহ দেয়। এখানে লক্ষ্য করি–

ক) বাধ্যতা কত প্রীতিজনক: আমার ভাইয়েরা, যাদের আমি ভালবাসিন্থীয় ও দেখতে আকাঙ্ক্ষা করিন্থীয় "তোমরা আমার আনন্দ ও মুকুটস্বরূপ" "তোমরাই আমার ভালবাসা"। তিনি যে ভাষায় ফিলিপীয়দের মধ্যে আনন্দ এনেছেন, তাদের জন্য তাঁর যে দয়া ছিল, তাদের প্রতি পৌলের যে নির্দশনা তা জগতের যেকোন লাভের উর্ধ্বে। তিনি হলেন বিখ্যাত এক প্রেরিত। আমরা সবাই খ্রীষ্টে ভাই ভাই। এদের মধ্যে দান, অনুগ্রহ ও সুফলের পার্থক্য রয়েছে, যদিও তাদের মাঝে একই আত্মা একই প্রতিমূর্তি আছে, আমরা ভাই ভাই, যেন একই বাবা-মার সন্তান যদিও আমাদের বয়স, মতবাদ ও বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। ভাই হওয়াতে:

১) তিনি তাদের ভালবাসা করেন এবং তারা পৌলের অনেক প্রিয়। *তোমরাই আমার ভালবাসা*। খ্রীষ্টের শিষ্যর কাছ থেকে তাঁর বিশ্বাসীদের প্রতি একটি উষ্ণ আবেগ প্রকাশিত

হয়েছে। ভ্রাতৃপ্রেম অবশ্যই ভাইয়ের ন্যায় সম্পর্কের মাধ্যমে এগিয়ে যায়।

২) তিনি তাদের ভালবাসা করেন এবং দেখতে চেয়েছেন: তাদের দেখতে চাওয়া, তাদের কুশল জানা, তাদের কল্যাণ শোনার জন্য তিনি আন্তরিকভাবে কামনা করেছেন। "আমি খ্রীষ্ট যীশুর ভালবাসা অন্তরে রেখে তোমাদের যে কত ভালবাসি" (১:৮)।

৩) তিনি তাদের ভালবাসা করেন এবং তাদের নিয়ে আনন্দ, গর্ব করেছেন। তারাই পৌলের আনন্দ, তাদের আত্মিক পরিপক্কতার খবর শোনার চেয়ে বড় আনন্দের সংবাদ পৌলের নেই। আমি খুবই আনন্দ পাই যখন দেখি আমার সন্তানগণ খ্রীষ্টের সত্য পথে হাঁটছে (২ যোহন ৪, ৩ যোহন ৪)।

৪) তিনি তাদের ভালবাসা করেছেন। তাদের নিয়ে গর্ব করেছেন। তারা পৌলের আনন্দ ও জয়ের মালা ছিল। তাদের নরম স্বভাব ও নম্রতা দেখে প্রেরিত পৌল যে আনন্দ করেছেন, পৃথিবীতে এমন কোন গর্বিত লোক নেই যে পৌলের চেয়ে বেশি আনন্দ করেছেন। এই সবকিছু তাকে আরও মহান, সম্মানিত করার পথ প্রশস্ত করেছে।

খ) এটিই নির্দেশ: "প্রভুতে স্থির থাক"। খ্রীষ্টের হতে হলে তাঁর সাথে অবশ্যই যুক্ত থাকতে হবে, শান্ত ও স্থির থাকতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর সাথে শক্তভাবে যুক্ত থাকতে হবে। তাঁর সঙ্গে থাকার অর্থ হল অনুগ্রহে তাঁর শক্তির সাথে যুক্ত থাকা, আমাদের আত্মবিশ্বাসে নয়, আমাদের যোগ্যতার দ্বারা নয়। "আমাদের অবশ্যই প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁরই দেওয়া মহা শক্তিতে শক্তিমান হতে হবে" (ইফিষীয় ৬:১০)। তাই প্রভুতে স্থির থাক, তোমরা এ পর্যন্ত যখন এসেছ এবং শেষ পর্যন্ত স্থির থাক, কারণ তোমরাই আমার ভালবাসা, আনন্দ ও জয়ের মুকুট। তোমরা যারা প্রভুতে অনুগ্রহ প্রাপ্ত ও পরিশ্রমী, তোমরা প্রভুর সাথে যুক্ত থাক। "আমার ভালবাসা তোমাদের সাথে সাথে আছে।"

গ) তিনি তাদেরকে পরস্পর এক মন হতে বলেছেন। আমি তোমাদের বিশেষভাবে এই অনুরোধ করছি, প্রভুর সাথে যুক্ত হয়েছ বলে তোমাদের মন যেন এক হয় (২,৩ পদ): আমি উবদিয়াকে ও সুন্তখীকে বিনতি করে বলছি, প্রভুতে তোমাদের একই মনোভাব থাকুক। এটি সরাসরি নির্দিষ্ট কিছু লোককে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কোন কোন সময় কিছু শাস্ত্রীয় উপদেশ নির্দিষ্ট কোন প্রেক্ষাপটে, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়।

বিশেষভাবে অনুরোধ করার অর্থ হল তাদের মাঝে অনৈক্য ছিল, সেটা হতে পারে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির অথবা মণ্ডলীর মাঝে, হতে পারে সেটা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নিয়মকে নিয়ে বা ধর্মকে কেন্দ্র করে। তাদের মাঝে সম্ভবত বিভিন্ন মতাদর্শ এবং চিন্তাধারা ছিল। "বিনতি করে বলছি," প্রভুতে তোমাদের একই মনোভাব থাকুক, যেন শান্তি বজায় রেখে, ভালবাসায় থেকে, পরস্পর সকলে যেন একমন হয়, অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে যেন এক মন হয়, যেন তাদের মাঝে কোন প্রতিদ্বন্দিতা না থকে। এরপর তিনি মধ্যস্ততার ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন (৩ পদ)। এই নির্দেশনা তিনি বিশেষ কিছু লোকদের দিয়েছেন। *আমি তোমাকেও বিনয় করছি*, তুমি এঁদের সাহায্য কর, কেননা এঁরা সুসমাচারের কাজে আমার

সঙ্গে পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি কে ছিলেন যাকে তিনি সত্যিকার অর্থে কষ্ট স্বীকারকারী বলেছেন? তিনি ছিলেন ইপাফ্রদিত, যিনি সম্ভবত ফিলিপীয় মণ্ডলীর একজন পুরোহিত ছিলেন। অন্যদিকে অসাধারণ কিছু মহিলা সেখানে ছিলেন, সম্ভবত পৌলের স্ত্রী সেখানে ছিলেন কারণ তিনি তার "প্রকৃত সহকর্মীকে" অন্যান্য স্ত্রী সহকর্মীকে সাহায্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যারা যারা পৌলের সহকর্মী ছিল তারা অবশ্যই পৌলের বন্ধুদেরও সহকর্মী ছিল। এখানে দেখা যায় যে, সেখানে মহিলা ছিল যারা সুসমাচারের কাজে পৌলকে সাহায্য করতো। তবে প্রকাশ্যে নয় কারণ এ বিষয়ে প্রেরিতের বাধা নিষেধ ছিল– "আমি কোন মহিলাকে শিক্ষা দিতে অনুমতি দেই না" (১ তীমথিয় ২:১২)। কিন্তু প্রচারকদের উৎসাহ দান, অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, যুবতীদের উপদেশ দেওয়া, ভুল পথ থেকে ফেরানো ইত্যাদি কাজ তারা করতে পারত। এখন পৌল বলেছেন, তুমি এই সকল স্ত্রীলোকদের সাহায্য কর। যখন কেই কাউকে সাহায্য করে, তাদের প্রয়োজনে তাকেও সাহায্য করা উচিৎ। "তাদের সাহায্য কর" এর অর্থ হচ্ছে তাদের সাথে যোগ দেয়া, তাদের হাতকে শক্তিশালী করা। ক্লীমেন্ত এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীদের– অর্থাৎ অন্যান্য সকল সহকর্মীদের প্রতি পৌলের মমতা ছিল। তিনি যেহেতু তাদের সহযোগিতার ফল দেখেছেন, তাই তিনি বুঝতে পারেন যে, ঐ সহকর্মীদের জন্য তাদের সাহায্য কতটুকু দরকারী। তার সহকর্মীদের তিনি বলেছেন– "তাঁদের নাম জীবন বইতে লেখা আছে"। উপরন্তু তাদেরকে ঈশ্বর অনন্ত কালের জন্য বেছে নিয়েছেন। অন্যভাবে বলা যায়, তাদের নাম অনন্ত কালের জন্য এমন এক সমাজে নিবন্ধন করেছেন যে শহরে তারা চিরদিন স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে। যিহূদী ও পুরোহিতদের উত্তরাধিকার হিসেবে তাকে ঐ শহরের অধিকার দেওয়া হবে। তাই স্বর্গের অধিকারীদের নামের তালিকায় প্রথম দিকে তাদের নাম রয়েছে (লূক ১০:২০)। জীবন বই থেকে তাদের নাম কখনো মুছে ফেলা হবে না (প্রকাশিত বাক্য ৩:১৫)। লক্ষ্য করিন্থীয় যে, জীবন বই নামে একটি বই অবশ্যই আছে যেখানে শুধু নাম রয়েছে কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই। আমরা ঐ বইটি খুঁজে পাব না। জানতে পারবো না যে কার নাম সেখানে রয়েছে। কিন্তু আমরা জানতে পারবো আমাদের কাজের যোগ্য বিচারে, যারা প্রভুর সুসমাচারের জন্য কাজ করছে, যারা খ্রীষ্টের আদেশকে প্রধান্য দেয় তাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা হয়েছে।

তৃতীয়ত: তিনি প্রভুতে যুক্ত হয়ে আনন্দিত থাকতে বলেছেন: "তোমরা প্রভুতে সবসময় আনন্দ কর; পুনরায় বলবো, আনন্দ কর" (৪ পদ)। আমাদের সকল আনন্দ প্রভুকে কেন্দ্র করে হওয়া উচিৎ: আর প্রভুকে নিয়ে আমাদের চেতনা হবে আনন্দের। "প্রভুতে আনন্দ কর (গীতসংহিতা ৩৭:৪ পদ)। আমাদের চেতনার শীর্ষে তাঁর সান্ত্বনাই আমাদের আত্মার শান্তি (গীতসংহিতা ১০৪:৩৪ পদ)। লক্ষ্য করি, প্রভুতে আনন্দ করাই হল আমাদের কাজ, সব সময়, যেকোন অবস্থার মাঝে, এমন কি যখন আমরা কষ্টে থাকি, অথবা তার কারণে কোন যাতনার সম্মুখীন হই। তার কাজের নেতিবাচক ধারণা করা, তার কাজের কঠোর পদ্ধতির জন্য মন খারাপ করা আমাদের পক্ষে ঠিক নয়, আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা এবং আমাদের যন্ত্রণাকে আনন্দে পরিণত করার জন্য প্রভুর কাছে কোন অভাব নেই। তিনি আগেই বলেছেন, "শেষ কথা এই, হে আমার ভাইয়েরা, প্রভুতে আনন্দ কর" (৩:১)। তিনি

এখানে আবার বলেছেন– “প্রভুতে সবসময় আনন্দ কর” “পুনরায় বলবো, আনন্দ কর”। বিশ্বাসী জীবনে সবচেয়ে গুরু দায়িত্ব হল প্রভুতে আনন্দ করা। প্রভুর জীবনে তা বারবার করা প্রয়োজন। যদি বিশ্বাসীগণ তাদের জীবনে নিয়মিত আনন্দ উপভোগ করতে না পারে, তাহলে এটা তাদের ভুল।

চতুর্থতঃ এখানে আমাদের ভাইদের প্রতি আমাদের নরম ও ভদ্র মেজাজী হবার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। “তোমাদের অমায়িক স্বভাব মানুষের কাছে প্রকাশিত হোক। প্রভু নিকটবর্তী (৫,৬ পদ)। এর অর্থ হল– অসামাজিক কোন কিছু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। একগুয়েমি, শত্রুতা বাদ দিয়ে সহানুভুতির মনোভাব নিয়ে একে অন্যকে মেনে নিতে হবে। (***to epieikes***) শব্দটির অর্থ হল দুর্বলকে আপন করে নেয়া। এ বিষয়ে রোমীয় ১৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত জানা যাবে। এর অর্থ হিসেবে কেউ কেউ মনে করে ব্যথা সহ্য করা, অথবা জাগতিক আনন্দ করলে উক্ত পদ পালন করা হবে। এর কারণ হল, ঈশ্বর আমাদের খুব কাছে। আমাদের প্রভুর সহানুভূতির প্রস্তাব হল আমাদের শেষ বিচারের দিকে দৃষ্টিপাত করা। সহকর্মীদের সাথে ঝগড়া নয়, বর্তমান দুঃখের সময় সহানুভুতি ও উত্তম লক্ষ্যের দিকে মন পরিবর্তন করা। আমাদের শত্রুদের তিনি শাস্তি দেবেন, তোমাদের ধৈর্যের পুরস্কার তিনিই দেবেন।

পঞ্চমতঃ কোন বিষয়ে চেতনা না হওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছে (৬ পদ): “কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না” (***meden merimnate***)। একই কথা মথি ৬:২৫ পদে পাওয়া যায়: “কি খাবে বা কি পরবে বলে দেহের বিষয়ে চিন্তা করো না।” এর অর্থ হল আমরা যেন কোন সমস্যা নিয়ে চিন্তিত বা বিচলিত না হই। আরও একটি ব্যাপার হল খ্রীষ্টে জীবন-যাপন করাই হল খ্রীষ্টান জীবনের দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের পাপের স্বভাব সম্পর্কে আমাদের চিন্তিত হতে হবে যেটা আমাদের মনকে বিভ্রান্ত করে তোলে। “কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের সমস্ত চাওয়ার বিষয় ঈশ্বরকে জানাও”।

ষষ্ঠতঃ উতলা হওয়া থেকে নিস্তার লাভের উপায় পৌল বলেছেন– অনবরত প্রার্থনা করা: “কিন্তু সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের সমস্ত চাওয়ার বিষয় ঈশ্বরকে জানাও”।

১) আমরা আমাদের প্রার্থনায় শুধু আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় একটার পর একটা বলেই যাব না কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটি দরকারী বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে নিয়ে বিস্তারিত প্রার্থনা করতে হবে। যখন আত্মিক বিষয়ে আমাদের কোন বাধা আসে তখন প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনকে শান্ত রাখতে পারি। যখন আমাদের বিষয়গুলো জটিল আকার ধারণ করে তখন আমাদের তাঁর নির্দেশনা ও সমর্থন লাভ করতে হবে।

২) আমাদের অবশ্যই ধন্যবাদ সহকারে বিনীত হয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে হবে। আমরা শুধু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যই প্রার্থনা করবো না কিন্তু তার দয়া লাভের জন্যও করবো। আমাদের জীবনে তার কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবো এবং অনবরত

তার অনুগ্রহের জন্য অটল বিশ্বাস রাখব।

৩) প্রার্থনা হল ঈশ্বরকে আমাদের চাওয়া-পাওয়ার বিষয় জানানো: "কিন্তু সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের সমস্ত চাওয়ার বিষয় ঈশ্বরকে জানাও"। এমনটা নয় যে, আমরা না জানালে ঈশ্বর জানবেন না। তিনি আমাদের বিষয়ে আরও ভালভাবে জানেন, কিন্তু তিনি আমাদের কাছ থেকে শুনতে চান। আমাদের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি, অনুগ্রহের গুরুত্ব এবং তাঁর উপর নির্ভর করার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন।

৪) এর ফল হল ঈশ্বরের শান্তি আমাদের অন্তরে রাখা (৭ পদ)। ঈশ্বরের শান্তি আমাদের পূর্ণর্মিলন ও ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার জন্য দরকারী। স্বর্গীয় অনুগ্রহ ও তাঁর সাথে আনন্দ করা, এ বিষয়গুলোকে তিনি প্রকাশ করা বা মূল্যায়ন করায় অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। "এটা মানুষ কখনো ভাবে নি" (১ করিন্থীয় ২:৯)। "যীশুর মধ্য দিয়ে সেই শান্তি তোমাদের দেহ ও মনকে রক্ষা করবে।" এটা আমাদের সমস্যার সময়ে পাপ না করা ও পাপে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে; কোন ধরণের যন্ত্রনা, অশান্তি ছাড়া, হৃদয়ের সন্তুষ্টির মধ্যে দিয়ে– "যার মন তার উপর স্থির আছে তাকে তুমি পূর্ণ শান্তিতে রাখবে, কারণ সে তোমার উপর নির্ভর করে" (যিশাইয় ২৬:৩)।

সপ্তমত: এখানে আমাদেরকে উপযুক্ত, সম্মান, সুন্দর ও যা যোগ্য তার উপর মন দিতে বলেছেন: মোট কথা "যা যা সত্যি, আদরণীয়, ন্যায্য, বিশুদ্ধ, প্রীতিজনক, যা যা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্‌গুণ ও যে কোন কীর্তি হোক, সেসব বিষয় নিয়ে চিন্তা কর" (৮ পদ)। যা সত্যি যা উপযুক্ত, যা সম্মান পাবার যোগ্য, যা ন্যায্য এবং যা জীবনের জন্য ভাল সেই দিকে মনোযোগ দিতে বলা হয়েছে। যা কিছু সুন্দর ও ভাল সেগুলো লাভ করার দিকে মন দিন। এগুলো আমাদের ভালবাসা দেবে এবং মানুষের মধ্যে আমাদের সুনাম ছড়িয়ে দেবে। যা ভাল ও প্রশংসা পাবার যোগ্য: যে বিষয়গুলো সত্যিই সবখানে, সবার কাছে প্রশংসার যোগ্য। লক্ষ্য করি,

ক) প্রেরিত পৌল এখানে প্রতিবেশীর মঙ্গলের জন্য খ্রীষ্টান বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়েছেন। যা প্রশংসার যোগ্য.... সেই দিকে তোমরা মন দাও– সেই বিষয়গুলোকে তিনি অনুকরণ করতে বলেছেন যেগুলো প্রকৃতই অন্যদের দৃষ্টিতে ভাল। যেন তারা কোন দিক থেকেই তোমাদের অবজ্ঞা করতে না পারে। যেকোন খারাপ লোকের কাছ থেকে ভাল কিছু শিখতে আমাদের কোন দ্বিধা থাকার কারণ নেই, যারা আমাদের বিরুদ্ধে যাবে তাদের কাছ থেকেও আমরা শিখতে পরি।

খ) ন্যায্যতার প্রশংসা সবসময় আছে এবং থাকবে। যা প্রশংসার যোগ্য সেই পথে আমাদের চলতে হবে এবং সেগুলো পালন করতে হবে। তাতে তারা মানুষের প্রশংসা না পেলেও ঈশ্বরের প্রশংসা পাবে (রোমীয় ২:২৯)।

উক্ত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে তিনি নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তাদের কাছে তুলে ধরেছেন। "তোমরা আমার কাছে যা যা শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ ও দেখেছ, সেসব করতে নিজেদের ব্যস্ত রাখ" (৯ পদ)। লক্ষ্য করি, পৌলের মতাদর্শ এবং জীবন ছিল

অসাধারণ। তারা পৌলের কাছে যা শুনেছিল তা পৌলকে করতেও দেখেছিল। পৌল তাঁর মতাদর্শ অনুযায়ী তাঁকে অনুসরণ করার প্রস্তাব রাখতে পারতেন। আমরা অন্য যা কিছু শিক্ষা দেই, সেটা পালন করে চলা এক কথায় কঠিন কাজ, কারণ তারা আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখে যে, যা বলেছি তা করছি কিনা। আর এভাবে শান্তিদাতা ঈশ্বরের সংস্পর্শে যেতে পারি এবং তাঁর সাথে থেকে আমাদের দায়িত্ব তাঁকে সমর্পণ করতে পারি। আমরা যখন ঈশ্বরের দিকে যাই, তখন তিনিও আমাদের দিকে এগিয়ে আসেন। আমরা যখন প্রভুতে থাকি, তখন তিনিও আমাদের সাথে থাকেন।

ফিলিপীয় ৪:১০-১৯

উপরের পদগুলোতে লক্ষ্য করি, ফিলিপীয় মণ্ডলী পৌলের কাজের জন্য যে দান পাঠিয়েছিল তার জন্য পৌল কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। এই সময়ে তিনি রোমের জেলে বন্দী ছিলেন। আর এখান থেকে–

প্রথমত: তিনি ফিলিপীয় মণ্ডলী পূর্বে তাকে যে দান পাঠিয়েছিল তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ নিলেন (১৫, ১৬ পদ)। পৌলের মধ্যে কৃতজ্ঞতার মন ছিল: পৌল তাদের জন্য যা কিছু করেছিলেন, তিনি যা রেখে গিয়েছেন তার সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে, ফিলিপীয় মণ্ডলী তাঁকে যা দিয়েছে তা আসলে কিছুই নয়। কিন্তু পৌল যেভাবে তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, মনে হয়েছে তা যেন মহৎ কিছু ছিল এবং এমন সময় তারা যে উপকার করলো তার কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যদি তারা তাদের প্রত্যেকের সম্পদ অর্ধেক করেও দিত তবুও তা পৌলের জন্য দেয়া যথেষ্ট উপহার বলা যায় না। কারণ তার এমন কি তাদের আত্মাও পৌলের কাছে অনেক বেশি ঋণী ছিল। আর এখন, যদিও তাদের উপহার খুব বড় কিছু ছিল না, তারপরও পৌল তা খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করলেন এবং কত কৃতজ্ঞতা জানালেন! এমন কি এই চিঠিতে তার প্রমাণ রয়েছে, সব বয়স্ক লোকদের মধ্যে মণ্ডলীতে এই চিঠি পাঠ করা হয়েছে, যেন এ চিঠিটি পড়ার মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে, তারা পৌলের জন্য কি কি করেছিল। অবশ্যই পৌলের ঋণ শোধ করার জন্য যথেষ্ট উপহার তারা দিতে পারে নি। পৌল তাদের মনে করিয়ে দেন যে, “হে ফিলিপীয়েরা, তোমরাও জান, সুসমাচার প্রচারের প্রথম লগ্নে, যখন আমি মাকিদনিয়া থেকে প্রস্থান করেছিলাম, তখন কোন মণ্ডলী দেনা-পাওনার বিষয়ে আমার সহভাগী হয় নি কেবল তোমরাই হয়েছিলে” (১৫ পদ)। তারা শুধু পৌলকে তাদের মধ্যে পেয়েই আপ্যায়ন করেন নি, কিন্তু যখন তিনি মেসিডোনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তখনো তার জন্য সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ উপহার পাঠিয়েছিল। আর এটা তারা করেছিল অন্য কোন মণ্ডলী তাঁর পাশে ছিল না। তারা পৌলের জন্য শুধু যে জাগতিক উপহার পাঠিয়েছিল তা নয়, তারা আত্মিক দানেও পরিপক্ক ছিল। সেই কাজের ক্ষেত্রে অন্যেরা যা করে আমরা সেটা করতেই পারি। কিন্তু ফিলিপীয় মণ্ডলী কোনমতেই এমন ছিল না। তারা অন্যকে দেখে নয়, বরং নিজেরা পৌলের জন্য তাদের আগ্রহের অতিরিক্ত করেছিল, তাদের মণ্ডলীই ছিল একমাত্র অবদান

রাখা মণ্ডলী। "বাস্তবিক যখন আমি থিষলনীকীতে ছিলাম তখন তোমরা একবার, বরং দু'বার সাহায্য পাঠিয়ে আমার অভাব পূরণ করেছিলে" (১৬ পদ)। লক্ষ্য করি,

১) তাদের পাঠানো উপহার সামান্যই ছিল: তারা পৌলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠিয়েছিল। যা তাদের সাধ্যের মধ্যে জোটে তাই তারা পাঠিয়েছিল। কিন্তু পৌল তার অতিরিক্ত কোন কিছু দাবী করেন নি।

২) এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রভু তাঁর লোকদের তাঁর দয়া অনুসারে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু দিয়ে পূর্ণ করবেন। তার দয়া তার লোকদের ও তাঁর পরিচর্যাকারীদের যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে বারবার ফিরে আসে। "তারা কয়েকবার সাহায্য পাঠিয়েছিল।" অনেকে তাদের এই দানকে সেবা কাজের নামে একটা লোক দেখানো বিষয় বলে মনে করে। কেন তাদের বিরুদ্ধে ঐ ধরনের মন্তব্য করা হয়? ফিলিপীয় মণ্ডলী বার বার এই কাজ করেছে। তারা প্রায়ই পৌলের প্রয়োজনে দান দিয়ে, অতিথি পরায়নতা দিয়ে সাহায্য করেছে। তিনি ফিলিপীয়দের পূর্বের কাজের বিষয়ে এখানে বলেছেন। এটা শুধু কৃতজ্ঞতা স্বীকারের জন্য নয়, বরং তাদের উৎসাহিত করার জন্য করেছেন।

দ্বিতীয়ত: তারা পৌলকে অনেকদিন পর স্মরণ করেছে এ কথাও পৌল বলেছেন। এর অর্থ হল তারা অনেকদিন পর্যন্ত পৌলের কোন খোঁজ-খবর করে নি বা কোন উপহার পাঠায় নি। "কিন্তু আমি প্রভুতে বড়ই আনন্দিত হলাম যে, এত কাল পর এখন তোমরা আমার জন্য চিন্তা করতে নতুন উদ্দীপনা পেয়েছ" (১০ পদ)। বসন্ত কালের একটি গাছের মত, যেন শীতকালে তাদের অবস্থা মরার মত ছিল। কিন্তু এখন উপযুক্ত সময়ে মহান শিক্ষক তাদের করা অবহেলার পরিবর্তে তাদের কোন তিরস্কারমূলক কথা শোনান নি, কিন্তু তিনি বরং তাদের পক্ষে একটি অযুহাত তুলে ধরেছেন– "অবশ্য আমার বিষয়ে তোমরা চিন্তা করছিলে বটে, কিন্তু তা দেখাবার সুযোগ পাও নি"। কিভাবে তাদের সুযোগের অভাব থাকে যদি তারা সত্যিই তার প্রতি মনোযোগ দেয়? তাদের হয়তো পৌলের কাছে একজন লোক পাঠানো দরকার ছিল, যে সংবাদ নিতে পারে। কিন্তু প্রেরিত পৌল স্বেচ্ছায় তাদেরই পক্ষ নিয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেন যে, তারা আরও দেখাতে পারতো যদি তারা উপযুক্ত সুযোগ পেত। পৌলের যেসব বন্ধুরা সত্যিই তাঁকে অবহেলা করেছে তাদের সাথে পৌলের আচরণের পার্থক্য রয়েছে। যেখানে পৌলের সাথে তাদের বাক্-বিতন্ডা হওয়ার কথা সেখানে পৌল নিজেই তাদের পক্ষে অযুহাত দাঁড় করান।

তৃতীয়ত: প্রেরিত পৌল তাদের বর্তমান উদারতার জন্য তাদের প্রশংসা করেছেন। "তবুও তোমরা আমার কষ্টের সহভাগী হয়ে ভালই করেছ" (১৪ পদ)। একজন উত্তম নেতাকে সবসময় সাহায্য করা একটি মহৎ কাজ। এখানে দেখি একজন সত্যিকার খ্রীষ্টানের অনুভূতি কেমন: শুধু আমাদের বন্ধুদের সমস্যার সময়ই সাহায্য নয় বরং আরও কি কি উপায়ে সাহায্য করা যায় সেগুলো করা। তারা পৌলের কষ্টের সময় তার খোঁজ-খবর নিয়েছে। যেন কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পারে। কেউ যদি বলে তোমার ভাল হোক, খেয়ে পরে ভাল থাক, অথচ তার অভাব পূরণের জন্য কোন ব্যবস্থাই না করে তাতে তার কি উপকার হবে (যাকোব ২:১৬)? তিনি তাদের জন্য প্রচুর আনন্দ করেছেন (১০ পদ) কারণ এটি ছিল

পৌলের প্রতি তাদের সহানুভূতি এবং ফিলিপীয় মণ্ডলীতে তিনি যা করেছিলেন তার ফলের বহিঃপ্রকাশ। যখন তাদের বদান্যতার ফল প্রেরিতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন এটি প্রকাশিত হয় যে, তাদের কাজের ফলই প্রকাশিত হয়েছে।

চতুর্থতঃ প্রেরিত পৌল খারাপ দিকটা এড়িয়ে যদিও তাঁকে যা দেয়া হয়েছিল তা নিয়ে তিনি বড় আলোচনা করতে পারতেন কিন্তু এতে অমিল, অবিশ্বাস, লোভ অথবা জাগতিক আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি ছাড়া কোন লাভ হতো না (১১,১২ পদ)। "এই কথা আমি আমার অনটন সম্বন্ধে বলছি না (১১ পদ), তাঁর কোন প্রয়োজনের জন্যও নয় বা কোন অভাবজনিত ভয়ের জন্যও নয়, পূর্বে তাঁর কাছে সামান্য যা ছিল, সেটা নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। শাস্ত্রের কথামত তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতেন। আর পরের বার তিনি সেই মহান ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করেছিলেন, যিনি তাঁকে দিনের পর দিন প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান দিয়ে এসেছেন– তাই তিনি তাঁর অভাব নিয়ে কোন কথা বলেন নি, "আমি অবনত হতে জানি, উপচয় ভোগ করতেও জানি; প্রত্যেক বিষয়ে ও সমস্ত বিষয়ে আমি তৃপ্ত বা ক্ষুধিত হতে এবং উপচয় বা অনটন ভোগ করতে শিক্ষা লাভ করেছি" (১২ পদ) এখানে আমরা পৌলের শিক্ষার দিকটি লক্ষ্য করি। গমলিয়েলের পায়ের কাছে থেকে তিনি যা শিখেছিলেন তা নয় বরং খ্রীষ্টের পদতলে থেকে যা শিখেছেন সে বিষয়। তিনি সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছেন, আর এই শিক্ষা অনেক মানুষের শেখা অবশ্যই দরকার আর তারা যে বিষয়গুলো কষ্টদায়ক বলে মনে করতো সেগুলো প্রেরিত পৌল নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁকে আটকে রাখা হয়েছিল, জেলে দেয়া হয়েছিল আর এটা তাঁর জীবনে বার বার ঘটেছে। কিন্তু তিনি এসবের মাঝে সন্তুষ্ট থাকতে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর এই সন্তুষ্টি তাঁকে যে কোন অবস্থায় স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করেছে। "কেননা আমি যে অবস্থায় থাকি, তাতে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছি"। এটা অনুগ্রহ লাভের জন্য, যেকোন অবস্থায় স্থির থাকবার জন্য এবং যেকোন অবস্থায় শান্ত মেজাজ দেখানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে– আমাদের শিখতে হবে কিভাবে নিচু হওয়া যায়, ক্ষুধার সাথে টিকে থাকা যায়, যেন শয়তানের পরীক্ষা আমাদের উপরে জয়লাভ না করে, এমন কি আমাদের সান্ত্বনা যেন না হারায়, তাঁর শক্তিতে অবিশ্বাস না আসে অথবা নিজেদের ইচ্ছামত কোন শিক্ষা লাভ না করি।

২) সৌভাগ্যজনক অবস্থায় আমাদের জানতে হবে কিভাবে সন্তুষ্ট থাকবো, কিভাবে পরিপূর্ণ থাকা যায়, যেন শেখা যায়– এখানে গর্বের কিছু নেই বা, অহংকার ও আভিজাত্যেরও কিছু নেই। অন্যান্য শিক্ষার মত এটিও খুবই একটি কঠিন শিক্ষা। প্রচুর থাকা ও জীবনে সফল হওয়ার পরীক্ষাও ঐসব ব্যাথা ও অভাবের তুলনায় কম নয়, কিন্তু আমরা এখানে কতটা শিক্ষা লাভ করেছি? "যিনি আমাকে শক্তি দেন তাঁর জন্য আমি সবই করতে পারি" (১৩ পদ)। আমাদের প্রয়োজন এখন শুধু খ্রীষ্টের শক্তি, যেন আমরা বিশ্বাসী হিসেবে ঐ কাজগুলোই না করিন্থীয় যেগুলো খাঁটি বিশ্বাসী হিসেবে প্রকাশ করে, উপরন্তু যা নৈতিক শিক্ষা সেদিকেও আমাদের মন দিতে হবে। আমাদের তাঁর শক্তির দরকার যেন প্রতিটি অবস্থায় তিনি আমাদের যোগ্য শিক্ষা দেন। পৌলকে তাঁর শক্তি নিয়ে গর্ব করতে দেখা

গেছে। “প্রত্যেক বিষয়ে ও সমস্ত বিষয়ে ...... শিক্ষা লাভ করেছি”। কিন্তু এখানে তিনি সমস্ত প্রশংসা প্রভুকে দিয়েছেন। “এটা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়েছে, তাঁর শক্তিতেই আমি সব করতে পারি, আমার নিজের শক্তিতে নয়”, তাই আমাদের প্রভুর শক্তি দরকার, তারই শক্তিতে আমাদের শক্তিমান হতে হবে (ইফিষীয় ৬:১০)। খ্রীষ্টের অনুগ্রহের দ্বারাই শক্তিশালী হতে হবে (২ তীমথিয় ২১)। যেন ঈশ্বর আমাদের এমন শক্তি দেন যেন পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে আমাদের দিল শক্তিশালী হয় (ইফিষীয় ৩:১৬)। বাক্যের মূল শব্দটি হল বর্তমান কালের ক্রিয়া বিশেষণ পদ)- (*en to endynamounti me Christo*) এটি বর্তমান ও চলমান কাজকে প্রকাশ করে। যেমন তিনি বলেছেন, খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে– যিনি আমাকে শক্তি দেন ও দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর এই নতুনীকৃত স্থায়ী শক্তিতে আমি সবই করতে পারি। আমার সমস্ত আত্মিক শক্তির জন্য আমি তাঁর উপর নির্ভর করি। এটি লোভ থেকে বা জাগতিক কোন শক্তি থেকে আসে নি, “আমি উপহার পাবার চেষ্টা করছি না,”– এর অর্থ আমি তোমাকে স্বাগতম জানাই, আমার আনন্দের জন্য নয় বরং তোমার কাজের জন্য’। তিনি নিজের জন্য বেশি কিছু চান নি কিন্তু তাদের জন্য চেয়েছেন। “আমি এমন ফলের আশা করিন্থীয় যা তোমার সামনে পূর্ণ থাকে”: “এর অর্থ তোমরা যেন তোমাদের পৃথিবীর সম্পদকে উপযুক্ত ব্যবহার করতে পার, যেন অন্যদেরকে আনন্দের সাথে একটি অংশ দিতে পার। এটা এমনভাবে তুলে ধরা হয় নি যে, তোমাদের কাছ থেকে আরও বেশি করে উপহার আসবে, তবে এ বিষয়টি অনুশীলন করার জন্য তোমাদের উৎসাহিত করা হয়েছে যেন ভবিষ্যতে এটি গৌরবময় হিসেবে প্রকাশিত হয়,” “আমার পক্ষ থেকে”, তিনি বলেছেন, “আমার সব পাওনাই আমি পেয়ে গেছি” (১৮ পদ) একজন মানুষ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কি-ই বা দাবী করতে পারে? আমি উপহারের জন্য কিছুই দাবী করিন্থীয় না, কারণ– আমার যা দরকার তার চেয়ে বেশিই আমার আছে। তারা পৌলকে সামান্য উপহার দিয়েছিল, কিন্তু পৌল বলছেন, আমার আর কোন অভাব নেই” তিনি পাওয়ার আশায় থাকেন নি বা ভবিষ্যতের সঞ্চয় বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন নি। “আমি তোমাদের কাছ থেকে ইপাফ্রদীতের হাতে যা যা পেয়েছি তাতে পরিপূর্ণ হয়েছি“। লক্ষ্য করি, একজন সৎ মানুষের জাগতিক আকাঙ্ক্ষা খুব দ্রুতই পরিপূর্ণ হয়। তা জাগতিকতার মধ্যে অবস্থন করে না বরং জগৎ থেকে লাভ করেই এটা হয়েছে। একজন জাগতিক লোভী মানুষের যতই থাকুক তবু সে অনেক কিছু চাইবেই কিন্তু একজন খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের সামান্য থাকলেও সে খুশি হয়, সন্তুষ্ট থাকে।”

পঞ্চমত: প্রেরিত পৌল নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, ঈশ্বর তাদের উপহার গ্রহণ করেছেন এবং খুশি হয়েছেন আর তোমাদের দয়ার প্রতিদান তিনি তোমাদের দিবেন।

১) “তিনি গ্রহণ করেছেন”– উপহারগুলো সুগন্ধযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য উৎসর্গ। আর এতে ঈশ্বর খুশি হন। এটা পৌলের অভাব পূরণ করেছে বলেই যে, ঈশ্বর গ্রহণ করেছেন, তা নয়, বরং এটা ছিল তাদের সৎকাজের ফল, সেজন্যই গ্রহণ করেছেন। আর এ রকম উৎসর্গতেই ঈশ্বর খুশি হন (ইব্রীয় ১৩:১৬)।

২) তিনি এর প্রতিদান দিতে পারতেন: “আর আমার ঈশ্বর খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত আপন

গৌরবের ধন অনুসারে তোমাদের সমস্ত অভাব পরিপূর্ণভাবে মিটিয়ে দেবেন” (১৯ পদ)। তিনি এটা বলেছেন কারণ তাদের মহৎ কাজে পাওনা স্বর্গের রাজকোষে পৌঁছে গেছে। তারা যে দয়া দেখিয়েছে তার প্রতিদান মহান ঈশ্বরই দেবেন। “তিনি এটা তোমাদের প্রভু হিসেবে করবেন না, কিন্তু আমার প্রভু হিসেবে, যিনি জানেন আমার প্রতি যা করা হয়েছে তা তার প্রতিও করা হয়েছে। তোমরা তোমাদের ধন অনুসারে আমাকে সাহায্য করে আমার অভাব পূরণ করেছ। আর তিনি তার “ধন অনুসারে” তোমাদের সাহায্য করবেন। এখনো জীবিত খ্রীষ্টের দ্বারা তাঁর মধ্য দিয়ে আমরা ঐসব সৎকাজ করতে পারি। এটা ধার হিসেবে নয় বরং অনুগ্রহের দান হিসেবে, আমরা তার জন্য যতই করিন্থীয় না কেন আমরা তাঁর কাছে ঋণী থাকি কারণ আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক বেশি লাভ করেছি।

ফিলিপীয় ৪:২০-২৩ পদ

উক্ত পদগুলোর মাধ্যমে প্রেরিত পৌল তাঁর চিঠির সমাপ্তি টেনেছেন;

১) ঈশ্বরকে গৌরব দেবার মাধমে– “আমাদের ঈশ্বর ও পিতার মহিমা যুগপর্যায়ের যুগে যুগে হোক। আমেন” (২০ পদ)।

লক্ষ্য করি–

প্রথমত: আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করতে পারি; যুগ যুগ ধরে তিনি আমাদের পিতা। এটা মহান ঈশ্বরের একটি অনুগ্রহ যে তিনি পাপীদের সাথে পিতা-সন্তানের সম্পর্ক করেছেন এবং আমাদের তাঁকে পিতা বলার অনুমতি দিয়েছেন। আর এটি অদ্ভুতভাবে তাঁর বাক্যের বর্ণনা রয়েছে। এটা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় যে, যিনি সর্বদা আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাঁকে আমরা পিতা বলে সম্বোধন করতে পারি। আমাদের সমস্ত দুর্বলতা ও ভীতির সময় আমাদের তাঁর দিকে তাকানো উচিৎ, শাসক বা শত্রু হিসেবে নয়, বরং পিতা হিসেবে যিনি আমাদের প্রতি দয়া ও সাহায্য বর্ষণ করতে পারেন। “এ গৌরব অবশ্যই চিরকালের গৌরব”।

দ্বিতীয়ত: আমাদের প্রতি তাঁর দয়া এবং করুণার জন্য আমাদের উচিৎ তাঁকে গৌরব দেয়া। আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর সকল অনুগ্রহ গ্রহণ করিন্থীয় এবং তাঁকে সমস্ত গৌরব, প্রশংসা দেই। আমাদের গৌরব অবশ্যই অটল ও চিরকাল স্থায়ী।

পৌল তাঁর ফিলিপীয় বন্ধুদের অভিবাদন জানিয়েছেন: “যীশু খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত প্রত্যেক লোকদেরকে আমার শুভেচ্ছা, আমার সঙ্গী ভাইয়েরা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন”– তিনি শুধু মণ্ডলীর প্রচারক, পরিচালকদেরই স্মরণ করেন নি বরং মণ্ডলীর প্রত্যেকটি সদস্যদের বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছেন। প্রেরিত পৌলের অন্তরে প্রতিটি খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের জন্য মমতা ছিল।

২) রোমে যারা আছেন তাদের পক্ষ থেকেও তিনি সালাম জানিয়েছেন: “ঈশ্বরের বান্দা

যারা এখানে তারাও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে” অর্থাৎ প্রচারক ও বিশ্বাসী যারা আছে তারা সকলেই তোমাদের জন্য চিন্তা করে। “বিশেষত যাঁরা সম্রাটের বাড়ির লোক, তাঁরা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন”। ‘বিশেষভাবে’ লক্ষ্য করি, সম্রাটের বাড়িতেও বিশ্বাসী লোকজন ছিল, যদিও পৌল জেলখানায় ছিলেন, তবুও তিনি রাজার কর্মচারীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন, ফলে এখন রাজার পরিবারেও বিশ্বাসীর জন্ম হয়েছে। প্রথমদিকেই সুসমাচার কিছু ধনী ও ক্ষমতাবানদের জয় করেছিল। সম্ভবত বিচারের ভয়ের সময় তিনি ঐ সব বন্ধুদের কাছ থেকে কিছুটা উৎসাহ পেয়েছিলেন।

৩) “বিশেষত যাঁরা” লক্ষ্য করিস্থীয় এই লোকদের কোর্টের মধ্যেই শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল। আর তারা ছিল অন্যদের চেয়ে খুবই বিনয়ী ও নম্র। দেখুন, ধর্মীয় ক্ষেত্রে পবিত্র সৌজন্যবোধ কতটা ব্যঞ্জনাময়।

৪) প্রেরিতের সাধারণ গতানুগতিক শেষ আশীর্বচন: “যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহবর্তী হোক” – যীশু খ্রীষ্টের বিনামূল্যের দান তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহই হোক তোমাদের সম্পদ ও শান্তি।